উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

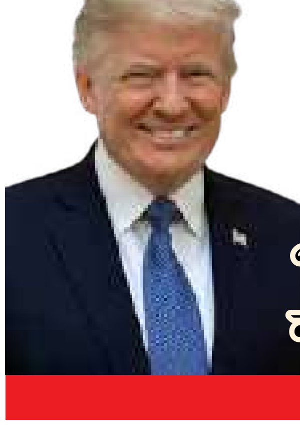

'ইউক্রেনে চাই নয়া প্রেসিডেন্ট' ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৪°	২০°	৩৪°	২১°	৩৩°	২০°	৩৪°	২০°

উমা আসছে ৪ দিন পর

পিচ নিয়ে বিস্ফোরক সামি ১১

'হোম অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি না'

শিলিগুড়ি ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩ সোমবার ৫.০০ টাকা 12 October 2026 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 146

পাহাড় ধসে তৈরি অস্থায়ী লেক ফেটে ফের হড়পা

কাঠমান্ডু, ১১ অক্টোবর : হিমালয়ের প্রকৃতিকে আর বিশ্বাস নেই। বৃষ্টির ছিটেফোঁটা না থাকলেও আবার জলে ভাসিয়ে দিল নেপালের একাংশকে। নতুন করে হড়পায় প্রাণহানির খবর পাওয়া না গেলেও মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে অন্তত ৩৫টি বাড়ি ও ৬টি সেতু। মাসকয়েক আগের ভয়াবহ বিপর্যয়ের স্মৃতি টাটকা থাকতেই রবিবার নেপালে গোর্খা জেলার চুমবুরি গ্রামে বুড়ি গণ্ডকী নদীতে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। তাতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও। নিখোঁজের সংখ্যা কমপক্ষে ১০।

নেপাল সরকার জানিয়েছে, প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে ঠিক সময় 'এসএমএস অ্যালার্ট'-এর কারণে। নেপালের বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের প্রধান ধর্মরাজ উপ্রীতি জানিয়েছেন, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে নদীর জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের মোবাইলে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছিল। ফলেই নদীতীরের মানুষ দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার সুযোগ পান। অগাস্টে ভোটেকোশী নদীর বিপর্যয়ের পর প্রশাসনের এই 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম'- গোর্খা জেলায় ব্যাপক প্রাণহানি এড়াতে সাহায্য করেছে।

আতঙ্ক বাড়ছে নেপালে

স্থানীয় বাসিন্দা শেরাপ গুরুং বলেন, 'ভোরের দিকে বিকট আওয়াজ কানে আসে। এমন শব্দ আগে কখনও শুনিনি। আমরা কোনওরকমে পাহাড়িপথ ধরে কাছে পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখান থেকে দেখলাম, আশপাশের বাড়িঘর সবকিছু গিলে নিল বুড়ি গণ্ডকী।' স্যাটেলাইন চিত্র বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, শনিবার রাতে পাহাড়ি ধসে বুড়ি গণ্ডকী নদীতে জল অবরুদ্ধ হয়ে অস্থায়ী লেক তৈরি হয়। জলের অস্বাভাবিক চাপে সেই লেকের পাড় ভেঙে হড়পা নেমে আসে।

এজন্য শুধু গোর্খা নয়, ধাদিং ও চিতোয়ান জেলার সমস্ত নদীপাড়ের মানুষকে সতর্ক থাকতে বলেছে নেপাল সরকার। রবিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ ত্রিশূলী নদীর উপনদী বুড়ি গণ্ডকীতে জলস্তর ছিল ৩.৬৬ মিটার। মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে সকাল ৮টা ৪০ নাগাদ তা বিপদসীমার (৫ মিটার) অনেক উপরে উঠে ৮.৪৩ মিটারে পৌঁছে যায়। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৮টা ৪০ মিনিট- শুধু এই ১০ মিনিটের ব্যবধানে জলস্তর প্রায় দু'মিটার বাড়ে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল বিভিন্ন ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিপুল পরিমাণ কাদা ও ধ্বংসস্তূপ

এরপর দশের পাতায়

বুড়ি গণ্ডকী নদীর জলোচ্ছ্বাস। নেপালের গোর্খা জেলায়। রবিবার।

পূর্বপুরুষের কবর এদেশে। যাঁরা কখনও বাংলাদেশে বেড়াতেও যাননি, তাঁদের উত্তরসূরিকে 'বাংলাদেশি' তকমা শুনতে হয়েছিল। একজন গবেষককে যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে পড়াশোনা করতে হয়েছে গত কয়েক মাস, তাঁর কেরিয়ারে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল- তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

অবশেষে লিস্টে নাম, তবু বহু প্রশ্ন

আবদুল্লা রহমান

সব নিয়ে গিয়েছিলাম। ঠাকুরদার বাবার ১৯৫২ থেকে শুরু করে আমার ২০২৬ পর্যন্ত যত নথি। কী ছিল না ফাইলে! ভোটার তালিকা, জমির দলিল, আমার ব্যক্তিগত সমস্ত নথি, মাধ্যমিক থেকে পিএইচডি পর্যন্ত সমস্ত শংসাপত্র। কী নথি দেখাব আর বিচারপতি কী দেখতে চাইবেন, জানতাম না তো। কিন্তু শুনানিতে লাগল কী? কিছুই না। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির সময় যা যা দিয়েছিলাম, তাতেই সন্তুষ্ট ট্রাইবিউনালের বিচারপতি।

আমাকে উনি জিজ্ঞাসাবাদও কিছু করলেন না। শুধু একবার জানতে চাইলেন, আমার মায়ের নাম। তারপর সহযোগীদের সঙ্গে কথা বললেন বিচারপতি। অনলাইন

ছবি : এআই

শুনানিতে ওপাশে বিচারককে বলতে শুনলাম, তিনি ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না। ব্যাস এটুকুই! তারপর আমাকে বলা হল 'আপনার নাম লিস্টে থাকছে।' এই একটা শব্দ আমার ভিতরে জমে থাকা কত অপমান, কত যন্ত্রণার যে উপশম করল মুহূর্তে, বলে বোঝাতে পারব না।

জীবনে অনেক পরীক্ষায় পাশ করেছি। এই পরীক্ষায় পাশ করার আনন্দ সেই সমস্ত কিছুকে ভুলিয়ে দিল। আমার পূর্বপুরুষের কবর এদেশে। যাঁরা কখনও বাংলাদেশে বেড়াতেও যাননি, তাঁদের উত্তরসূরিকে 'বাংলাদেশি' তকমা শুনতে হয়েছিল। একজন গবেষককে যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে পড়াশোনা করতে হয়েছে গত কয়েক মাস, তাঁর কেরিয়ারে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল- তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসআইআর-এর ট্রাইবিউনাল গঠনের পর এতদিন এই শুনানির অপেক্ষায় ছিলাম। অথচ কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের অফিসে পৌঁছে আমার বুক দুরুদুরু করছিল। জীবনে প্রথম কোনও বিচারপতির মুখোমুখি হওয়া যে। তার আগে বিচারপতি দূরে থাক, থানাপুলিশের অভিজ্ঞতাও আমার ছিল না। কতদিন যে ঘুমোইনি। এসআইআর পর্বে আমার নাম 'ডিলিট' জেনে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল।

সেইসঙ্গে বাড়ি ফিরলেই পাড়াপড়শিদের ভিড়। বাবা রে, আমার ছেলের নামটা উঠবে না? ছেলেটা রাজস্থানে কাজ করে। ওকে ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে না তো। নিজের সঙ্গে অন্যদের সমস্যা শুনতে শুনতে অস্থিরতা ও

এরপর দশের পাতায়

সুপ্রিম নির্দেশ সত্ত্বেও

ধরপাকড়

আন্দোলন চলবে, অনড় ককরোচ পার্টি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : সরকারপক্ষের দাবি, বিদেশি শক্তির মদতে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা চলছে। কিন্তু দেশের শীর্ষ আদালতের ভাষায় এই আন্দোলন হল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার। গত তিনদিন ধরে দেশের রাজধানীতে সেই অধিকার খর্ব হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্ট শুধু আশঙ্কাই প্রকাশ করেনি। নির্দেশ দিয়েছে, আইন মেনে শান্তিপূর্ণভাবে জমায়েতে বাধা দেওয়া যাবে না। তাতে শামিল বিক্ষোভকারীদের আটক করাও চলবে না।

ককরোচ জনতা পার্টি ও বাম ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভ মোকাবিলার নামে ব্যারিকেড দিয়ে দিল্লিকে কার্যত পুলিশ অবরুদ্ধ করে ফেলায় শুক্রবারই উষ্মা প্রকাশ করেছিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ। ট্রেন, মেট্রো সহ গণপরিবহণ স্বাভাবিক রাখার নির্দেশও দিয়েছিল। কিন্তু শনিবারের নির্ধারিত যন্তরমন্তর অভিযানে সেই নির্দেশ মানা হয়নি বলে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়েছিল।

সেই মামলাতেই রবিবার ছুটির দিনে বিশেষ শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ আদালতের আগের নির্দেশ অমান্য করে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা এবং বিক্ষোভকারীদের বেআইনিভাবে আটক করার অভিযোগে দিল্লি পুলিশ ও মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে ১৩ অক্টোবরের মধ্যে জবাব তলব করেছে। সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে বটে, কিন্তু রবিবারও দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে চলে ব্যাপক ধরপাকড়।

যদিও দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল চোখে পড়ার মতো। যন্তরমন্তর, সংসদ চত্বর, আকাশবাণী ভবন, নির্বাচন সদন, রেল ভবনের আশপাশ, রফি মার্গ এবং কনট প্লেস সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ

বিক্ষোভ চলে। রবিবারও বিক্ষোভ দেখানোয় আটক হন আইসা নেত্রী নেহা বোরা। সিপিএমের রাজ্যসভা সাংসদ জন ব্রিটাসকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে অন্তত চারজন

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে নয়াদিল্লির রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের ধরপাকড়। রবিবার।

সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে অবশ্য জানান, শনিবার রাত ১০টা থেকে দিল্লির সমস্ত মেট্রো স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে। রেল পরিষেবাও স্বাভাবিক। ইন্টারনেট পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এলাকা ব্যারিকেড ও কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে রাখা হয়েছিল।

তাতে অবশ্য তরুণ প্রজন্মকে পুরোপুরি আটকে রাখা যায়নি। বরং কনট প্লেস, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ সহ দিল্লির একাধিক স্থানে দফায় দফায় সাংবাদিককেও আরকে আশ্রমের কাছে সাময়িকভাবে আটক করা হয় বলে অভিযোগ।

নির্বিচারে ধরপাকড় চললেও আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলে

এরপর দশের পাতায়

শারদ-সুর

কুমোরটুলি ছেড়ে মণ্ডপের পথে। বালুরঘাটে রবিবার। ছবি : মাজিদুর সরদার

শেষ রবিতে পুজোর বাজারে ঠেলাঠেলি

এল এল পুজো এল

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : কোথাও 'সেল ৫০০', কোথাও ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। জুতোর দোকান থেকে হাঁক, 'মাত্র ২০০ টাকায় জুতো নিয়ে যান।'

মহাবীরস্থান থেকে হকার্স কর্নার, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট থেকে হংকং মার্কেট- সকাল থেকেই গমগম করল শিলিগুড়ির বাজারগুলি। বেলা গড়াতেই ভিড় বাড়ল। বিকেলের পর হাঁটাচলার জায়গা নেই। সন্ধ্যায় কেনাকাটার তাগিদে ঠেলাঠেলি। কারও হাতে জামাকাপড়ের ব্যাগ, কেউ তখনও খুঁজে চলেছেন মনের মতো পোশাক। পুজোর আগে শেষ রবিবারে জমে উঠল বিক্রিবাটা।

ফুলবাড়ি থেকে মা ও বোনকে নিয়ে সকাল ১১টায় বাজারে পৌঁছেছিল রিয়া বর্মন। পছন্দ ফ্লেয়ারড আনারকলি, বোনের চাই ফিউশন শাড়ি। তিন-চারটি দোকান ঘুরেও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। আরও কয়েকটি দোকানের কালেকশন দেখতে চায় রিয়ারা। মহাবীরস্থানে তখন মাথার সারি। দোকানে দোকানে পোশাক দেখাতে ব্যস্ত বিক্রেতারা।

ব্যবসার হাল জানতে চাইতেই মহাবীরস্থানের জামাকাপড়ের ব্যবসায়ী চন্দন সরকার বলে উঠলেন, 'ভালো দিদি, বুঝতেই পারছেন এখন কথা বলার সময় নেই।' এরপরই কালাগছ থেকে আসা রত্না দাসকে পোশাক দেখাতে মন দিলেন তিনি। পরে রত্না বললেন, 'একবারে কি কেনাকাটা শেষ হয়! অনেকের জন্য কিনতে হয়। আজ রবিবার, তাই স্বামীকে নিয়ে আসতে পেরেছি। আবারও আসতে হতে পারে।'

হকার্স কর্নারেও তখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা। কেউ ছোটদের পোশাক কিনছেন, কেউ বাড়ির প্রবীণদের জন্য জামাকাপড় খুঁজছেন। সকালে পরার জন্য সুতির কুর্তা খুঁজতে এসে সৌরভ ঘোষের পছন্দ হল হলুদ পাঞ্জাবি। বাবা বিল মেটাচ্ছেন, আর মা বনানী ঘোষ জানাচ্ছেন, রাতে পরার জন্য ছেলের ঝিলমিলে কুর্তাও কেনা হয়েছে। আসলে সপরিবারে বনানীরা এসেছিলেন বাড়ির কর্তার জন্য কেনাকাটা করতে, কিন্তু ছেলের আবদার ফেলতে পারেননি! বাজারের কাপড় ব্যবসায়ী অনুপ দাসের কথায়, 'ক্রেতাদের সহজে ফিরতে দিচ্ছি না, দরদাম করেই বিক্রি করছি। এই তো শেষবেলা।'

শহরের বাইরে থেকে আসা অনেকের কাছে রবিবারই ছিল কেনাকাটা শেষ করার শেষ সুযোগ।

এরপর দশের পাতায়

ক্রেতাদের ঢল রবিবার সন্ধ্যায়। শিলিগুড়ির টাউন স্টেশন বাজারে।

সময়ের কথা

বাঘ এল, বক্সা তৈরি তো?

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ইতিমধ্যেই সে 'বক্সার রানি' তকমা পেয়ে গিয়েছে। স্বাধীনভাবে জঙ্গলে ঘুরছে। হয়তো কোনও অচেনা ঝরনার ধারে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করছে। বাতাসে শুঁকছে অন্য বাঘের গন্ধ। দূরে কোথাও হরিণ ডাকলে থমকে যাচ্ছে। তিন বছরের বাঘিনীটি জানে না, তার জন্য এই জঙ্গল কত বছর ধরে অপেক্ষা করছে। জানে না, এই বনেই একসময় তারই মতো বাঘেরা ঘুরে বেড়াত। জানে না, সেই বাঘেরা একদিন প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল।

তাই বাল্মীকি থেকে আসা বাঘিনীটি শুধু একটি নতুন প্রাণী নয়। সে যেন পুরোনো বক্সার কাছে ফিরে আসা একটি প্রশ্ন, বাঘ ফিরল, কিন্তু বাঘের বক্সা কি ফিরেছে?

একসময় বক্সায় বাঘের হিসাব শুনলে আজকের সংখ্যাগুলি অবিশ্বাস্য মনে হবে। গবেষণায় উল্লিখিত সরকারি তথ্য বলছে, ১৯৯২ সালে বক্সায় বাঘ ছিল ২৯টি, ১৯৯৫-এ ৩১টি, ১৯৯৭-এ ৩২টি। তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকার। ২০০৭-এ সংখ্যা নেমে হয় ১২। ২০১০-এর ডিএনএ পরীক্ষায় অন্তত ১৫টি বাঘের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে। ২০১১-তে সেই পরীক্ষায় ২০টি। কিন্তু ২০১৮ সালের সর্বভারতীয় গণনায় বক্সার ক্যামেরায় একটি বাঘও ধরা পড়ল না। ২০২১-এর শেষে ফের এল একটি পুরুষ বাঘ। এবার আনা হল স্ত্রী বাঘ। বলা হচ্ছে আরও বাঘ ছাড়া হবে বক্সায়।

তাহলে কি বক্সা আবার বাঘের জঙ্গল হতে চলেছে?

উত্তরটি যতটা সহজ মনে হচ্ছে, আসলে ততটা নয়।

বাঘ আনলেই কি বাঘের জঙ্গল তৈরি হয়? প্রথম প্রশ্ন, তার খাবার কোথায়?

২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বক্সায় বাঘের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে

এরপর দশের পাতায়

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে। সব দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা, সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে 'পুজোর গন্ধ এসেছে'।

আলো-আঁধারে জীবন যাঁদের

তৃণা চৌধুরী

ঢালতরোয়াল আছে কি না জানা নেই। তবে যুদ্ধ ওদের রোজকার রুটিন। মেঘ জমা হয়। আলোর মধ্যে ঘুরেফিরে আসে অন্ধকারের বৃত্ত। সেই কালো মেঘের অন্ধকার কাটাতে ওদের লড়াই প্রতিদিন নিজেদের সঙ্গে। পৃথিবীর সঙ্গেও। তবু যখন দিদিমণি কোনও এক শরতের সকালে মা দুর্গা আর অসুরের যুদ্ধের গপ্পো বলেন, ভালো ও মন্দের চিরকালের লড়াই বোঝান, তখন ওরা বিস্ময় চোখে কেবল চেয়ে থাকে। শেষ বেঞ্চে ফিশফিশ হয় না। পৃথিবীর শব্দ শুনতে পায় না যে ওরা। ইশারাই ওদের ভাষা।

টিফিনের আগের ক্লাসে ঘুমই পাচ্ছিল নর্থবেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড রিহ্যাবিলেটেশন সোসাইটির প্রিপারেটরি ক্লাসের পল্লবী বর্মন, পূজা কার্জি, জয়শ্রী দাস, অনিশা খাতুনদের। ক্লাসটিচার মোনালিসা কাঞ্জিলাল তার মধ্যে ক্লাসে ঢুকে ইশারা করে বলতে চাইলেন, 'পুজো আসছে তো, আকাশের মেঘগুলো দেখেছ? আর ক'দিন পরেই ছুটি, কী করবে তোমরা এবার পুজোয়?'

পুজো বোঝানো হল দেবীর ত্রিশূলের ইঙ্গিতে। তাতেই নীরব মুখগুলো থেকে যেন মণি-মুক্তো ঝরে পড়ল। দিদিমণিকে ঘিরে তখন সকলে বুঝিয়ে দিল, কার ক'টা জামা হয়েছে, কী রংয়ের জামা, কে পুজোয় কবে ঠাকুর দেখতে যাবে, ফুচকা খাবে না এগরোল ইত্যাদি আরও কত কী! পূজার দাবি, তার নতুন কেনা হলুদ জামাটাই সবচেয়ে সুন্দর। জয়শ্রী জানাল, বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে

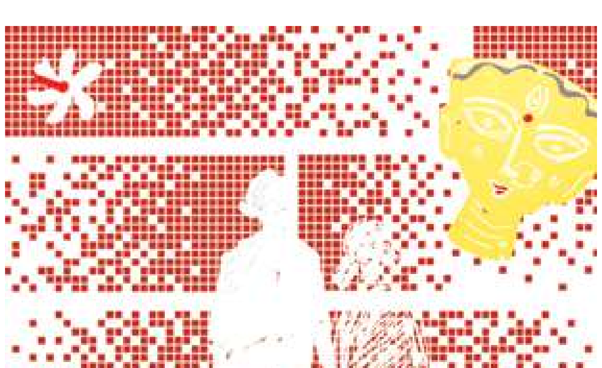

গিয়ে সে কেবল ফুচকা খাবে।

পল্লবীদের থেকে ওপরের ক্লাস এইটের শুভশ্রী আর গৌরব তখন তাদের পুজো প্ল্যান বন্ধুদের বোঝাতে ব্যস্ত। শুভশ্রী কিনে ফেলেছে কালো টপ আর সাদা স্কার্ট। পুজোয় কী করবে ইশারায় জিজ্ঞেস করতে, গৌরভের চোখ আর আঙুল ঘুরে গেল ক্যালেন্ডারে। ষষ্ঠী থেকে দশমীর তারিখ ধরে বুঝিয়ে দিল, কবে সে বাড়ির লোকের সঙ্গে ঠাকুর দেখবে আর কোনদিনটা বরাদ্দ বন্ধুদের জন্য।

তবে সাজ নয়, পুজোয় খাওয়াদাওয়া নিয়ে বেশি চিন্তিত ইন্টেলেকচুয়াল ডিজেবিলিটি সেকশনের তানভির শীল। বাড়িতে সারাবছর নিরামিষ। কিন্তু পুজোর দিনে বাইরে নিয়মে ছাড়। তাই চিকেন পেটভরে কবে খাওয়া হবে, তাই ভাবছে। তানভিরের বন্ধু শ্রেয়ম আবার বলেই দিল, 'নবরাত্রিতে ঘর পরিষ্কার করতে মাকে একটু সাহায্য করব, বাড়ি সাজাব আলোয়, তবেই তো মায়ের বানানো রসগোল্লা আর প্যাঁড়া মিলবে।'

নেহার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, 'আমি নাচ শিখি। পুজোয় পাড়ায় নাচ, নাটকে থাকব। হোমওয়ার্ক করার সময় কিন্তু হবে না।' কথা হল, রনি মোদক, জয় রায়, অজন্তা রায়দের সঙ্গেও। সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত রনি, জয় আর তাদের বন্ধুদের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে স্কুল থেকে। মনে করাতেই টিফিন খাওয়া ভুলে কষ্ট করে রনি বলল, 'আমি যাব।' সেরিব্রাল পলসি, অটিজমে আক্রান্ত বাচ্চাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়

এরপর দশের পাতায়

শিল্পের ছোঁয়ায় হার মানে প্রতিবন্ধকতা

রায়গঞ্জ, ১১ অক্টোবর : চারপাশে পুজোর প্রস্তুতি। কোথাও মণ্ডপ তৈরির ব্যস্ততা, কোথাও শেষ মুহূর্তের সাজসজ্জা। আর রায়গঞ্জের ভাঙা রোডের এক কোণে মাটির সঙ্গে একান্তে সময় কাটছে শ্যামল মহন্তের। এক পায়ে ভর দিয়ে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব সামলে নিচ্ছেন প্রতিমা গড়ার কাজ। সামনে মাটি, হাতে শিল্পের ছোঁয়া। কিন্তু সেই মাটির প্রতিটি পরতে মিশে রয়েছে তাঁর জীবনসংগ্রামের গল্প।

দুর্গাপুজো এলেই যখন বহু মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার ওঠে, তখন শ্যামলের কাছে এই সময়টা শিল্পচর্চার পাশাপাশি সংসার চালিয়ে যাওয়ার কঠিন পরীক্ষাও। ছোটবেলায়, মাত্র সাত-আট বছর বয়স থেকেই মাটির কাজের প্রতি টান তৈরি হয়েছিল তাঁর। সেই কাজই ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে জীবিকার পথ। কাজের সন্ধানে একসময় পাড়ি দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশে। সেখানে প্রতিমা তৈরি করেই চলত সংসার। এরপর ফিরে এসে রায়গঞ্জে বসবাস শুরু করেন।

বর্তমানে নানা প্রতিকূলতা এসেছে, পরিস্থিতি বদলেছে, কিন্তু মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ছেদ পড়েনি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে দীর্ঘক্ষণ একই অবস্থানে থাকা এবং প্রতিমার বিভিন্ন অংশ নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা—সবটাই তাঁর কাছে অত্যন্ত পরিশ্রমের। আগের মতো একটানা কাজ করার ক্ষমতা নেই। তবু কাজ বন্ধ করে দেওয়ার উপায়ও নেই। কারণ, প্রতিমা গড়াই যে তাঁর উপার্জনের প্রধান অবলম্বন।

শ্যামলের কথায়, 'এক পায়ে ভর দিয়ে মূর্তি গড়তে হয়। কিন্তু কাজ না করলে খাব কী? এ বছর দুটি প্রতিমা করছি, গত বছর চারটি করেছিলাম।'

এই কঠিন সময়ে শ্যামলের পাশে রয়েছেন স্ত্রী মাধবী কুণ্ডু। স্বামীর কাজে হাত লাগান তিনিও। মাধবীর কথায়, 'এক পায়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রতিমা তৈরি করা কষ্টকর। তবু সংসারের কথা ভেবেই কাজ করতে হচ্ছে।' এই সহযোগিতা শুধু প্রতিমা তৈরির কাজে সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিদিনের লড়াইয়ে একে অপরের পাশে থাকারও গল্প।

ছুটির দিনে রাজাভাতখাওয়া থেকে ঘুরে গেলেন বহু পর্যটক

অবরোধ উঠলেও বন্ধ সাফারি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ অক্টোবর : কেটেছে মহালয়া। প্রথমা। দুর্গাপুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পর্যটনের উন্মাদনা। উৎসবের দিনগুলোয় রাজ্যের অন্য পর্যটনকেন্দ্রগুলির মতো আলিপুরদুয়ারের বক্সা ও জয়ন্তীতেও ঢল নামে পর্যটকদের। ভিড়ের চাপে অনেক সময় জঙ্গল সাফারি করাও মুশকিল হয়ে পড়ে। অথচ, এবারের ছবিটা সম্পূর্ণ বিপরীত। উৎসবের মরশুম শুরু হলেও এখানকার পরিচিত পর্যটনকেন্দ্রগুলি কার্যত পর্যটকশূন্য। দীর্ঘ এক মাস ধরে চলা বিবাদের জেরে বক্সা ও জয়ন্তীতে খাঁ খাঁ করছে পর্যটন ব্যবসা। শনিবার পথ অবরোধ করে আন্দোলনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার দাবি উঠলেও বাস্তবে রবিবার কোনও জঙ্গল সাফারি হয়নি। কবে এই অচলাবস্থা কাটবে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। সোমবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে জেলা প্রশাসনের বৈঠক রয়েছে। সেই

খাঁখাঁ করছে বক্সা পাহাড়ে যাওয়ার সান্তালাবাড়ি মোড়। রবিবার।

বৈঠকে জট কাটে কি না, সেদিকেই তাকিয়ে সকলে।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর জঙ্গল খুলতেই বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অন্তর্গত পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন গ্রামবাসী। এরপর জঙ্গলে বাঘিনী আনা হলে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটন পুরোপুরি বন্ধ রাখা হয়। পাশাপাশি, স্থানীয়দের ধর্নাও চলতে থাকে। শনিবার পথ অবরোধ করে বড় আন্দোলনে নামেন তাঁরা। গ্রামবাসীর দাবি মেনে পর্যটনের ওপর থেকে কিছু বিধিনিষেধ বন দপ্তর তুলে নিলেও, রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে তা এখনও কার্যকর হয়নি। তাই জয়ন্তীতে সাফারি শুরু করা যায়নি। শনিবারের মতো রবিবারও বহু পর্যটক এসে হতাশ হয়ে ফিরেছেন।

বন দপ্তর অনুমতি দিলেও সাফারিচালকরা এদিন গাড়ি ঘোরাননি। চালক সাধন শর্মার কথায়, 'বন দপ্তর

■ পুজোয় বক্সা ও জয়ন্তীতে পর্যটক না থাকায় চরম ব্যবসায়িক ক্ষতি

■ বন দপ্তরের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলনের জেরে বন্ধ বক্সার জঙ্গল সাফারি

সাফারি চালাতে বলেছে। তবে গ্রামে বিবাদ চলছে বলে গাড়ি চালাচ্ছি না। সোমবার পরিস্থিতি কী হয়, সেদিকে নজর থাকবে।' মূলত গ্রামবাসীকে সমর্থন জানাতেই গাড়ি চালাচ্ছেন না গাইডরা। তাছাড়া সাফারি করতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যাতে সংঘাত না বাধে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে জগদীশ ওরাওঁ বলেন, 'সমস্যা চলতে থাকুক, সেটা আমরা চাই না। আমাদের দাবিগুলো প্রশাসন মেনে নিলেই সব স্বাভাবিক হবে।' অন্যদিকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'আইনের বাইরে আমরা কিছু করছি না। কিছু নীতি নির্ধারণ আমাদের হাতে নেই। আমরাও চাই সমস্যা মিটে পর্যটন স্বাভাবিক হোক। সেই চেষ্টাই হচ্ছে।'

জঙ্গলে বাঘ ছাড়ার পর বক্সায় পর্যটন যখন ঘুরে দাঁড়ানোর কথা, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উলটো। বক্সার ট্যুরিস্ট গাইড জেমস ভুটিয়ার আক্ষেপ, 'রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে প্রবেশমূল্য নেওয়া বন্ধ হলেই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে। পর্যটন চললেই গ্রামের মানুষের মুখে হাসি ফুটবে।' দুর্গাপুজোর মুখে বক্সার এই জটিল পরিস্থিতি কীভাবে কাটবে এবং পর্যটন ঘুরে দাঁড়াবে কি না, সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

মাদক সহ ধৃত ১

কালিয়াচক, ১১ অক্টোবর : লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ বিহারের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতের নাম শুভমকুমার সিং। তিনি বিহারের ভাগলপুর জেলার বাসিন্দা।

কালিকাপুর বাঁধ রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে শুভমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে দুটি প্লাস্টিকের প্যাকেটে ২৯২ গ্রাম ব্রাউন সুগার মিলেছে। রবিবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

কর্মখালি

শিবমন্দির, শিলিগুড়িতে পশুপাখির দোকানে কাজের জন্য কর্মঠ, মহিলা কর্মী চাই। বেতন - 10,000/- + থাকা ও খাওয়া। (M) 9800700453. (K/D/R)

●

Urgently Required Teachers - Hi-Tech Basic School qualified & experienced - M/F. Class - IV - VIII. No of post :- 1) Bengali - 1, 2) Hindi - 1, 3) English - 1, 4) S. Study - 1, 5) Maths - 1, 6) Science - 1. Qualification :- Graduation & B.Ed. Salary - 16,000/-+ free Fooding & Lodging. Walk-in-Interview on 15th October 2026 at 11.00 AM. Venue - School Campus. M - 9733021745. Note : Candidates come with original documents day of interview. - President Hi-Tech Basic School at Biprit Chowk, Goalpokher (Islampur) Distt : U/D. Pin No - 733210. (C/124214)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার নং 8006 9604 7805 যেখানে আমার নাম ববিতা সাহা নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 12/10/2026 নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি ববিতা সাহা এবং ববিতা দাস এক ব্যক্তি। বিদ্যা-চক্র কলোনি (আংশিক) 44 ভক্তি-নগর, জলপাইগুড়ি - 734001. (C/124176)

●

গত 23/9/2026 তারিখে জলপাইগুড়ি EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট (নং 22988) বলে Falguni Chakraborty Dey এবং Falguni Chakraborty এবং Falguni Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124167)

অ্যাফিডেভিট

আমি Rahiqul Islam, পিতা- Md Ataur Rahman, গ্রাম ও পোস্ট:- সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার আসল নাম Rahiqul Islam। কিন্তু আমার বার্থ সার্টিফিকেট রেজিস্টার বুকে আমার নাম ভুলবশত Md Arrahiqul Islam নথিভুক্ত হয়েছে। গত ০৯/১০/২৬ তারিখে চাঁচল JM 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rahiqul Islam ও Md Arrahiqul Islam একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124168)

●

আমি Masud Alam, পিতা- Manjur Hosen, গ্রাম- পিণ্ডলতলা, পোস্ট:- সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। আমার আসল নাম Masud Alam। আমার ছেলে Mojammel Hoque -এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুলবশত Masud Ali উল্লেখ রয়েছে। গত ০৮/১০/২৬ তারিখে চাঁচল JM 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Masud Alam ও Masud Ali একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/124174)

●

আমি Meghu Chowdhury, S/o Golap Chowdhury, Village - 1 No. Bimal Das Colony, P.O. - Shahapur, P.S. - Old Malda, District - Malda, Pin - 732142, West Bengal, আমি গত 01/10/2026 তারিখে রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং "Mehbub Chowdhury" নাম গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর সর্বত্র উক্ত নামেই পরিচিত ও ব্যবহৃত হইব। (C/124169)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Online Tender : Selection of Private Partner for Establishment, Operation, Maintenance and Management of Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendra (PMBJK) at 4 SDHs, 11 Rural Hospitals and one BPHC in the district of Cooch Behar under PPP mode, are hereby invited by the undersigned. For details please visit the website www.tenders.wb.gov.in and www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH, Cooch Behar. ICA-T18903(3)/2026

PWD (GOVT OF WB)
Short NIQ NOTICE
EE, PWD, Alipurduar Division invites NIQ (Short) no. 34 of 2026-27 of EE/PWD/APDD vide memo no 1742/XI-367 dated 07.10.2026. Last date & time of application 12.10.2026 up to 12.00 P.M. Bid Submission closing date 12.10.2026 upto 1.00 P.M. Bid Opening date 12.10.2026 after 1.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website & Office Notice Board Only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from **http://wbpwd.gov.in**
Sd/-
EE, PWD,
Alipurduar Division

'দেও দেখায়' প্রথম রীতিভঙ্গ

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১১ অক্টোবর : পুজো এলেই ডাক পড়ে তাঁর। তা সে হনুমান দণ্ড মদনমোহনবাড়ি থেকে বের করার সময় হোক, বা রথের দড়িতে প্রথম টান, কোচবিহারের দুয়ারবক্সী ছাড়া এসব কাজের সূচনা হয় না। রাজ আমল থেকে এটাই রীতি। রাজা নেই, রাজত্ব নেই, কিন্তু রাজার প্রতিনিধি হিসেবে আজও রয়ে গিয়েছেন দুয়ারবক্সী।

কিন্তু এবার সেই নিয়মে ছেদ পড়ছে। বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ঘর থেকে আর বের হতে পারছেন না দুয়ারবক্সী অজয় দেব বক্সী। তাই সোমবারের 'দেও দেখায়' বড়োদেবীর মুখ প্রথম যাঁর দেখার কথা, সেই অজয় রীতি পালন করতে পারবেন না বলে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব লেন্ডুপ ভুটিয়াকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন।

বড়োদেবীর পুজোর নিয়ম অনুযায়ী, দ্বিতীয়ার দিন প্রথমে দুয়ারবক্সী কোষার জলে দেবীর মুখ

এই কোষার জলেই মুখ দেখা হয় বড়োদেবীর।

দর্শন করেন। তারপর দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক এবং অন্যরা দেবী দর্শন করেন একে বলে 'দেও দেখা'। কিন্তু অজয়ের চিঠি পাওয়ার পর দিশেহারা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। কারণ শুধু 'দেও দেখা' নয়, মদনমোহনবাড়ি থেকে হনুমান দণ্ড দেবীবাড়িতে নিয়ে আসার সময়ও দুয়ারবক্সীর প্রয়োজন। সেইসঙ্গে অষ্টমীতে বড়োদেবীকে প্রথম অঞ্জলি দেন দুয়ারবক্সী।

সমস্যা সমাধানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সদস্যরা যোগাযোগ করেন দুয়ার পণ্ডিতের সঙ্গে। সবকিছু বিবেচনা করে দুয়ার পণ্ডিত অরুণাভ ভট্টাচার্য বিধান দেন, যেহেতু দুয়ারবক্সী নিঃসন্তান এবং তাঁর বংশে এই দায়িত্ব বহন করার মতো আর কেউ নেই, তাই রাজার প্রতিনিধি হিসেবে বর্তমানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসকই প্রথম কোষার জলে দেবীর মুখ দর্শন করবেন। কোচবিহারের জেলা শাসক জিতিন যাদব বলেন, 'রাজ আমলের ঐতিহ্য মেনে বড়োদেবীর পুজো হয়ে থাকে। দুয়ারবক্সীর দায়িত্ব অজয় দেব বক্সী পালন করতেন। কিন্তু এ বছর শারীরিক অসুস্থতার কারণে উনি দেওদেখায় আসতে পারবেন না।'

অনেক সময় মহারাজা নানা কারণে পুজোয় অংশ নিতে পারতেন না। তাঁর হয়ে পুজোর কাজ করতেন দুয়ারবক্সী। শেষ মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পরও বংশপরম্পরায় সেই প্রথা চলে আসছিল। ২০১৮ সালে অমিয় দেব বক্সীর মৃত্যুর পর দুয়ারবক্সীর দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ভাই অজয় দেব বক্সী। দুয়ারবক্সী পদের জন্য প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা করে সাম্মানিক পেতেন। কিন্তু এবার বয়সের ভারে তিনিও অক্ষম। তাই দেওদেখার দিন থেকেই বড়োদেবীর বোধনের আগে বদলে যাচ্ছে কোচবিহারের কয়েকশো বছরের প্রাচীন প্রথা।

৫০ শিশুর মধ্যাহ্নভোজ

বালুরঘাট, ১১ অক্টোবর : পুজোর আনন্দ সবার জীবনে সমান নয়। দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি আশ্রমে থাকা পাঁচ থেকে বারো বছরের প্রায় ৫০ জন শিশুর জন্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করল জেলা প্রেস ক্লাব। রবিবার বালুরঘাটের একটি রেস্তোরাঁয় খাওয়ানো হয় তাদের। উপহার হিসেবে দেওয়া হয় নতুন পোশাকও। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া আর নতুন জামা পেয়ে খুশিতে মেতে ওঠে শিশুরা। প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রূপক সরকার বলেন, 'আমরা চেয়েছিলাম, এই শিশুদের মুখে একটু হাসি ফোটাতে। সারাবছর আমরা বিভিন্ন সময়ে রেস্তোরাঁয় যাই, খাওয়াদাওয়া করি। কিন্তু প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসা এই দুঃস্থ শিশুরা সেই সুযোগ কতটা পায়? ওদের আনন্দ দিতেই এমন উদ্যোগ।'

ভারতীয় সেনাতে আধিকারিক রূপে অংশগ্রহণ করুন
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

কমিশন আধিকারিক

১০+২ প্রযুক্তিগত নিয়োগ প্রকল্প (টিইএস)-৫৭ কার্যক্রম (জুলাই ২০২৭) এর জন্য আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াটি www.joinindianarmy.nic.in-এ ১৪ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ১২ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে। টিইএস-৫৭ কার্যক্রমের জন্য জেইই মেইনস-২০২৬ বাধ্যতামূলক, এর সঙ্গে দ্বাদশ শ্রেণিতে পিসিএম (পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত)-এ ন্যূনতম ৬০% নম্বর পাওয়া বাধ্যতামূলক।

COMMISSIONED OFFICER

Applications are invited for 10+2 TES-57 course (Jul 2027). Online application will open on www.joinindianarmy.nic.in from **14 Oct 2026 to 12 Nov 2026**. JEE (Mains) 2026 is mandatory for TES-57 course. This is in addition to the criteria of minimum 60% marks in PCM (physics, chemistry and mathematics) in class 12th.

দ্রষ্টব্য :-
১. সেনাবাহিনীতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছতার সহিত নিঃশুল্কে হয়ে থাকে। দালালদের থেকে সতর্ক থাকুন।
২. বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি জানতে, www.joinindianarmy.nic.in -এ পরিদর্শন করুন
Note:
1. Recruitment in the army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, visit www.joinindianarmy.nic.in
cbc 10601/11/0032/2627

থার্মোকলে প্রাণ পাচ্ছে পুজোর মডেল

মালদা, ১১ অক্টোবর : হাতে ছুরি, সামনে সাদা থার্মোকলের স্তূপ। কখনও কলম দিয়ে মেপে নিচ্ছেন মাপ, কখনও গোল কাগজের ছাঁচ বসিয়ে তৈরি করছেন বৃত্ত। আবার কখনও মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রেখে নিজের কাজ নিখুঁত করার চেষ্টা করছেন। এভাবেই ফুটে উঠছে থার্মোকলে দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অবয়ব। পাশে তৈরি হচ্ছে বিশাল অশোক স্তম্ভও। দেখে মনে হতে পারে, কোনও পেশাদার শিল্পীর কর্মশালা। কিন্তু যাঁর হাতের ছোঁয়ায় এই মডেলগুলি প্রাণ পাচ্ছে, তাঁর পরিচয় একেবারেই অন্য রকম। তিনি মালদা শহরের বক্সাটুলির বাসিন্দা সানাওয়াজ আহমেদ। পেশায় সাটারিং মিস্ত্রি।

দিনভর পরিশ্রম করে সংসার চালানোই তাঁর রোজকার জীবন। কাজের শেষে হাতে আসে সামান্য মজুরি। সেই জীবনের ফাঁকেই একটু একটু করে জায়গা করে নিয়েছে শিল্পচর্চা। অন্যের তৈরি নকশা দেখে নয়, কোনও প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিয়েও নয়, নিজের ভাবনা আর কল্পনাকে সম্বল করেই থার্মোকল কেটে মডেল তৈরি করতে শিখেছেন তিনি। এবার প্রথমবার দুর্গাপুজোয় তাঁর তৈরি মডেল জায়গা পেতে চলেছে মালদা শহরের দুটি পুজোমণ্ডপে। আর সেই সুযোগই তাঁর সামনে নতুন করে স্বপ্ন দেখার জানলা খুলে দিয়েছে।

সানাওয়াজের শিল্পী জীবনের শুরু প্রায় ১৫ বছর আগে। পাড়ার কয়েকজন খুদে ইদের জন্য তাজমহলের আদলে একটি মডেল তৈরি করে দিতে বলেছিল। সেটাই ছিল তাঁর শিল্পচর্চার হাতেখড়ি। তারপর কখনও ইদ, কখনও মহরম, আবার কখনও পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ— এভাবেই চলেছে তাঁর শিল্পচর্চা। কখনও সামান্য পারিশ্রমিক পেয়েছেন, কখনও শুধুই মনের আনন্দে কাজ করেছেন। সেই কাজ এখন পুজো মণ্ডপে জায়গা করে নিয়েছে। এবার শহরের দুটি ক্লাবের জন্য থার্মোকলের মডেল তৈরির দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। চুক্তি অনুযায়ী, এই কাজের জন্য সানাওয়াজ ১৫ হাজার টাকা পাবেন।

তাই আপাতত সাটারিংয়ের কাজ থেকে কয়েকদিনের বিরতি নিয়ে দিনরাত এক করে মডেল তৈরির কাজ করছেন তিনি। তবে সানাওয়াজের লড়াই শুধু মডেল তৈরির নয়, নিজের পরিচিতি গড়ে তোলারও। মালদা শহরে নামী শিল্পীর অভাব নেই। তাঁদের কাজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের জায়গা তৈরি করা যে সহজ নয়, তা তিনি জানেন। তবু বিশ্বাস হারাচ্ছেন না। তাঁর কথায়, 'এই কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। মনের মধ্যে একটা ছবি তৈরি হয়, সেখান থেকেই কাজ শুরু করি। কারও কাছে এই কাজ শিখিনি। এবার দুর্গাপুজোয় আমার কাজ দেখে মানুষ আনন্দ পেলে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।'

থার্মোকলের মডেল তৈরি করছেন সানাওয়াজ আহমেদ। মালদায়।

আজ টিভিতে

কড়ি দিয়ে কিনলাম রাত ১০.৩০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ রং বেরঙের কড়ি, ১০.১৫ মামার মায়ের শপথ, দুপুর ১.৪৫ হামি, বিকেল ৪.৪৫ কেলোর কীর্তি, রাত ৯.৩০ লভ এক্সপ্রেস
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সত্যমেব জয়তে, দুপুর ১.০০ বড় বৌ, বিকেল ৪.১৫ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ৯.৩০ মহাগুরু
জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ স্বার্থপর, বেলা ১১.৩০ টক্কর, দুপুর ২.৩০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.০০ পুত্রবধূ, সন্ধে ৭.৩০ জীবনযুদ্ধ, রাত ১০.৩০ কড়ি দিয়ে কিনলাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পম্পা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ১০.১০ অমর আকবর অ্যান্থনী, দুপুর ১.৩২ মহব্বতেঁ, সন্ধে ৬.৫০ সুহাগ, রাত ১০.৩০ হেরা ফেরি
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৭ ধড়ক, দুপুর ১.৪০ বাদশা, বিকেল ৫.১৬ ইন্টারন্যাশনাল রাউডি, রাত ৮.০০ সিকন্দর, রাত ১০.২৮ চেন্নাই ভার্সাস চায়না
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.৩৭ খট্টা মিঠা, দুপুর ২.২৫ তকদির, বিকেল ৫.১৫ মুঞ্জা, সন্ধে ৭.৫০ মর্গান, রাত ১০.৩০ সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী
জি সিনেমা : বেলা ১১.২৫ জয় সিমহা, দুপুর ২.১৭ বাগি-ফোর, বিকেল ৫.১৮ দবং, সন্ধে ৭.৫৫ ট্রিপল আর, রাত ১১.৪০ রাউডি নম্বর ওয়ান

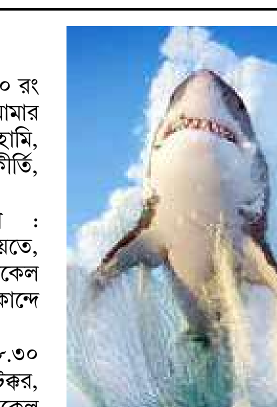

বিগেস্ট মেকো অন আর্থ
রাত ৯.৪৭ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

ফিশ টু দ্য ফিনিশ, হারপুন হান্টার্স রাত ১০.০০ **ডিসকভারি সায়েন্স**

বাগি-ফোর দুপুর ২.১৭ **জি সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও ভিনরাজ্যে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। দুপুরের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। বৃষ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলার চেষ্টা করুন। পরিবারে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। মিথুন : ব্যবসায় গোপন শত্রুরা ক্ষতির চেষ্টা করলেও সফল হবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তির সম্ভাবনা। কর্কট : আজ একটু সাবধানে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করুন। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ায় ঋণ করতে হতে পারে। সিংহ : স্ত্রীর পরামর্শে পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বাড়বে। প্রেমে শুভ। কন্যা : ছেলের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বাড়িতে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। তুলা : বাবার শারীরিক সমস্যায় মানসিক চাপ বাড়বে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃশ্চিক : পেটের কারণে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হবে না। নতুন যানবাহন কেনার সুযোগ পাবেন। ধনু : কেউ টাকা ধার চাইলে, না বলার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপের কারণে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। মকর : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কুম্ভ : সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আটকে থাকা কোনও কাজের সমাধান হবে। মীন : অন্যের কথায় কোনও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগে প্রতারিত হতে পারেন। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটবে।

দিনপঞ্জি

২৪ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ২০ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর, ২০২৬, ২৪ আহিন, সংবৎ ২ আশ্বিন সুদি, ৩০ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৬, অঃ ৫।১২। সোমবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৯।১৪। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ১২।৫। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৯।৪৮। বালবকরণ দিবা ৮।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।১৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ১২।৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ৯।১৪ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১২।৫ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-উত্তরে, রাত্রি ৯।১৪ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৭।৩ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।১৮ গতে ৩।৪৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে। যাত্রা-নাই, রাত্রি ৯।১৪ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১২।৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-(অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সাধভক্ষণ নামকরণ দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।২৮ মধ্যে (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৭।৩ মধ্যে পুনঃ দিবা ৮।৩০ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাদ্বিতীয়াবিহিত পূজা প্রশস্তা। বিশ্ব চক্ষুদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।১৭ মধ্যে ও ৮।৪৫ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৮ গতে ১০।৫৪ মধ্যে ও ২।২১ গতে ৩।১৩ মধ্যে।

সবার থেকে বিরিয়ানি নয়

শিলিগুড়িজুড়ে পোস্টার, নিন্দার ঝড় বিভিন্ন মহলে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর মুখে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পোস্টার ঘিরে শিলিগুড়ি শহরে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এমন পোস্টার শহরের ব্যবসায়িক পরিবেশকে অস্থির করতে পারে বলে আশঙ্কা দানা বেঁধেছে। নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের এড়িয়ে চলা এবং শুধুমাত্র হিন্দু ব্যবসায়ীদের থেকে কেনাকাটা করার বার্তা দেওয়া পোস্টার রবিবার শহরের ২০ থেকে ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে দেখা গিয়েছে। এমন পোস্টারে শহরের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও সম্প্রীতিতে বড় ধাক্কা লেগেছে বলে মনে করছে সচেতন নাগরিকদের একাংশ।

মূলত মাংস ও বিরিয়ানি কেনা, ফেরিওয়ালা এবং অনলাইন পেমেন্ট নিয়ে নানা বার্তা দিয়ে পোস্টার সেঁটেছে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। একটি পোস্টারে লেখা হয়েছে, 'হিন্দুর দোকান থেকে মাংস কিনুন। হিন্দুকে স্বাবলম্বন করুন।' অন্যটিতে বলা হয়েছে, 'বিরিয়ানি খেতে বারণ করা হচ্ছে না, বিরিয়ানি খান, কিন্তু হিন্দুর দোকান থেকে।' এছাড়াও ফেরিওয়ালাদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, 'আপনার পাড়ায় যে ফেরিওয়ালা সে কি করতে পাড়ায় ঘুরছে, ভাবুন।' পাশাপাশি, অনলাইন লেনদেন নিয়ে সতর্ক করে লেখা হয়েছে, 'কিউআর কোডে পেমেন্ট করার আগে বিক্রেতার নামটা শুনে নিন। প্রতারণা থেকে বাঁচুন।'

এমন পোস্টার নিয়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের শিলিগুড়ির সহকারী আহ্বায়ক সুজিত বসুর দাবি, 'অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। আমরা নেশা মুক্তির পোস্টার যেমন দিয়েছি, তেমনই প্রতারণা থেকে বাঁচার সাবধানতাও করেছি। বিতর্কের বিষয় নেই।' বিরিয়ানি এবং খাদ্যের মান সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর যুক্তি, 'শহরের অনেক বিরিয়ানির দোকানে পোকা পাওয়া গিয়েছিল। নিম্নমানের খাবার বিক্রি

এমন পোস্টার ঘিরেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

হচ্ছিল, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।' তবে হিন্দুদের দোকান হলেই যে অস্বাস্থ্যকর বিরিয়ানি পাওয়া যাবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'শিলিগুড়িতে দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ বিরিয়ানির দোকান একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের।' ফেরিওয়ালাদের প্রসঙ্গে তাঁর সাফাই, 'ফেরিওয়ালাদের কাছে প্রতারিত হওয়ার উদাহরণও রয়েছে। সেজন্য পরিচয় জানা জরুরি।'

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের দাবি বা যুক্তির সঙ্গে সহমত হতে পারছে না শহরের পুরোনো ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ। তাঁদের মতে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এ ধরনের ফতোয়া শহরের সুপ্রাচীন ব্যবসায়িক সংস্কৃতির পরিপন্থী। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ নিরাপত্তাহীনতা ও ভবিষ্যতে আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় মুখ খুলতে নারাজ।

বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির তরফে বিপ্লব রায় মুহুরি বলেছেন, 'এমন পরিবেশ শিলিগুড়িতে ছিল না। কেন এমন হচ্ছে জানি না। এটা ব্যবসার পরিবেশ নয়। সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যই আমাদের দোকান খোলা।' শিলিগুড়ি জংশনে মুদির দোকান রয়েছে বিকাশ সাহার। তাঁর কথায়, 'এ ধরনের উসকানিমূলক কথাবার্তা কখনও কাম্য নয়। উৎসবের সময় পরিস্থিতি গরম করার চেষ্টা।'

শহরের বর্ধমান রোডের একটি বিরিয়ানির দোকানের ম্যানেজার বললেন, '২০ বছর ধরে দোকান করছি। এমন কখনও হয়নি। পুজোর মুখে বিক্রি বাড়বে বলে বেশি সামগ্রী তোলা হয়েছিল। জানি না কী হবে।' সেবক রোডের একটি নামী বিরিয়ানির দোকানের তরফে দাবি করা হয়েছে, তারা বিতর্কে জড়াতে চাইছেন না। বিধান মার্কেটের এক মাংসের দোকানদার বলেন, 'আমার দোকান থেকে বিরিয়ানির মাংস কেনেন অনেকে। আমি তাঁদের কোনওদিন ধর্ম খুঁজিনি।'

নিন্দা জানাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বিষয়টিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলছেন। তাঁর কথায়, 'অনভিপ্রেত ঘটনা। না হলেই ভালো হত। কাম্য নয়।' অন্যদিকে, এই ঘটনার পেছনে গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএমের প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের।তিনি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'বিজেপি নেতৃত্বের উসকানি রয়েছে। নয়তো এরা সাহস পায় কীভাবে? ধর্মীয় বিভাজনকে প্রকাশ্যে এনে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা চলছে।'

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের ওয়ার্ডেও পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। তিনি অবশ্য দাবি করলেন, 'পোস্টারগুলি দেখিনি। খোঁজখবর নিয়ে তারপর মন্তব্য করব।'

গান বাজানোয় অশান্তি, গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : মহালয়ার রাতের পিকনিকে উচ্চগ্রামে গান ও হুজ্জতি করাকে কেন্দ্র করে মারধর ও হামলার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল। আশিঘর ফাঁড়ির চয়নপাড়া এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন দুজন। জানা গিয়েছে, এলাকার একটি বাড়িতে মহালয়া উপলক্ষ্যে পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উচ্চগ্রামে গান বাজিয়ে তরুণরা আনন্দ-উল্লাস করছিলেন। প্রতিবেশীরা উচ্চগ্রামে গান বাজানোর প্রতিবাদ করেন।

স্থানীয়রা প্রতিবাদ করতেই পিকনিকে থাকা কয়েকজন তরুণের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পিকনিকে থাকা তরুণরা রড ও লাঠি দিয়ে প্রতিবেশীদের উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ। এর জেরে কয়েকজন আহতও হন। রাতেই আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলে মারধর ও হামলার অভিযোগে পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। দুই অভিযুক্তের নাম নয়ন ঘোষ এবং বুবাই দাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে পিকনিকের আয়োজন হয়েছিল নয়ন সেই বাড়ির ছেলে। বুবাই ঘোগোমালি এলাকার বাসিন্দা। দুজনকে রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, কোনও সেলিব্রেশন নিয়ে আপত্তি ছিল না। কিন্তু উচ্চগ্রামে গান বাজানোর কারণে বাসিন্দাদের অসুবিধা হচ্ছিল। শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করা হলেও তাঁদের উপর হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

শিলিগুড়ির দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে আবির চট্টোপাধ্যায়।

মেডিকেলে কড়া নজরদারি

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ক্যাম্পাসে অসামাজিক কার্যকলাপ বাড়ছে। বিশেষ করে সুপারস্পেশালিটি ব্লক চত্বর এলাকার পরিবেশ নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। সন্ধ্যার পর সমাজবিরোধীদের আখড়া বসছে বলে অভিযোগ। এই সমস্যা সমাধানে ক্যাম্পাসজুড়ে আরও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই পূর্ত দপ্তরকে কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সিসিটিভি বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো পূর্ত দপ্তর ডিপিআর) তৈরি করছে বলে জানা গিয়েছে। তাছাড়া রোগীকল্যাণ সমিতির তরফে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বাইরের অংশে কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে হাসপাতাল সুপার কৌশিক ঈশোর জানিয়েছেন।

মেডিকেলে বর্তমানে প্রায় ৮০টি সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি চলে। এর মধ্যে কিছু ক্যামেরায় মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ি থেকে নজরদারি হয়। আবার কিছু ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয় ওয়ার্ড মাস্টার অফিস থেকে। হাসপাতাল সুপার অফিসের ক্যামেরাগুলির মনিটর সুপারের ঘরে রয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয়ভাবে সমস্ত ক্যামেরায় নজরদারির ব্যবস্থা কারও কাছেই নেই। এমনকি ২৪ ঘণ্টা যে ক্যামেরাগুলির দিকে কেউ নজর রাখে তেমনটাও নয়।

কয়েকদিন আগে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকেও এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। সেখানে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বাইরে রোগীকল্যাণ সমিতির পক্ষে ১২-১৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সুপার জানিয়েছেন। পাশাপাশি সুপারস্পেশালিটি ব্লকের ছ'টি তল মিলিয়ে পূর্ত দপ্তর প্রায় ৫০টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য ডিপিআর তৈরি হচ্ছে।

গত তিন-চার বছর ধরে সুপারস্পেশালিটি ব্লকে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়েছে। এখানে কার্ডিওলজি অন্তর্বিভাগও রয়েছে। অথচ সেখানে সিসিটিভির নজরদারি নেই। ব্লকে কর্মরত এক মহিলা কর্মীর কথায়, 'সন্ধ্যার পরে এখানে ডিউটি পড়লে ভয় হয়। বিশাল ছ'তলা ভবন কার্যত জনশূন্য হয়ে যায়।' এর মধ্যে সুপারস্পেশালিটি ব্লকের বাইরে নানা অসামাজিক কাজকর্ম, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের কেবল সহ দামি যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটে বলে অভিযোগ ওঠে।

অ্যাকাউন্ট ভাড়ার তদন্ত ঝুলে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : অনলাইন জালিয়াতিতে ব্যবহার হওয়া অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গত একমাসে এই নিয়ে বারোজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নেওয়া হয়েছিল। সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকার লেনদেন হয়েছে। অথচ কাদের মাধ্যমে কে বা কারা এই ভাড়া নিচ্ছে, তাদের হদিস পেতে কালঘাম ছুটছে পুলিশের। একইভাবে গত দেড় বছরে কমিশনারেট এলাকার তিন জায়গায় ভুয়ো নথি তৈরির পর্দা ফাঁস হলেও মাথাদের ধরতে ব্যর্থ পুলিশ। সব মিলিয়ে সাইবার ক্রাইম মামলাগুলির বেশিরভাগেরই তদন্ত মাঝপথে ঝুলে রয়েছে। যদিও পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'সাইবার সংক্রান্ত

মাথাদের হদিস পেতে হিমসিম

প্রতিটি মামলাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।'

গত সপ্তাহে দুই বাংলাদেশি সহ গৃহকর্ত্রীকে ভুয়ো একাধিক আধার কার্ড সহ গ্রেপ্তার করা হলেও এখনও তদন্তের মাধ্যমে আর কোনও তথ্য বের করতে পারেনি পুলিশ। ধৃতদের পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও গোটা ঘটনার পেছনের লিংকম্যান কারা, কীভাবে তারা এই চক্রের সঙ্গে জড়ায়, সেই সংক্রান্ত তথ্য বের মেলেনি। গৃহকর্তা রিপন সরকারই বা কোথায় বেপাত্তা হয়েছেন, সেই সংক্রান্ত আপাতত কোনও তথ্য নেই পুলিশের কাছে। ধৃতদের রবিবার ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শিলিগুড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে ভুয়ো আধার কার্ড তৈরি ও অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়ার চক্র সক্রিয় রয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর কেন্দ্রের তরফে প্রতারণায় ব্যবহার হওয়া অ্যাকাউন্টগুলোকে চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছে। সেই মতো প্রতিটি থানার কাছে রিপোর্ট চলে আসছে। সেই রিপোর্ট মতো অ্যাকাউন্ট মালিকদের পাকড়াও করছে পুলিশ। তবে এখানেই কোথাও যেন থমকে যাচ্ছে তদন্ত। তদন্তকারীদের একাংশের যুক্তি, ধৃতরা যাদের অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় দিচ্ছে, তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না। বেশকিছু ক্ষেত্রে নামের সূত্র ধরে ভিনজেলার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সেখানে গিয়ে তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিছু ক্ষেত্রে পাকড়াও হলেও নাকি মুখ খুলছে না ধৃতরা।

গত দেড় বছরে আধার কার্ড চক্র ফাঁসের ক্ষেত্রে পুলিশ সাফল্য পেলেও পরবর্তীতে তদন্তের গতি শ্লথ হয়ে যায়। এরমধ্যে দুইক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের আধার কার্ড দেওয়ার সূত্র পাওয়া গেলেও কতজনকে কার্ড দেওয়া হয়েছিল, সেই তথ্য পুলিশের হাতে নেই। গত বছরের জুলাইয়ে আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় একটি অভিযানে মিডিল ম্যান সহ সবমিলিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। স্টুডিও-র আড়ালে চলত ওই আধার তৈরির চক্র। সেই ঘটনাতেও পরবর্তীতে তদন্ত বেশিদূর এগোয়নি।

গতবছরের শেষের দিকে বিহারের কয়েকজন তরুণকে পাকড়াওয়ের পর পুলিশ মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছিল। ধৃতরা শহরে অ্যাকাউন্ট ভাড়া নেওয়ার 'মিডিলম্যান' হিসেবে জড়িত বলে মনে করেছিলেন তদন্তকারীরা। এমনকি তাদের মোবাইলের হোয়াটসঅ্যাপ পরীক্ষা করে পাকিস্তানের নম্বরের কিছু ভয়েস কলও পাওয়া যায়। পরবর্তীতে গোটা চক্রের সঙ্গে দুবাইয়ের সূত্রও মিলেছিল। আন্তর্জাতিক এই চক্রের সূত্র পেলেও পরবর্তীতে কোনও গতি করতে পারেনি পুলিশ।

শনিবার রাতে মাটিগাড়া থানার হাতে অনলাইন জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের নাম রাজু বর্মন, গোপাল চন্দ ও মানিক বর্মন। ধৃতরা সুশ্রুতনগর ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

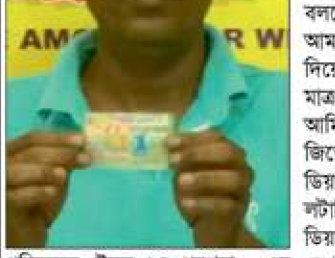

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা - এর একজন বাসিন্দা তারক চন্দ্র ঘোষ - কে

21.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 65C 23608 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "একটি ডিয়ার লটারির টিকিট আমার জীবনের সবকিছু বদলে দিয়েছে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। মাত্র কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে আমি এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ জিতেছি। এই অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্তে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Terms and Conditions applied. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options, and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 30th Nov 2026. #Up to 10% Instant Cashback (₹2000 - ₹10000) is available on all HMSI models for EMI transactions made using IDFC Bank Credit Cards (Tenure 6 months to 24 months). #The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. #The Instant Cashback offer is valid until 30th Nov 2026. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122052, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 8900776111; **GANGARAMPUR:** G.D. Honda - 7063593660; **CHANCHAL:** Santosh Honda - 9933479841; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201; Aman honda - 9679285012; Dishan Honda - 7479012072; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898; Mehi Honda - 9593555111; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RAIGANJ:** Mira Honda - 9749059763; **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555; **HASIMARA:** Kaysons Honda - 9800089052; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 7908766076; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

পার্কিং জোন নিয়ে জটিলতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহরের ১০টি পার্কিং জোনের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, পার্কিং বিভাগের ঢিলেমিতেই টেন্ডার প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। পুজোর মুখে প্রচুর টাকা 'আর্নেস্ট মানি' জমা দিয়ে বিপাকে পড়েছে এজেন্সিগুলি। তাদের কথায়, অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া কোন পর্যায়ে রয়েছে, সেই বিষয়ে পুরনিগম কোনও সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। পুরনিগমের পার্কিং বিভাগ অবশ্য জানিয়েছে, টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। দু'তিন দিনের মধ্যেই জোনগুলির জন্য এজেন্সি নিয়োগ হয়ে যাবে। পুজোর আগেই এজেন্সি কাজ শুরু করতে পারবে। তবে পুর কমিশনার বন্দবাসী তেজা দীপকের বক্তব্য, 'এখনও এ বিষয়ে চূড়ান্ত কিছু হয়নি।'

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ১০টি পার্কিং জোনের টেন্ডারের মেয়াদ গত ফেব্রুয়ারিতে শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ভেনাস মোড় থেকে সেবক মোড় পর্যন্ত হিলকার্ট রোডের দু'দিক, সেবক মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত রাস্তার বাঁদিক, স্টেশন ফিডার রোডে থানা মোড় থেকে জলপাই মোড়ের ডানদিক, বিধান রোডের গোষ্ঠ পালের মূর্তির নীচ থেকে পানিট্যাঙ্কি মোড় পর্যন্ত রাস্তার দু'দিক সহ মোট ১০টি পার্কিং জোন রয়েছে। অভিযোগ, এই পার্কিং জোনগুলির টেন্ডারের মেয়াদ গত ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ হলেও এখনও ওই জোনগুলি থেকে অবৈধভাবে সাধারণ মানুষের কাছে টাকা তোলা হচ্ছে।

আবার বিধানসভা ভোটের দোহাই দিয়ে পুরনিগমও এতদিন ওই জোনগুলির পার্কিংয়ের বরাত দেওয়ার জন্য টেন্ডার করেনি। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরে ১০ অগাস্ট টেন্ডার হয়। ২২ অগাস্ট টেন্ডারে অংশ নেওয়ার শেষ দিন ছিল। দেখা যায়, সেখানে নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্সি অংশগ্রহণ করেনি। যে এজেন্সিগুলি অংশ নিয়েছে, সেগুলির নথিপত্র সঠিক নেই। ফলে প্রথম টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল করে পুরনিগম। ১৪ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বার টেন্ডার করা হয়। সেই টেন্ডার প্রক্রিয়া ৩ অক্টোবর শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়ে পুরনিগমের কোনও আধিকারিক এজেন্সিগুলিকে কিছু জানাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

পুরনিগমের বিরুদ্ধে ঢিলেমির অভিযোগ

একটি এজেন্সির কর্তার কথায়, '৩ অক্টোবর টেন্ডারে অংশ নেওয়া প্রত্যেকের নথিপত্র পরীক্ষা করে দু'তিন দিনের মধ্যে তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শনিবার পর্যন্ত ওই টেন্ডার নিয়ে আমাদের কিছু জানানো হচ্ছে না। অফিসে গেলে শুধু আজ নয় কাল করে ঘোরানো হচ্ছে।' একটা সরকারি অফিসে সবকিছু নিয়ম মেনে হওয়া উচিত বলে তাঁরা দাবি করেছেন। টেন্ডারে অংশ নেওয়া একাধিক এজেন্সির কর্তার বক্তব্য, 'টেন্ডারে অংশ নেওয়ার জন্য একেকজনকে লক্ষাধিক টাকা আর্নেস্ট মানি জমা করতে হয়েছে। পুজোর মুখে এত টাকা আটকে রয়েছে। অথচ পুরনিগম কোনও পদক্ষেপ করছে না।'

ক্ষুদ্র বাগানে বোনাস ঘোষণা

চোপড়া, ১১ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুরের ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিতে বোনাস ঘোষণা করা হল। রবিবার নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শিলিগুড়ির বিধান রোডের গুপ্তা মার্কেটে আয়োজিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগানের আয়তন অনুযায়ী চারটি গ্রুপে ভাগ করে বোনাসের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫১ থেকে ১০০ একর আয়তনের এ গ্রুপের ১৩টি বাগানে ১৪.৫০ শতাংশ, ২৪ থেকে ৫০ একরের বি গ্রুপের ২৭টি বাগানে ১১ শতাংশ বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১১ থেকে ২৩ একরের সি গ্রুপের ৪৭টি বাগানে ৯.৭৫ শতাংশ এবং ১০ একরের কম আয়তনের ডি গ্রুপের ৪৭টি বাগানে ৯.৫০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হবে। আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে বোনাস প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

যদিও উত্তর দিনাজপুরের বড় চা বাগানগুলিতে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বোনাস ঘোষণা হয়নি। তবে কয়েকটি বাগানে মালিকপক্ষের উদ্যোগে বোনাস মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, সরকার ঘোষিত ২০ শতাংশ বোনাস দিতে আপত্তি জানিয়েছে মালিকপক্ষের একাংশ। সম্প্রতি শ্রম দপ্তরের ডাকা প্রথম দফার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক সমাধানসূত্র ছাড়াই শেষ হয়। এই পরিস্থিতিতে সোম-মঙ্গলবারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসার কথা রয়েছে। ওই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন বাকি বাগানের চা শ্রমিকরা।

গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : নকশালবাড়ি থেকে শনিবার রাতে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। ধৃতের নাম মহম্মদ মকসেদুল। তিনি নকশালবাড়ির বাসিন্দা। ধৃতের থেকে ৯৯১ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নজরদারি।। আলিপুদুয়ারে ছবিটি তুলেছেন চিরঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই গেরুয়াপন্থী সংগঠনের

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : বিজেপির কোনও শ্রমিক সংগঠন নেই, বারবার একথা স্পষ্ট করেছেন দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাই আর বিজেপির মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছে সেই সংগঠনগুলি, যারা এতদিন বিজেপির শ্রমিক সংগঠন হিসাবে পরিচিত ছিল। রবিবার ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শিলিগুড়িতে একটি বৈঠক করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির দায়িত্ব বণ্টন করেছে। সংগঠনের তরফে সাফ বলা হয়েছে, তারা বিজেপির শ্রমিক সংগঠন নয়। তবে বিজেপির মতাদর্শকে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থন করে বলে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করেছে সংগঠনটি।

ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের এই পদক্ষেপে একটি বিষয় পরিষ্কার, তারা বিজেপির সঙ্গে নিজেদের নাম না জুড়তে পারলেও এখনও ঘুরিয়ে নিজেদের বিজেপি ও আরএসএসের ঘনিষ্ঠ বলেই দাবি করতে চায়। বিজেপির শ্রমিক সংগঠন না থাকলেও আরএসএসের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ রয়েছে। কিন্তু বিজেপির শ্রমিক সংগঠন বলে পরিচিতি পাওয়া সংগঠনের নেতাদের বিএমএসে ঠাঁই পাওয়া দুষ্কর হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। আর তাই নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বিজেপিকে সমর্থন করেই নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব তৈরি করতে চাইছে ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের মতো সংগঠনগুলি, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাধন তালুকদার দাবি করেছেন, বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের হাতে তাদের সংগঠনের সূচনা। ক্ষমতা দখলের আগে বিজেপির হয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে তাঁদের। সাধন বলেন, 'আমরা বিজেপির শ্রমিক সংগঠন নই। কিন্তু বিজেপিকে সমর্থন করি।'

বিএমএসের উত্তরবঙ্গের এক নেতার বক্তব্য, 'বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের নাম করে চলা সংগঠনগুলির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দরকার ছিল। কিন্তু সংঘ সেটা ভাবেনি। ফলে সেই সংগঠনগুলি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পথে নামতে শুরু করেছে।' বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহার বক্তব্য, 'কোনও শ্রমিক সংগঠন বিজেপিকে সমর্থন করলে দল তাদের গ্রহণযোগ্যতা মানবে কি না, সেটা নেতারা বলতে পারবেন।'

বাইক ভেঙে দিল দাঁতাল

বাগডোগরা, ১১ অক্টোবর : ভরদুপুরে দাঁতাল ভেঙে দিল একটি বাইক। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন বাগডোগরার বিট অফিসার নরেশ রাই। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনে রেললাইনের পাশে।

শনিবার নকশালবাড়ি রথখোলার কাছে টুকরিয়া জঙ্গল থেকে ১০৫টি হাতির দলকে বাগডোগরায় ড্রাইভ করে নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকটি হাতি গতকাল রাতেই বসতি এলাকায় হানা দেয়। সারারাতের চেষ্টা রবিবার ভোরে সেগুলিকে বাগডোগরার জঙ্গলে ফেরাতে সফল হন বনকর্মীরা। এদিকে, টুকরিয়া রেঞ্জের উত্তমচাঁদের ছাট (ইউসিসি) জঙ্গলে থাকা ৫টি হাতির মধ্যে একটি দাঁতাল ইউসিসি জঙ্গল ছেড়ে রবিবার বেলা ১২টা নাগাদ বাগডোগরার দিকে হাঁটতে শুরু করে।

দিনের আলোয় চা বাগান, গ্রামের মধ্যে দিয়ে হাতি আসার খবরে তৎপর হয়ে যায় বন দপ্তর। বিট অফিসার নরেশ রাই বন দপ্তরের বাইক নিয়ে আর টিমের অন্য সদস্যরা একটি গাড়ি নিয়ে চলে যান কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনে রেললাইনে। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বনকর্মীদের নিয়ে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি সড়কে কিরণচন্দ্র করিডরে যান নিয়ন্ত্রণ শুরু করেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই প্রচুর মানুষ হাতি দেখতে রেললাইনে চলে যান। বাইক রেখে রেললাইনের দুই পাশ থেকে বিট অফিসার নরেশ যখন লোকজনকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন, তখনই দাঁতালটি এসে বাইক পা দিয়ে ফেলে দেয়। এরপর পা দিয়ে ভেঙে দেয় বাইকটি। কাছেই ছিলেন নরেশ। তাঁর দিকে তেড়েফুঁড়ে যায় হাতিটি। কোনওরকমে বেঁচে যান তিনি। নরেশ বলেন, 'বহু মানুষ হাতি দেখতে রেললাইনের ওপর দিয়ে করিডরে চলে আসেন। এইসব অতি উৎসাহী মানুষকে সরিয়ে না দিলে হাতির আক্রমণের মুখে পড়তে পারতেন। এজন্য তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।'

স্পেশাল টয়ট্রেন

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : পুজোর মরশুমে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে পাহাড়ে চালু হল স্পেশাল টয়ট্রেন 'মুক্তধারা'। পর্যটন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর তরফে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রবিবার কার্সিয়াং স্টেশনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার রমেশ কুমার এই ট্রেনের উদ্বোধন করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেই ট্রেনের নাম রাখা হয়েছে 'মুক্তধারা'। পাহাড়ের প্রতি ভালোবাসা থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় পাগলাঝোরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ডিজেল চালিত বিশেষ এই ট্রেন পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি পর্যটকরা। ট্রেনটি প্রতিদিন বিকেল ৩টে ১৫ মিনিটে কার্সিয়াং স্টেশন থেকে ছেড়ে মহানদী হয়ে বিকেল ৫টায় কার্সিয়াংয়ে ফিরবে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী।

সংঘর্ষ

ইসলামপুর, ১১ অক্টোবর : রবিবার ইসলামপুর থানার ভদ্রকালী এলাকায় চা বাগানের শ্রমিকদের বোনাসের টাকা থেকে অবৈধভাবে কমিশন আদায়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। লাঠি ও লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধরের ফলে কয়েকজন আহত হন। তাঁদের মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁদের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দলের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি জীবেশ বাড়ুই বলেন, 'এমন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার কিছু জানা নেই। তবুও খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।'

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

আগমনী

রং পাঁচালি গান এখন অতীত

বাড়ির পুজো

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১১ অক্টোবর : হাতি বা ঘোড়ার পিঠে কিংবা গোরু বা মোষের গাড়ি চেপে আজ আর খড়িবাড়ির প্রথম দুর্গাপুজো দেখতে আসেন না কেউ। বাতাসির জোতদারবাড়ির ১৭৪ বছরের দুর্গাপুজোর মেলায় এক সময়ে দিনভর রং পাঁচালি গান ও সাঁওতালি নাচ হত। রাতে হ্যাজাক জ্বালিয়ে চলত গানের আসর। তবে সেসব আজ অতীত। তবে নতুন আঙ্গিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকছে।

খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসিতে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দুর্গা মন্দির এলাকায় ছিল তৎকালীন জোতদারবাড়ি। জোতদার ছিলেন শ্যামলাল সিংহ। তাঁর পরিবার সূত্রে জানা যায়, শ্যামলাল সিংহের তত্ত্বাবধানে ছিল বদরাজোত ও গগুগোলজোতের কয়েকশো বিঘা জমি। জনশ্রুতি আছে, ১৮৫২ সালে স্বপ্নাদেশ পেয়ে শ্যামলাল খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি মূল সড়কের (বর্তমান ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক) পাশে খড়ের ছাউনির ঘরে পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঠাকুরবাড়ি তৈরি করে দুর্গা আরাধনা শুরু করেন। পুজো উপলক্ষ্যে দু'দিনের মেলাও শুরু করেন। তারপর থেকেই বাতাসির এই এলাকার নাম হয়েছে 'দুর্গা মন্দির' এলাকা। আর বিখ্যাত ওই মেলার নাম হয়েছে 'শ্যামলালের মেলা'। শ্যামলালের নাতনি নির্মলা রায়ের বয়স ৭৪ অতিক্রম করেছে। তাঁর কথায়, 'একসময় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মেলা বসত। এখন খুবজোর বিঘা পাঁচেক অবশিষ্ট জমিতেই রয়েছে ঠাকুরদালান ও মেলা প্রাঙ্গণ।'

শ্যামলালের পুজোয় আধুনিক মণ্ডপ।

শ্যামলালের নাতি প্রাক্তন পুলিশকর্মী পরেশচন্দ্র সিংহের কথায়, 'পাটখড়ির কুঁড়েঘরেই আগে মৃৎশিল্পী এনে দেবমূর্তি তৈরি করা হত। পুজোর জন্য দাদু বাইরে থেকে পুরোহিত এনে জমি দান করে বসবাসেরও ব্যবস্থা করেছিলেন।'

পুজো কমিটির বর্তমান সভাপতি বর্ষীয়ান শুভ সিংহ বলেন, 'এখন ঠাকুরদালানে আর প্রতিমা তৈরি হয় না। এবার বাতাসি কুমোরটুলির সুরঞ্জন পালকে প্রতিমা তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্য মেনে আজও ষষ্ঠীতে রাজবংশী প্রথা অনুযায়ী ঠাকুরদালানে দেবী স্থাপনের পর মাকে বরণ করা হয়। নবমীর পুজোকে বলা হয় মহাপুজো। একসময় পায়রা ও পাঁঠাবলি হত। কিন্তু বছর ১৫ আগে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিবাদে বলিপ্রথা বর্তমানে বন্ধ। এখানে দেবীর বিসর্জন হয় পরের বছর মহালয়ার আগের দিন। এখন পাকা মন্দিরে সারা বছর মাতৃ আরাধনা চলে।'

মেলা কমিটির সম্পাদক উদয় সিংহ বলেন, 'এ বছর মন্দিরের বাইরে আধুনিক প্যান্ডেল করা হচ্ছে। শিল্পী শুদ্ধি বর্মন। আলোকসজ্জা করছেন খড়িবাড়ির সবিত্র সরকার।'

পুজোর ক'টাদিন বাতাসির জোতদারবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপ আবার প্রাণ ফিরে পায়। পরিবারের সদস্যরা যে যেখানেই থাকুন না কেন, পুজোর দিনগুলিতে খড়িবাড়ির এই আদি বাড়িতে এসে মিলিত হন।

পূর্ণতার পথে...

শিল্পীর ছোঁয়ায় সাজছেন উমা। রবিবার চম্পাসারিতে। ছবি : সূত্রধর

স্ত্রীর তাগাদাতেও শপিংয়ের সময় নেই

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : পুজো প্রায় দোরগোড়ায়। মহালয়া পেরোনোর পর পুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। সময়ের হিসেব ভুলে কাজ করছেন শিল্পীরা। নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন পুজো কমিটির সম্পাদকরাও। স্পনসরদের তাগাদা দেওয়া থেকে শুরু করে, মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে আসার প্রস্তুতি। ভিড় সামলানোর ব্যবস্থা থেকে শুরু করে মণ্ডপের সামনের আলোগুলো ঠিকঠাক জ্বলছে কি না দেখা, সবকিছুই মাথায় রাখতে হচ্ছে যে। এই ব্যস্ত রুটিনের জেরে তাঁরা বাড়ির লোকের থেকে বকুনিও খাচ্ছেন।

সেন্ট্রাল কলোনির দুর্গাপুজো শহর শিলিগুড়ির অন্যতম বিগ বাজেটের পুজো। বিগ বাজেটের পুজো, তাই দায়িত্বও অনেক বেশি। কাজের চাপে পুজো কমিটির সেক্রেটারি পার্থ দে বাকি সবকিছু ভুলেছেন। এবার নতুন মাঠে পুজো তাই মাঠ তৈরি করার চাপটা একটু বেশিই ছিল। পার্থ বলেন, 'স্ত্রী রোজ জামাকাপড় কিনতে যেতে বলছে। কিন্তু কখন যাব বলুন? এত কাজ। তাই ওকে নিজের মতো শপিং করে নিতে বলেছি। খাওয়াদাওয়ার সময়েরও ঠিক নেই। বাড়ির সবাই এই রুটিনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।'

সুব্রত সংঘের পুজো কমিটির সম্পাদক রবীন্দ্রকুমার নাথের বাড়ি ফিরতে রাত ১২টা বেজে যাচ্ছে। বারোটা বেজেছে স্লিপ সাইকেলেরও। তিনি বলেন, 'সকাল থেকে মণ্ডপেই থাকি। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত বারোটা। বেশিরভাগ দিন বাড়ির বাজার করার সময়টুকু পাই না। স্ত্রী আর ছেলেই বাড়ির সব কাজ সামলাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময়েও ভাবতে থাকি কোনও কাজ বাকি থেকে গেল না তো! তবে পুজো দেখে সবাই যখন হাসিমুখে মণ্ডপ থেকে বেরোয় সেটা দেখে আমার সব ক্লান্তি কেটে যায়।'

হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক নিমাই পালের কথা, 'এখন খাওয়াদাওয়ার কথা ভাবার সময় আছে বলুন! বিজ্ঞাপনের টাকা তোলা, নিরাপত্তার সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা, কত কাজ। শেষবেলায় চাপটা সবচেয়ে বেশি। দুপুরের খাবার সন্ধেবেলা খাচ্ছি।' তিনি যোগ করেন, 'এপ্রিল মাস থেকেই পুজোর তোড়জোড় চলে। তবে এই ব্যস্ততাটা খুব উপভোগ করি।'

পুজো বিশ্বকর্মা

দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক বাবুল পালের বাড়িতেও দুর্গাপুজো হয়। ক্লাবের পুজোর পাশাপাশি বাড়ির পুজোর দায়িত্বও সামলাতে হয় তাঁকে। তাই ব্যস্ততাও অনেক বেশি। তাঁর ভাষায়, 'আমাদের পুজো প্রতি বছর অনেক পুরস্কার পায়। তাই ব্যবস্থাপনা যাতে নিখুঁত হয় সেদিকে নজর রাখতে হয়। আমার এই চাপ সামলাতে খুব ভালো লাগে।'

একই সুরে রবীন্দ্র সংঘের পুজো কমিটির সম্পাদক উত্তম মজুমদার বলেন, 'নিজের সব কাজ তো এখন প্রায় বন্ধ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্লাবেই থাকি। শেষবেলায় সবাইকে কাজের জন্য একটু তাড়া দিতে হয়। ভেবেছিলাম পুজোতে একটা পাঞ্জাবি-পায়জামা কিনব। কাজের চাপে সেটাও হয়ে ওঠেনি।'

বেনারসি ছেড়ে তাঁতের শাড়িতে পাহাড়ের দুর্গা

দশপ্রহরণধারিণী

দার্জিলিংয়ের কিছু বাঙালি পরিবার ১৯১৪ সালে পুজোর সূচনা করে। একসময় বর্ধমানের মহারাজ পাহাড়ের এই পুজোয় দেবীকে সোনার কয়েন নিবেদন করতেন।

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : পরনে লাল পাড়, সাদা তাঁতের শাড়ি। অলংকারে সোনালি আভা। কুমোরটুলির একটি কারখানা থেকে বেরিয়ে পাশেই দাঁড়ানো ট্রাকের ওপর প্রতিমা তুলছিলেন স্থানীয় তরুণরা। প্রতিমা দেখেই থমকে গিয়েছিলেন শহরের একটি পুজো কমিটির সদস্যরা। ট্রাকের সামনে লাগানো পোস্টার দেখে তাঁরা কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে বললেন, 'মায়ের এমন সাজ আগে কখনও দেখিনি।'

এবার ১১২ বছরে পা দিচ্ছে দার্জিলিংয়ের নৃপেন্দ্রনারায়ণ বেঙ্গলি হলের শ্রী মন্দিরে আয়োজিত দুর্গাপুজো কমিটির পুজো। তবে ১১১ বছরের রীতিতে এবার পরিবর্তন ঘটাল কমিটি। প্রথমে কৃষ্ণনগর, পরে গত ৪৯ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিলিগুড়ি থেকে একই ডিজাইনের লাল বেনারসি মায়ের পরনে থাকত। এবারে তাঁতের শাড়িতে মাকে দেখতে চলেছেন পাহাড়বাসী। আগের সোলার সাজ ছেড়ে এবারই প্রথম সোনালি রংয়ের অলংকারে সাজানো হয়েছে প্রতিমাকে। তবে প্রথা ভাঙার বিষয়ে পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রাজু বিশ্বাস বললেন, 'তাঁতের মধ্যে বাঙালিয়ানা ছাপ রয়েছে। সেই রূপকে ফুটিয়ে তুলতেই এবারে মাকে তাঁতের শাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' গতবছর টয়ট্রেনে মাকে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় নিয়ে যাওয়া হলেও এবারে ট্রাকে করে মাকে বিসর্জনের পথে নিয়ে যাওয়া হবে। যুগ্ম সম্পাদক বলছিলেন, 'পুরোনো রীতিকে ধরে রেখে আমরা এখনও বাঁশের কাঠামোয় তুলে মাকে ঘোরাই। তবে আগে রাজবাড়ির সামনে দিয়ে গিয়ে কাকঝোরায় মাকে বিসর্জন দিতাম। এখন তো সেই জায়গা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই আর বাঁশের কাঠামোয় রাজবাড়ি যাওয়া হয় না। স্টেশনের সামনে পর্যন্ত মাকে নিয়ে যাই। সেখান থেকেই বাংলা খোলায় নিয়ে যাওয়া হয়।' এবারে আর টয়ট্রেন নয় কেন? পুজো কমিটির কথায়, 'গত বছর একশো এগারো বছর ছিল। বিশেষ বছরগুলোতেই আমরা টয়ট্রেনের ব্যবস্থা করি। তাই এবছর ট্রাকে ফিরে গেলাম।'

শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে দার্জিলিংয়ের পথে। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

একসময় সিস্টার নিবেদিতা, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বিপ্লবী বাঘা যতীনের পদধূলি পরা এই পুজোর নিয়ম ধরে রেখেছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। যুগ্ম সম্পাদকের কথায়, 'একসময় কৃষ্ণনগর থেকে প্রতিমা আসত। শিলিগুড়ি থেকে এরপর টয়ট্রেনেই মা পাহাড়ে যেতেন।' শিলিগুড়ির কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী অশোক পাল বললেন, 'দার্জিলিংয়ে গিয়ে তো আর মায়ের দর্শন করতে পারব না। এখানেই মায়ের পুরো রূপের দর্শন করে ফেললাম।'

অনড় বিকাশ

‘হিন্দুত্ববাদী’ মন্তব্য নিয়ে সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে তাঁর সমাজমাধ্যমের পোস্ট সংশোধনের জন্য ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু রবিবার ডেডলাইন শেষ হওয়া সত্ত্বেও নিজের পোস্ট সংশোধন করলেন না তিনি।

শিশুকে আছাড়

শিক্ষিকার বিরুদ্ধে আড়াই বছরের শিশুকে আছাড় মেরে পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ। নিউ আলিপুরের একটি বেসরকারি স্কুলের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে অভিযুক্ত শিক্ষিকা সানন্দা পালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনায় তৎপর হয়েছে শিশু সুরক্ষা কমিশন।

আত্মহত্যার চেষ্টা

কন্যাসন্তান হওয়ায় হাসপাতালের লিফট থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক ব্যক্তির। স্ত্রী তিনদিন আগে পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে মেয়ের জন্ম দেন। রবিবার লিফটের দরজা খুলে চারতলা সমান উচ্চতা থেকে ঝাঁপ দেন তিনি।

দেহ উদ্ধার

নবান্নের নিকটবর্তী রাস্তা থেকে তরুণের দেহ উদ্ধারে শোরগোল। রবিবার শরৎ চট্টোপাধ্যায় রোডে দুটি বহুতলের মাঝের একটি রাস্তায় বছর ৩৫-এর অঞ্জন চক্রবর্তীকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তরুণের মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।

‘বিপন্ন দেশে পথের সন্ধানে’ কনভেনশন

রিমি শীল

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল নয়াদিল্লি। সেই প্রতিবাদের আঁচ এসে পড়ছে কলকাতাতেও। এরই মধ্যে কলকাতায় এসে দুটি কনভেনশনে কেন্দ্র এবং সিইসি-র বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন সুপ্রিম কোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। মোদি সরকারের হাতে জ্ঞানেশ কুমারের ফাইল আছে বলেও দাবি করলেন তিনি। রবিবার সকালে এপিসিআর-র আয়োজিত এবং বিকালে ভারত জোড়ো অভিযান আয়োজিত ‘বিপন্ন সংসদীয় গণতন্ত্র-বিপন্ন দেশ : পথের সন্ধান’ নামে সম্মেলনে হাজির ছিলেন প্রশান্ত। তিনি বলেন, ‘প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারের হয়ে কাজ করছে। সেগুলির মাথায় এমন লোক বসানো হবে, নির্বাচন কমিশনের থেকে বিচারপতি, উপাচার্য, কম্পট্রোলার অডিটর জেনারেল, পুলিশ প্রধান– যাঁরা সরকারের কব্জায় থাকবেন।’

ভোট চুরির অভিযোগের মধ্যেই কেরলে নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে। সেরাজ্যের পূর্ত দপ্তরের সচিব থাকাকালীন ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার ইঞ্জিনিয়ার লি সি বিনের সুইসাইড নোটে জ্ঞানেশ কুমারের নাম উল্লেখ ছিল। সেই পুরোনো ফাইল সামনে এনে প্রশান্তর দাবি, ‘এমন লোকজনকে বসানো হবে যে বেআইনি কাজ করবে এবং তার প্রমাণপত্র সরকারের হাতে থাকবে। জ্ঞানেশ কুমার এমনই একটি লোক, কেরলে যাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে। জেলে পাঠানোর ভয় দেখানো হয়েছে।’ বিচার ব্যবস্থার একাংশও কেন্দ্রীয় সরকারের কুক্ষিগত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘এমন অনেক বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়েছে, যাঁদের ঠিকুজিকুষ্ঠি সরকারের হাতে। বলে দেওয়া হয়, আমাদের কাজ না করলে জেলে থাকতে হবে।’ তাঁর আরও অভিযোগ, ‘নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা দিল্লি নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সেন্ট্রাল অফিস থেকেই নির্ধারিত হয়েছে কার নাম বাদ যাবে, আর কার নাম থাকবে। জ্ঞানেশ কুমার বিজেপির ইশারায় এই কাজ করেছেন। ৯০ শতাংশের বেশি মুসলিম ভোটার বাদ দেওয়া হয়েছে। যখন প্রতিষ্ঠান নীরব হয়ে যায়, তখন রাজপথ মুখর হয়ে ওঠে।’

কলকাতাতেও এই প্রথমবার ইন্ডিয়া জোটের তিন প্রধান দল সিপিএম, মমতা-তৃণমূল, কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের

একই মঞ্চে দেখা গিয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ, এসআইআর প্রত্যাহার ও রাজ্যে পুনরায় নির্বাচনের দাবিতে ভারত জোড়ো অভিযানের মঞ্চ থেকে একযোগে সুর চড়িয়েছেন সৌগত রায়, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রসেনজিৎ বসুরা।

একই সুরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভয় থিবসে বলেন, ‘বাকিদের সঙ্গে পরামর্শ না করে জ্ঞানেশ কুমার এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। এখন যে প্রতিবাদ হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য দিল্লি যাওয়া থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। যা সাংবিধানিক নীতির পরিপন্থী।’

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ বামপন্থীদের। রবিবার কলকাতায়। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

প্রোমোটাররাজ মুক্ত পুরনিগমের অঙ্গীকার

পুরভোটে প্রার্থী হতে পদ্মের ড্রপ বক্স

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : শহরবাসীর মন পেতে কলকাতা পুরভোটে প্রোমোটাররাজ খতম করে স্বচ্ছ কলকাতা পুরনিগম গড়ার প্রতিশ্রুতি দিল বিজেপি। চলতি বছরের নভেম্বরের শেষে কলকাতা, হাওড়া কর্পোরেশন সহ ৭ পুরসভায় ভোট। রাজ্যে সরকার গঠনের পরই বিজেপির অন্যতম লক্ষ্য কলকাতা পুরবোর্ড গঠন করা। সেই লক্ষ্যেই প্রার্থী নির্বাচনের প্রাথমিক কাজ শুরু করল বিজেপি। এদিন কলকাতার জোড়াসাঁকোয় বিধায়ক কার্যালয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করেছেন কলকাতা পুরভোটের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি নাগরিক সমাজের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কৃতী মানুষদেরও বিজেপির প্রার্থী হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

কলকাতা পুরনিগমের ভোটে প্রস্তাবিত ২০৯ আসনে একা লড়ার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে প্রার্থী খোঁজার কাজ শুরু করল তারা। বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ২০৮টি আসনে জিতলেও কলকাতা পুর এলাকায় ১৭টি বিধানসভায় বিজেপি নিরঙ্কুশ নয়। তাছাড়া বিধানসভা ভোটের সঙ্গে পুরভোটের মতো স্থানীয় নির্বাচনে ফারাক অনেক। সরকারে আসার সুবাদে দল বাড়লেও সংগঠন এখনও আগের জায়গাতেই। বর্তমানে কলকাতা পুরসভায় বিজেপির কাউন্সিলারের সংখ্যা ৪। স্বাভাবিকভাবেই ২০৯ আসনে দলীয় প্রার্থী দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজেপির সমস্যা রয়েছে। বিগত জমানায় কলকাতা পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলারদের দুর্নীতি, তোলাবাজির দাপটে অতিষ্ঠ মানুষ। আসন্ন পুরভোটে সেকথা মাথায় রেখে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় প্রার্থীদের পাশাপাশি অরাজনৈতিক কৃতী নাগরিকদের প্রার্থী করতে চাইছে বিজেপি।

রবিবার জোড়াসাঁকোয় প্রস্তুতি বৈঠকের পরে এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ‘কলকাতার পুনর্নির্মাণে যাঁরা অংশ নিতে চান, তাঁদের প্রতি আমাদের আবেদন দূর থেকে মূক দর্শক হয়ে নয়, পিচে নেমে খেলুন। গ্যালারিতে বসে হাততালি দিয়ে নয়, বিজেপির প্রার্থী হন। পিচ প্রস্তুত আছে। বিজেপি আপনাদের সুযোগ দিচ্ছে।’

প্রার্থী নির্বাচনের রীতি অনুযায়ী কলকাতা পুরভোটে প্রার্থী হতে আবেদন করার জন্য ‘ড্রপ বক্স’-এর এদিন উদ্বোধন করেছেন সুকান্ত। নাগরিক সমাজের যে কেউ তাঁদের আবেদন ওই ড্রপ বক্সে জমা করতে পারবেন। সোমবার থেকে ৬ নম্বর মুরলীধর সেন লেনে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে আবেদন গ্রহণের জন্য ওই ড্রপ বক্স রাখা থাকবে। এবারে শহরের কৃতী ছাত্র-যুবদের নির্বাচনে প্রার্থী করতে চায় বিজেপি। প্রার্থীপদে তরুণদের শামিল করার মধ্যে বিজেপির জেন জেড কৌশল দেখছে বিরোধীরা। যদিও সুকান্তর দাবি, বিজেপিই একমাত্র দল, যারা তরুণ প্রজন্মকে সরকার ও সংগঠনে অগ্রাধিকার দেয়। এপ্রসঙ্গে নিজেকেই তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সুদূর বালুরঘাটের মতো এলাকা থেকে আরএসএসের ছাত্র ও শিক্ষক সংগঠন করা সুকান্ত মাত্র ৪০ বছর বয়সে বিজেপির রাজ্য সভাপতি হয়েছিলেন। এদিন সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে সুকান্ত বলেন, ‘কলকাতা পুরভোটে যুবরাই অন্যতম চালিকাশক্তি।’

নির্বাচনের আগে শহরের তরুণ প্রজন্মের মনের খোঁজ পেতে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংযোগ কর্মসূচির কথাও জানিয়েছেন সুকান্ত। তিনি বলেন, ‘স্টার্টআপের বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি, সংস্কৃতি, খেলাধুলো, উন্নত গণপরিবহণ ও ডিজিটাল পরিষেবা নিশ্চিত করতে ছাত্র-ছাত্রী-যুবদের সঙ্গে প্রয়োজনে ওয়ার্ডভিত্তিক সংলাপের উদ্যোগ নেব।’

রাজপথে আট বাম ছাত্র সংগঠন

জ্ঞানেশ কাণ্ডে দিল্লির আঁচ কলকাতায়

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল কলকাতার রাজপথেও। রবিবার দুপুরে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল আটটি বাম ছাত্র সংগঠন। দুপুর প্রায় তিনটে নাগাদ মিছিল শুরু হয়। মৌলালি হয়ে এসএন ব্যানার্জি রোড ধরে মিছিল এগিয়ে যায় ধর্মতলার দিকে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে স্লোগানে মুখরিত হয় ছুটির কলকাতা। মিছিলে জেন জেডদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। ডোরিনা ক্রসিং পৌঁছোতেই ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলের পথ আটকে দেয় পুলিশ। মিছিলের গোটা পথেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুলিশ মোতায়েন ছিল। বাধা পেয়ে ম্যাটাডোরে দাঁড়িয়ে বাম ছাত্র নেতৃত্বের হুঁশিয়ারি, দাবি আদায় না হলে আন্দোলনের পরিসর আরও বাড়বে।

তাঁদের বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার বিপন্ন করা চলবে না। দিল্লিতে ছাত্র-যুবদের আন্দোলন দমনে পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও সরব হন এসএফআই নেত্রী বর্ণনা মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ‘দেশজুড়ে ছাত্র-যুবদের আন্দোলন দমন করতে রাষ্ট্রযন্ত্র যেভাবে নখ-দাঁত বের করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তাকে আর অঘোষিত জরুরি অবস্থা বলা যাবে না। দিল্লির যন্তরমন্তরে পুলিশ যে আচরণ করছে, তাতে তাদের বিজেপি ও আরএসএসের মস্তান বলে মনে হচ্ছে। সংবিধান রক্ষার স্বার্থেই পথে নেমেছি।’ একই সুর আইসা নেত্রী বর্ষা বড়ালের গলাতেও। তাঁর অভিযোগ, ‘দিল্লিতে ছাত্র-যুবদের আন্দোলনে বিভিন্ন পেশার মানুষকে অনৈতিকভাবে আটক করে রাখা হয়েছে। এসআইআর-এর নাম করে প্রায় ১৩ কোটি দেশবাসীর নাম ভোটার তালিকা থেকে অগণতান্ত্রিকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমারকে সামনে রেখে বিজেপি সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করছে।’ চিকিৎসক নেতা অনিকেত মাহাতোও এদিনের কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘দিল্লিতে যেভাবে আন্দোলনকারীদের পুলিশ বাধা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের উচিত রাস্তায় নামা।’

রাজ্যে পালাবদলের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলার অভিযোগও তুলেছেন বামপন্থী ছাত্রনেতারা। এআইডিএসও নেতা বিশ্বজিৎ রায়ের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের বাজপুর কলেজে তাঁদের জেলা সম্মেলন চলাকালীন রাজ্যের শাসকদল প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ‘কলেজে ভাঙচুরের পাশাপাশি প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন।’ এই তাণ্ডব অবিলম্বে বন্ধ না হলে রাজ্যজুড়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

এদিনের মিছিলে অবশ্য কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবে পুলিশি সহযোগিতার কথা মানতে নারাজ এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে। তাঁর কটাক্ষ, ‘আমরা রাজপথে নামলে পুলিশের হাঁটু কাঁপে।’ কলকাতায় মিছিল শান্তিপূর্ণ থাকলেও পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এসইউসিআইয়ের কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি ও এবিভিপির বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে বামেরা। অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপির পালটা দাবি, মিছিল থেকেই কটূক্তি করা হয়েছিল।

মঙ্গলে পথে মমতা-তৃণমূল

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও গ্রেপ্তারির দাবিতে এবার পথে নামছে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার দুপুর ২টায় রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ ও দমনপীড়নের অভিযোগ তুলেছে তারা। দলের মুখপাত্র নীলাঞ্জন দাস বলেন, ‘বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরছে। নতুন প্রজন্মের উপর দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে। দিল্লি পুলিশ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনৈতিক ভাবে আটক করে। এর প্রতিবাদে দলের আইটি, ছাত্র-যুব, মহিলা ও আইটি সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা পথে নামব।’

কনস্টেবলদের আজ নিয়োগপত্র

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : রাজ্যে কর্মসংস্থানের চাকা গড়াতে শুরু করল। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই পুলিশের ১২ হাজার কনস্টেবল পদে নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার দুপুরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৫ হাজার নবনিযুক্ত কনস্টেবলকে নিয়োগপত্র ও পুলিশের পোশাক দেওয়া হবে। সেখানে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এরপর পর্যায়ক্রমে বাকি ৭ হাজার কনস্টেবলকে নিয়োগ করা হবে। নবান্নে এই নিয়োগের কথা ঘোষণা করে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, নতুন কনস্টেবল নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে চলেছে পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। আপাতত সফল চাকরিপ্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভেরিফিকেশন চলছে।

শুধু পুলিশেই নিয়োগ নয়, চলতি অর্থবর্ষে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আরও ১ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই দাবি করেছেন। নবান্ন সূত্রের খবর, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে অতিরিক্ত প্রায় দেড় লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের ব্যাপারে পিএসসি, এসএসসি সহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কাজ শুরু করেছে। সরকারের দপ্তরগুলিতে কোথায় কত শূন্যপদ রয়েছে, তার তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে। এবার ওইসব শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগের জন্য অনুমোদন পেতে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রস্তাব উঠবে। অনুমোদন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করতে মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট নিয়োগ কমিশনগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, ‘পুলিশে ১২ হাজার কনস্টেবল নিয়োগের পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদগুলি পূরণ করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। চলতি অর্থবর্ষেই নতুন কর্মসংস্থানের এই লক্ষ্য পূরণ করায় রাজ্য সরকার আশাবাদী।’ সোমবার পুলিশের পিঙ্ক মোবাইল ভ্যান এবং মোটর সাইকেল কর্মসূচির সূচনাও করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

ছুটির দিনে হাতিবাগান মার্কেটে কেনাকাটার ভিড়। -রাজীব মণ্ডল

পোস্টার বিতর্ক

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : পুজোর সময় কলকাতাকে সাফসুতরো রাখতে স্বচ্ছতা অভিযানের কর্মসূচি নিয়েছে কলকাতা পুরনিগম। ১০ অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত কলকাতা পুর এলাকায় পুরনিগমের এই বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান চলবে। সেই উপলক্ষ্যে এই কর্মসূচির কথা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে করা পুরনিগমের একটি পোস্টকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। পুর প্রশাসনের তরফে করা ওই পোস্টের ভাষা নিয়ে সরব হয়েছে মমতা তৃণমূল। তাদের অভিযোগ, বাংলা ভাষাকে বিকৃত করে জোর করে বাংলা ও বাঙালির ওপর হিন্দি চাপানোর চেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি। পুরনিগমের এই স্বচ্ছতা অভিযান সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের স্লোগান ‘মায়ের করব স্বচ্ছতা সে স্বাগত’। বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে এই জগাখিচুড়ি ভাষার বিজ্ঞাপন নিয়েই সরব হয়েছে মমতা তৃণমূল।

প্রথমাতেই দেবীদর্শন! ভারতীয় জাদুঘর এবছর প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছে। সেখানে দেখা গেল উৎসুক দর্শনার্থীদের। রবিবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

তরুণের শরীরে জরায়ু, ডিম্বনালি

ডায়মন্ড হারবার, ১১ অক্টোবর : পুরুষের শরীরে নারীর অঙ্গ! ডায়মন্ড হারবারের এক নার্সিংহোমে বছর চব্বিশের এক তরুণের হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে জরায়ু ও ডিম্বনালি লক্ষ করেন চিকিৎসকরা। বিষয়টিতে কার্যত তাজ্জব বনে যান তাঁরা। পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে, তরুণের শরীরে নেই অণ্ডকোষও। স্ত্রীরোগ সহ ইউরোলজি বিশেষজ্ঞদের মতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ঘটনা বিরলতম।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ এলাকার ওই তরুণ হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার করানোর জন্য ডায়মন্ড হারবারের এক নার্সিংহোমে ভর্তি হন।

সেখানে চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয়, মঙ্গলবার তাঁর অপারেশন করা হবে। সেইমতো পরের দিন তরুণের অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসকেরা। কিন্তু সেসময় তাঁরা লক্ষ করেন, তরুণের শরীরে রয়েছে সন্তানধারণের জন্য মহিলাদের দেহে থাকা একজোড়া নলাকার অঙ্গ। চিকিৎসা চলাকালীন রোগীকে পুরুষ বলে জেনে থাকায়, রোগী পুরুষ না স্ত্রী সেই নিয়ে ধন্দে পড়ে যান ডাক্তাররা।

এই বিষয়ে ওই তরুণের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার এইচ জামান বলেন, ‘পুরুষ হিসেবেই উনি আমার এখানে ভর্তি হয়েছিলেন। অপারেশন করার সময় দেখি তরুণের দেহে জরায়ু, ডিম্বনালিও রয়েছে। এটার জন্য আমরা সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না।’

সমগ্র বিশ্বে এরকম নজির খুব একটা না থাকলেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ঘটনা কোনও রহস্য নয়। এসএসকেএমের ইউরোলজি বিভাগের চিকিৎসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মানবদেহের এমন গঠনকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একসময় ‘সিউডোহেরম্যাফ্রোডিটিজম’ বলা হত। বর্তমানে ‘যৌন বিকাশের ভিন্নতা’ হিসেবে বিষয়টিকে দেখা হয়। এক্ষেত্রে বাইরের অঙ্গে পুরুষের মতো বৈশিষ্ট্য থাকলেও জিনগতভাবে তার প্রজনন ক্ষমতা পুরুষের মতো নয়।

১৮ বছর আগে কলকাতা মেডিকেল কলেজেও এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছিল। তবে বজবজের ওই তরুণ পুরুষ না মহিলা ওই ধন্দ কাটাতে জোড়া ক্রোমজোম পরীক্ষা করার কথা ভাবছেন সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমের চিকিৎসকেরা।

শুভেন্দুর ‘জাহাজ বাড়ি’ বার্তা

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : শিকড় ছাড়বেন না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য ভবানীপুরের বিধায়ক থাকলেও নন্দীগ্রামের ভোটার হিসেবেই থাকতে চান তিনি। রবিবার নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের পর রেয়াপাড়ায় দলীয় একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নন্দীগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক ও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দুর্নীতি ইস্যুতে নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ানের জাহাজ বাড়ির দৃষ্টান্ত দিয়ে স্থানীয় নেতৃত্বকে সতর্ক করেছেন তিনি।

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দল, সংগঠন সর্বোপরি মানুষকে নিয়ে চলতে হবে। ঔদ্ধত্য, অহংকারী চালচলন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচার ব্যবহারে আগামীদিনে কেউ যেন বলতে না পারে আপনারাও জাহাজ বাড়ি তৈরি করেছেন।’

উপনির্বাচনে খাতায়কলমে জিতেছেন হাসিরানি রথ। বিধানসভা রেকর্ডেও নন্দীগ্রামের বিধায়ক হিসেবে থাকবেন তিনি। কিন্তু বিধায়ক না হলেও নন্দীগ্রামের সঙ্গে সংযোগ হারাতে চান না শুভেন্দু। সেই কারণেই এদিন নন্দীগ্রামের মাটি থেকে শুভেন্দু বলেছেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভবানীপুরের মানুষ যতদিন চাইবে ততদিন সেখানে বিধায়ক থাকব। কিন্তু ভোটার হিসেবে চিরকাল নন্দীগ্রামেই থাকব।’

জরির ঝলকে ম্লান শোলার ঐতিহ্য

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : পুজো যত এগিয়ে আসছে, কুমোরটুলির অলিগলিতে ততই বাড়ছে ব্যস্ততা। প্রতিমার কাঠামো থেকে সাজসজ্জা সবকিছুতেই এখন শেষ মুহূর্তের তোড়জোড়। তারমধ্যেই চোখে পড়ে ধবধবে সাদা শোলার বিভিন্ন ধরনের কারুকাজ। তবে আগের মতো তার দাপট নেই। শোলার জায়গা ধীরে ধীরে দখল করছে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য জরি।

কুমোরটুলির ‘শোলা শিল্পমন্দির’-এ বসে আফসোস করছিলেন সপ্ততিপর শম্ভুনাথ মালাকার। মাত্র ১০ বছর বয়সে বাবা আশুতোষ মালাকারের হাত ধরেই শোলার কাজে হাতেখড়ি শম্ভুনাথের। তারপর কেটেছে ছয় দশক। শম্ভুনাথ জানান, কুমোরটুলিতে শোলার বাজার একসময় ছিল অনেক বড়। দুর্গাপ্রতিমার অলংকারের পাশাপাশি বিয়েবাড়ির মণ্ডপ, মঞ্চ, গেট, গাড়ি, পিঁড়ি-সহ সাজসজ্জার নানা ক্ষেত্রেই ব্যবহার হত শোলা। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এই শিল্প যথেষ্ট প্রসিদ্ধ লাভ করে। বিদেশে থাকা বাঙালিরা যেমন শোলার কাজ কিনে নিয়ে যান, তেমনই কুমোরটুলিতে আসা বিদেশি পর্যটকরাও এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ দেখান।

কিন্তু স্থানীয় বাজারে হিসেব খানিক আলাদা। কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় দুর্গাপুজো একডালিয়া এভারগ্রিনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মহাপাত্রের কথায়, ‘আগে আমাদের পুজোয় ব্যাপক পরিমাণে শোলার ব্যবহার হত। কিন্তু এখন শোলার দাম বেড়ে গিয়েছে। তাই আমাদের ব্যয়ে পোশায় না বলে আমাদের শিল্পী শোলার ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন। তার জায়গায় জরি শিল্পের চমকদারি চলছে।’

অথচ, শোলা কোনও কৃত্রিম উপকরণ নয়। জলাশয়ে জন্মানো প্রাকৃতিক উপাদান। তবে ইদানীং

শোলার কাঁচামাল জোগাড় করাও কঠিন হয়েছে। শোলা ব্যবসায়ীরা জানান, একসময় রাজারহাট এবং বাংলাদেশ থেকেও শোলা আসত। সেই জোগান এখন প্রায় বন্ধ। বনগাঁ, উত্তর দিনাজপুর, মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে শোলা আনতে হচ্ছে। এই অবস্থায় সরবরাহ কমায় উৎপাদন মূল্য স্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছে। সেই জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছে জরি। ব্যবসায়ী সুজিত মালাকারের কথায়, ‘শোলার যে দামে কাঁচামাল কিনতে হয়, তার সবটা কাজে লাগে না। অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে খরচ বেড়ে যায়। সেখানে জরি দিয়ে অনেক কম পয়সায় কাজ করে দেওয়া যায়।’ তাছাড়া কুমোরটুলিতে একসময় শোলার কাজ করতেন এমন অনেকেই এখন আর এই পেশায় নেই বলে শম্ভুনাথ জানান।

কিন্তু শম্ভুনাথ এখনও নিজে হাতে কাজ করছেন। একসময় রাজভবনে চাকরির সুযোগ পেয়েছিলেন। যোগ দেননি। এখন ছেলে সুজিত পাশে। কিন্তু নাতি-নাতনিদের এই পেশায় আসার ব্যাপারে শম্ভুনাথের আগ্রহ নেই। ছেলে সুজিতের কথায়, ‘একসময় কোনও কোনও পরিবারে দশজন পর্যন্ত এই কাজে যুক্ত থাকতেন। এখন হয়তো একজন করছেন, বাকিরা অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন। কাজ না থাকলে বিকল্প খুঁজে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।’

সম্পাদকীয়

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৪৬ সংখ্যা, সোমবার, ২৪ আশ্বিন ১৪৩৩

হরিষে বিষাদ

অতসী পুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্। অতসী পুষ্পের মতো তাঁর বর্ণ। তিনি দশভুজা। অতসী পুষ্পের বর্ণ অনুযায়ী দেবী কোথাও নীল আর কোথাও তিনি পীতাভ। বর্ণের বিভিন্নতার কারণে কখনও দুর্গাপুজোয় আনন্দের ঘাটতি ঘটেনি। কিন্তু এই বাংলায় এখন বর্ণ ঘিরে রাজনীতির কুনাট্য। তৃণমূল সরকারের আমলে বাংলার সর্বত্র ছিল নীল বর্ণের প্রাচুর্য। সেই বর্ণের পদচ্যুতি ঘটেছে। এখন গৈরিক বা তার নিকটস্থ বর্ণ সকলের পদোন্নতি ঘটেছে। রাজ্যে নীল রঙের ওপর গেরুয়ার প্রলেপ পড়ছে।

সুতরাং দেবীর বর্ণ নিয়ে যদি এবার রাজনৈতিক বিতর্ক হয়, তাহলে তা স্বস্তিকর না হলেও আশ্চর্যের হবে না। রং যদি মর্মে না লেগে রঙের রাজনীতিকে উসকে দেয়, তাহলে তার ফল যে শুভ হয় না, সে অভিজ্ঞতা রাজ্যের মানুষের আছে। পূর্বতন তৃণমূল সরকার লাল রঙের পরিবর্তে রাজ্যে নীল বপন করেছিল। এখন রঙের রাজনীতি আরও জটিল এবং শঙ্কা উদ্রেককারী। ভয়ের রাজনীতির এই বার্তা বয়ে এসেছে শারদোৎসবেও।

প্রতিমার বরাত কমেছে বলে কুমোরটুলিতে হতাশা নেমে এসেছে। বুলডোজার হামলায় বহু হকার রুটিরুজি হারিয়েছেন। রাজনীতির প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়েছে সমাজ। তা ভেদ করে আলোকের ঝরনাধারা কবে ফের অন্ধকার ধুইয়ে দেবে, তা সকলের অজানা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সৃষ্ট অশান্ত পরিস্থিতির ঢেউ এরাজ্যে এখনও তীব্র বেগে আছড়ে না পড়লেও সরকারবিরোধী তরঙ্গ টের পাওয়া যাচ্ছে। সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের নাগরিকরা পূর্বতন শাসকদলকে সতর্কবার্তা দিতে চেয়েছিলেন।

তৃণমূল সরকারের বিবিধ অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে বাংলার নাগরিকরা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। আম নাগরিকের তৃণমূল বিরোধিতার সুফল লাভ করেছিল বিজেপি। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর বঙ্গ বিজেপি প্রজারঞ্জক শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারছে না। তাদের মূল কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে, পূর্বতন সরকারের প্রতি বিদ্বিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করে তদানীন্তন নেতা-মন্ত্রী এবং বিজেপি বিরোধীদের কাঠগড়ায় তোলা।

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান চালানো যে কোনও সরকারের কর্তব্য। কিন্তু সেটি যদি সরকারের মুখ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে রাজ্যের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাজ্যের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হলে অর্থনৈতিক রেখচিত্র ঊর্ধ্বগামী হওয়ার পরিবর্তে নিম্নগামী হয়। এই রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার প্রাকপর্বে বহু মানুষের ধারণা হয়েছিল, কেন্দ্র এবং রাজ্যে একই দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে রাজ্যের অর্থনীতি গতিশীল হবে।

প্রাক নির্বাচনি পর্বে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি বিজেপি দিয়েছিল, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখেছিলেন রাজ্যের নাগরিকরা। সরকার গঠিত হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যে নাগরিকদের সেই বিশ্বাসে চিড় ধরতে শুরু করেছে। নয়াদিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসকদলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় সরকারের প্রতি অবিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। বিজেপি বিরোধী প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে যুবসমাজ।

অভিযোগ উঠেছে, ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের ইচ্ছাকৃত গরমিলের কারণে বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি লাভবান হয়েছে। এই অভিযোগে বিদ্ধ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারও। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা সেই অভিযোগ নস্যাৎ করতে গিয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছেন, যা মোটেও কাম্য নয়। বাংলার মানুষের মনে শঙ্কা জাগছে, শাসকের রক্তচক্ষু হয়তো আরও ভয়াল হবে।

মহালয়ার সকালে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিকে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে নিশ্ছিদ্র দুর্গে পরিণত করেছিল, তা দেখে মনে হয়েছে, বিজেপি সরকার যাবতীয় বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে বদ্ধপরিকর। উন্নয়নের কর্মসূচি পালনে ব্যর্থতার অভিযোগে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যুবসমাজের ক্ষোভ ধূমায়িত হয়েছে। এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য রাখা উচিত, মানুষের ক্ষোভের কারণে উৎসবের রং যেন ফিকে না হয়। আদৌ তা হবে কি না, তা নিয়ে অবশ্য সংশয় থেকেই গেল।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

মগজধোলাইয়ের বিরুদ্ধে নতুন লড়াই

দিল্লির বিক্ষোভে ভোটার তালিকা ও প্রতিবাদের অধিকার নিয়ে মোদি সরকারের সামনে প্রশ্ন।

অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়

হাল্লার মন্ত্রী : 'বরফি, তোমার জাদুর যা বহর দেখছি, তোমার মেয়াদ আর কদ্দিন?'

বরফি তিন আঙুল দেখায়।

মন্ত্রী : 'তিনদিন?'

বরফি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। মন্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন, 'তা হলে তো আর সময় নেই। তুমিই আমার একমাত্র আশাভরসা। একটা শেষ খেল দেখাও ভাই!'

১৯৮০ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে'। রাজা ও প্রজার সম্পর্ক, ক্ষমতার দম্ভ এবং মগজধোলাইয়ের রাজনীতি নিয়ে এর চেয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ বাংলা ছবিতে বিরল। রাজার বশ্যতা স্বীকার করাতে বিজ্ঞানী বরফির তৈরি মগজধোলাই কক্ষের নাম কাকতালীয়ভাবে 'যন্তরমন্তর'। শেষ দৃশ্যে সেই কক্ষ থেকে বেরিয়েই প্রজাদের সম্মিলিত কণ্ঠে, 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান।' রাজা থেকে তাঁর স্তাবক, সকলকেই শেষপর্যন্ত নিজেদের কর্মফলে বলে উঠতে হয় 'দড়ি ধরে ...'।

১০ অক্টোবর, ২০২৬। কাট টু যন্তরমন্তর। ছবির নয়, রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক প্রতিবাদস্থল। মাত্র ছ'মাস আগে তৈরি ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) মহালয়ার দিন বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল। দাবি, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআর-এ অনিয়ম এবং নতুন ভোটারের নাম তোলার ফর্ম ৬-এ পরিবর্তন নিয়ে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ তুলেছে সংগঠনটি। কংগ্রেস, বাম দল, আম আদমি পার্টি, মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী দল ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরাও আন্দোলনে যোগ দেন। যে তরুণসমাজকে প্রধান বিচারপতি মাস সাতেক আগে একটি মামলায় আরশোলার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেই কটাক্ষের প্রতিবাদ থেকে জন্মেছে সিজেপি।

শনিবার বিক্ষোভের আগেই অবশ্য রাজধানী যেন দুর্গে পরিণত হয়। মাছি, থুড়ি, ছানা আরশোলারাও যাতে গলতে না পারে, সেজন্য নিরাপত্তার বহর ছিল চোখে পড়ার মতো। দিল্লি পুলিশ জনসমাগম ও আইনশৃঙ্খলার আশঙ্কার কথা জানিয়ে ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপ করে। ৯ অক্টোবর রাত থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ৪৫টি মেট্রো স্টেশনের প্রবেশ ও নির্গমন পথ বন্ধ রাখা হয়। নতুন দিল্লি ও হজরত নিজামুদ্দিন স্টেশন ঘিরে ট্রেন চলাচলেও বিধিনিষেধ জারি হয়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের হিসাবে, ১০ অক্টোবরের জন্য বহু ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। একটি নামী সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বাতিল ট্রেনের সংখ্যা ২৪৫। মধ্য দিল্লির কিছু এলাকায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ ছিল। হোটেল ও গেস্টহাউসে বুকিং নিয়ে পুলিশি সতর্কতা জারি হয়। কনট প্লেসের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন। খুচরো মদের দোকানও বন্ধ ছিল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে দিল্লি পুলিশকে প্রায় ২৩ হাজার কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশকর্মী মোতায়েনের জন্য দেওয়া হয়েছিল। যন্তরমন্তরে জমায়েত আটকে দিলেও দিল্লির অন্যত্রও ছোট ছোট প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ বহু আন্দোলনকারীকে আটক করে। রয়টার্সের হিসাবে, দিল্লিতে দুই হাজারের বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছিল। অন্য সংবাদমাধ্যমে সংখ্যাটি সাত হাজার দাবি করা হয়। সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে দিল্লি বিমানবন্দরের টারম্যাকেই আটক করা হয়। বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পিনারাই বিজয়ন এবং মানিক সরকার সহ একাধিক রাজনৈতিক নেতাকেও আটক করা হয়। বিজেপির দাবি, অশান্তি ঠেকাতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সংকুচিত হয়েছে।

সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া সাংবাদিকদের চলাফেরা নিয়েও বিধিনিষেধের অভিযোগ ওঠে। এই পদক্ষেপ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তরও উদ্বেগ জানায়। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং অর্থবহ সংলাপের আহ্বান জানানো হয়। জেনেভায় ভারতের মিশন পালটা জানায়, এ ধরনের মন্তব্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযথা হস্তক্ষেপ। প্রেস পরিচয়পত্র দৃশ্যমান রাখার নির্দেশ এবং বিক্ষোভ সরাসরি সম্প্রচার করলে ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশি সতর্কতার খবরও সামনে আসে। হোটেলে অতিথিদের পরিচয় যাচাই করা হয়। নিরাপত্তার নামে চলাচল, সংবাদ সংগ্রহ ও মতপ্রকাশ কতটা সীমিত করা যায়, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এর মধ্যে সিজেপি প্রধান দীপকের ঠাকুমার মৃত্যু হয়। দিল্লি পুলিশ জানায়, তাঁকে খবরটি জানানো হয়েছে এবং তিনি চাইলে শেষকৃত্যে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু দীপকের বাবা-মা রবিবার অভিযোগ করেন, তাঁরা ছেলেকে খবর দিতে পারেননি এবং পুলিশও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। শেষকৃত্যের জন্য পরিবারের অপেক্ষার খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ঘটনাটি আটক ব্যক্তির অধিকার এবং প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে নতুন প্রশ্ন তোলে। পরে আদালতে সিজেপির নেতাদের হাজির করা হলে তাঁদের মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়, শান্তি বজায় রাখার শর্তে।

এত কিছুর পরও যে প্রশ্নটির স্পষ্ট উত্তর মেলেনি, তা হল ভোটার তালিকা নিয়ে ওঠা অভিযোগ। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিশেষ নিবিড় সংশোধনে প্রায় ১৩ কোটি নাম বাদ পড়ার কথা সামনে এসেছে। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, মৃত, স্থানান্তরিত বা খুঁজে পাওয়া যায়নি এমন ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলেছে। বিরোধীদের অভিযোগ, এর ফলে বৈধ ভোটাররাও বাদ পড়েছেন। ফর্ম ৬-এ পরিবর্তন নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। ৫ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্ট জানায়, পরিবর্তিত ফর্ম ৬-কে তারা অনুমোদন করেনি এবং কে, কীভাবে পরিবর্তন করেছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য বলেছে, এসআইআর-এর জন্য অতিরিক্ত ঘোষণাপত্র যুক্ত করা হয়েছিল। তাই পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও একে অনিয়মের চূড়ান্ত প্রমাণ বলা যায় না। তবে স্বচ্ছ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

১০ এবং ১১ অক্টোবরের ঘটনাকে ঘিরে সুপ্রিম কোর্ট মেট্রো ও রেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা, ইন্টারনেট পরিষেবা আইন মেনে চালু রাখা এবং আইনসম্মত প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকে আটক না করার কথা বলেছে। আদালত বন্ধ স্টেশনগুলির প্রভাব ও বিধিনিষেধের বৈধতা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যাও চেয়েছে। শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার মৌলিক, যদিও জনশৃঙ্খলার স্বার্থে আইনসম্মত ও যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ থাকতে পারে। প্রশ্ন হল, সেদিনের ব্যবস্থাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কঠোর হয়ে উঠেছিল কি না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বা বিজেপির পদত্যাগ দাবি করেনি সিজেপি। তাদের দাবি মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ। তা হলে জ্ঞানেশ কুমারকে বাঁচাতে এত কঠোর নিরাপত্তা কেন? কমিশনের কাজ নিয়ম মেনেই হয়ে থাকলে, ভোটার তালিকার সংশোধন এবং ফর্ম ৬ নিয়ে প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দেওয়া হচ্ছে না কেন? আর ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক কি নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে আরও বৃহত্তর আলোচনার দাবি তোলে না? ভোটার তালিকার অভিযোগ আর ইভিএমে বিশেষ প্রোগ্রামিংয়ের অভিযোগ এক বিষয় নয়। কিন্তু এই দুটির কথা বিরোধী রাজনীতিকরা গত ২-৩ বছর ধরে বলে আসছেন। তা হলে কি তার সারবত্তা আছে?

১৯৪২ সালের ৮ অগাস্ট 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পরদিনই মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু সহ কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তবু আন্দোলন থেমে থাকেনি। বহু জায়গায় নেতৃত্বহীন অবস্থাতেই মানুষ প্রতিবাদ চালিয়ে গিয়েছিলেন। আজকের দিল্লি ১৯৪২-এর ভারত নয়, কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা প্রাসঙ্গিক। প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে জমায়েত ছত্রভঙ্গ করা যায়, মানুষের প্রশ্নকে চিরতরে থামানো যায় না।

'হীরক রাজার দেশে' শেষপর্যন্ত দড়িতে টান পড়েছিল। দিল্লির যন্তরমন্তরেও আরশোলারা বলছে, 'আরশোলারা মরে না।' এই ব্যঙ্গের ভেতরে রয়েছে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা, প্রতিবাদের অধিকার এবং প্রশাসনিক জবাবদিহির দাবি। সরকার এই আন্দোলনকে ব্যর্থ বলতেই পারে। কিন্তু শুধু বিক্ষোভকারীদের আটক করা বা শহরকে অবরুদ্ধ করে রাখা দিয়ে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। বা নিজেদের জয়ী বলা যায় না। এবার কি জ্ঞানেশ কুমার 'শেষ খেল' দেখাবেন, নাকি মগজধোলাই যন্ত্রের উলটপুরাণের কাউন্ট ডাউন শুরু হবে? গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীনরা নাগরিকের প্রশ্ন শোনার সাহস দেখাতে পারেননি। পারবেন কি? সেটাই অগ্নিপরীক্ষা।

(লেখক সাংবাদিক)

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লিতে অবরোধ চলাকালীন পুলিশের ধরপাকড়। রবিবার। - এএফপি

আজ

১৮৬৪ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি কামিনী রায়।

১৯২৪ শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

কোনও গণতান্ত্রিক দেশে কি এটা দেখা যায়? একজন সাধারণ নাগরিক, যিনি কোনও আইন ভাঙেননি, কেবল সত্যের পক্ষে সরব হয়েছেন, তাঁর বাড়িতে ঢুকে শোয়ার ঘর থেকে তাঁকে অপহরণ করা হচ্ছে, তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে মারপিট, হাতাহাতি করা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রে হতে পারে না। মোদি দেশে স্বৈরতন্ত্র চালু করেছেন। সোজা কথায়, অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। এসব জরুরি অবস্থার সময় হত। উত্তর কোরিয়ায় হয়। অন্তত ১৫ জন আমার উপর নজর রাখছেন, যাতে আমি বাড়ি থেকে বেরোতে না পারি। অঘোষিতভাবে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে আমাকে।

- ধ্রুব রাঠি

ভাইরাল/১

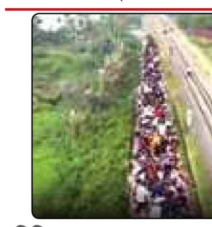

দিল্লির যন্তরমন্তরে 'ককরোচ জনতা পার্টি'র বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে কঠোর নিরাপত্তা জারি করে প্রশাসন। বাতিল হয় ২৫০-র বেশি ট্রেন। ঝুঁকি নিয়ে বহু যাত্রীকে মালগাড়ির ওপর উঠতে দেখা যায়।

ভাইরাল/২

ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ার ওয়াইল্ডলাইফ পার্কে ঘুরতে গিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। হঠাৎ একটি বাঘের সুরক্ষিত বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়েন। তাঁকে আক্রমণ করে বাঘটি। হামলায় গুরুতর আহত হন তিনি। উদ্ধার করা হলেও পরে মৃত্যু হয় তাঁর।

জনমন জনমত

গুরুত্ব পাক মানবিকতা

৮ অক্টোবর সন্ধ্যার অন্ধকারে জলদাপাড়ায় ধুমচি বনাঞ্চলের ছেকামারি কম্পার্টমেন্ট থেকে পথভ্রষ্ট জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারী ৭০ বছর বয়সি আদিবাসী বৃদ্ধা সুখমণি ওরাওঁকে হাতির পালের কবল থেকে উদ্ধার করে টহলরত বনকর্মীরা দৃষ্টান্তমূলক মানবিক কাজ করেছেন। তাঁদের সেলাম! এমন ঘটনা যেন অদূরভবিষ্যতে আর না ঘটে।

সেদিন জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে লাগোয়া বস্তির বাড়িতে ফিরতে ফিরতে বৃদ্ধার সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং তিনি জঙ্গলের ভেতরে পথ হারিয়ে দিগভ্রান্ত হয়ে অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকেন। ইতিমধ্যে হাতির দল বৃদ্ধার প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। ক্লান্ত, অবসন্ন ও দিগভ্রান্ত সুখমণি অবশেষে জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের টহলদার বনকর্মীদের গাড়ির সামনে পড়ে গেলে তাঁরা তৎপরতার সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে গাড়িতে তুলে নেন। এক হতদরিদ্র আদিবাসী কাঠকুড়ানি বৃদ্ধা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পান। বনকর্মীরা তাঁকে বস্তিতে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেন। ডুয়ার্সে বনের ওপর মানুষের নির্ভরতার এটি এক জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত!

সম্প্রতি গজলডোবায় হস্তীশাবক উদ্ধার যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল, জঙ্গল থেকে পথভ্রষ্ট এই বৃদ্ধাকে উদ্ধারের ঘটনাও তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অথচ এনিয়ে সংবাদমাধ্যমে সেভাবে সাড়া দেখলাম না। ছোটখাটো কত ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় হয়। অথচ এই বিষয়টা নিয়ে সেখানেও কাউকে মাতামাতি করতে দেখলাম না।

এই ঘটনায় এটিও প্রমাণিত হয় যে, বন সংলগ্ন আদিবাসী পরিবারের এক ৭০ বছর বয়সি বৃদ্ধাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আজও জ্বালানি সংগ্রহে গভীর অরণ্যে যেতে হয়। তাঁর জীবনের কোনও বিমা নেই, অথচ সংরক্ষিত অরণ্যে প্রবেশে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। তবে এই ঘটনায় সবচেয়ে প্রশংসনীয় বনকর্মীদের সক্রিয়তা। ঘটনাটি তেমন করে প্রচারে না আসায় যে কথাটি বলা প্রয়োজন তা হল, ডুয়ার্সে বা উত্তরবঙ্গে এখন বন্যপ্রাণের খবরের পাশাপাশি মানুষের খবরের গুরুত্বও সমানভাবে পাওয়া উচিত।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ধ্রুপদি ঐতিহ্যে নতুন ভাষার নির্মাতা

গ্রিক পুরাণ ও আধুনিক অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে অ্যান কার্সন গড়েছেন বিশ্বসাহিত্যে নিজস্ব সৃজনভাষা।

গৌতম গুহ রায়

সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা চলতি পথের বাইরে গিয়ে স্বতন্ত্র সৃজনের ভাষা তৈরি করেন, তাঁরাই অনেক সময় সমকালের গণ্ডি পেরিয়ে চিরকালীন হয়ে ওঠেন। ধ্রুপদি ঐতিহ্যের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নতুন বয়ান নির্মাণের এমনই এক ভাষাশিল্পী অ্যান কার্সন। ২০২৬ সালের সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন কানাডার এই কবি, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। সুইডিশ অ্যাকাডেমির ভাষায়, তাঁর সাহসী ও উদ্ভাবনী সাহিত্যকর্ম ধ্রুপদি ঐতিহ্যের সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ সংলাপের মধ্য দিয়ে সমকালীন সাহিত্যের জন্য নতুন রূপ সৃষ্টি করেছে। নোবেলের ইতিহাসে তিনি ১৯তম মহিলা সাহিত্যিক এবং অ্যালিস মুনরোর পর দ্বিতীয় কানাডীয় প্রাপক।

কার্সনের সৃষ্টিজগৎ একমাত্রিক নয়। কবিতা, গদ্য, অনুবাদ, সম্পাদনা ও দৃশ্যশিল্পের নানা উপাদান তাঁর লেখায় পাশাপাশি থাকে। ভাষা কীভাবে কাজ করে, তার সীমা কোথায়, অর্থহীন বলে মনে হওয়া উপাদানও কীভাবে নতুন তাৎপর্য পেতে পারে, তাঁর সাহিত্য সেই জিজ্ঞাসা নিয়ে এগোয়। ২০২৪ সালে প্রকাশিত 'রঙ নর্মা' সংকলন নিয়ে 'দ্য নেশন'-এ আলোচনায় এমিলি উইলসন দেখিয়েছেন, কার্সন প্রাচীন সাহিত্যের টুকরোর পাশে সমকালীন সংস্কৃতি এবং নিজের অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ রেখে স্বতন্ত্র বয়ান তৈরি করেন। 'রঙ নর্মা'তে প্লেটো, প্রুস্ত, শিল্পকলা, সাঁতার, চলচ্চিত্র, শোক, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ও প্রাণীজগতের মতো বিচিত্র বিষয়ও পাশাপাশি এসেছে। এখানে কোলাজ কেবল আঙ্গিক নয়, বিচ্ছিন্ন মনে হওয়া অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ খোঁজার পদ্ধতি। বাংলা সাহিত্যে এমন প্রচেষ্টা রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে শাহযাদ ফিরদাউসের 'অঙ্গুলিমাল' ও 'ব্যাস'-এর সঙ্গে এই প্রবণতার তুলনা করা যায়।

কার্সনের উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'ইরস দ্য বিটারসুইট', 'আটোবায়োগ্রাফি অফ রেড', 'মেন ইন দ্য অফ আওয়ার্স' এবং 'দ্য বিউটি অফ দ্য হাজবেন্ড'। 'আটোবায়োগ্রাফি অফ রেড'-এ গ্রিক পুরাণের গেরিয়নকে আধুনিক সময়ের চরিত্র করে তিনি প্রেম, একাকিত্ব, আকাঙ্ক্ষা ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন সামনে আনেন। 'নর্মা জিন বেকার অফ ট্রয়'-এ ট্রয়ের হেলেনের সঙ্গে হলিউডের মেরিলিন মনরোকে মিলিয়ে নতুন আখ্যান নির্মাণ করেন। ২০০২ সালে প্রকাশিত 'ইফ নট, উইন্টার' গ্রন্থে তিনি স্যাফোর গ্রিক কবিতার খণ্ডাংশ অনুবাদ করেন। স্যাফোর কবিতার অনুপস্থিত অংশের জন্যও ফাঁক ও বন্ধনী রেখে তিনি পাঠককে হারিয়ে যাওয়া শব্দের উপস্থিতি অনুভব করতে দেন। প্রাচীন সাহিত্য তাঁর কাছে অতীতের নিদর্শন নয়, বর্তমানকে দেখারও এক উপায়।

অ্যান প্যাট্রিসিয়া কার্সনের জন্ম ১৯৫০ সালের ২১ জুন, কানাডার টরন্টোয়। তিনি উত্তর আমেরিকার একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্রুপদি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন এবং বর্তমানে আইসল্যান্ডে থাকেন। ২০০০ সালে তিনি ম্যাকআর্থার ফেলোশিপ পান। ৮ অক্টোবর নোবেল পুরস্কারের খবর জানাতে সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তখন তিনি আইসল্যান্ডে ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে গ্রিক পুরাণ, দর্শন, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র, শোক, আকাঙ্ক্ষা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ বারবার ফিরে এসেছে। প্রাচীন ও আধুনিক, অর্থবহ ও অর্থহীন, গীতিধর্মী ও বিশ্লেষণী রীতির মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলাই তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত ঘরানার সহজ পথ এড়িয়ে বিচিত্র উপাদানকে পাশাপাশি রাখা তাঁর লেখার স্বাতন্ত্র্য।

ভারতের সঙ্গে কার্সনের ব্যক্তিগত স্মৃতির যোগ রয়েছে 'নক্স' গ্রন্থে। তাঁর ভাই মাইকেল কার্সন ১৯৭৯ সালে মাদক ব্যবসার মামলায় গ্রেপ্তার এড়াতে কানাডা ছেড়ে যান। পরবর্তী ২২ বছর ভুয়ো পাসপোর্টে ভারত ও ইউরোপে ঘুরে বেড়ান। ২০০০ সালে কোপেনহেগেন থেকে ফোন করে তিনি বোনের সঙ্গে দেখা করতে চান, কিন্তু সাক্ষাতের আগেই তাঁর মৃত্যুসংবাদ আসে। ২০১০ সালে প্রকাশিত 'নক্স' সেই হারিয়ে যাওয়া ভাইকে স্মরণ করে লেখা এক অভিনব গ্রন্থ। বাক্সের মধ্যে রাখা অ্যাকর্ডিয়ন ভাঁজের দীর্ঘ কাগজে সাজানো রয়েছে চিঠি, পারিবারিক ছবি, পোস্ট কার্ড, অনুবাদ ও স্মৃতির টুকরো। কাশ্মীরের হোটেলের স্টেশনারিও রয়েছে সেখানে। রোমান কবি ক্যাটুলাসের নিজের ভাইকে নিয়ে লেখা শোককবিতার অনুবাদও বইটির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। ব্যক্তিগত শোককে শিল্পের নতুন রূপ দেওয়ার মধ্যেই কার্সনের স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৭৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। জলের পোকা জোঁক ৪। কামারশালার যন্ত্র ৫। পোষা পাখি ৭। গুহা অথবা অন্ধকার জায়গাও হতে পারে ৮। মিহি ও নরম সুতির কাপড় ৯। জানলা বা খিড়কি ১১। প্রতিবছর হয় ১৩। পদ্মফুলের ডাঁটা ১৪। বিরাট রাজার শ্যালক ১৫। নিয়ন্ত্রণ।

উপর-নীচ : ১। রামায়ণে সীতার এবং সবার বাবা ২। পালকিবাহক অথবা সাধু ভাষার সর্বনাম পদ ৩। আসবাব বা উপকরণ ৬। ভালো মানুষ বা ভদ্রলোক ৯। বাটার জন্য যে মশলা বের করা হয়েছে ১০। উরুদেশ বা পায়ের হাড় ১১। গাছের ছাল ১২। লেখার সঙ্গে সম্পর্কিত।

সমাধান ■ ৪৫৭২

পাশাপাশি : ১। হাবিজাবি ৩। কত্থক ৫। কমলাকর ৭। তেপায়া ৯। অতসী ১১। চকমিলানো ১৪। মাসিক ১৫। কতবেল।

উপর-নীচ : ১। হাতেনাতে ২। বিপাক ৩। কপিলা ৪। কসুর ৬। কপোত ৮। পাচক ১০। সীতাফল ১১। চশমা ১২। মিশুক ১৩। নোলক।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৩১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৯৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাঠির মুখে ‘অপহরণ’

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : গুন্ডা পাঠিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে তোপ দাগলেন বিশিষ্ট ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি। বিজেপি-আরএসএসের কট্টর সমালোচক বলে পরিচিত এই ইউটিউবারকে রবিবার মুক্তি দেয় দিল্লি পুলিশ। তারপরই এক ভিডিওবার্তায় ধ্রুব রাঠি বলেন, ‘আমি যখন আমার বাড়িতে ঘুমোচ্ছিলাম, তখন ওরা কার্যত গুন্ডা পাঠিয়ে আমাকে অপহরণ করেছে।’ তিনি দাবি করেন, পুলিশ নয়, সাদা পোশাকের লোকজন আমাকে ধরতে এসেছিল। আমার মাকেও ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছিল তারা। শনিবার ককরোচ জনতা পার্টির যন্তরমন্তর ২.০ বিক্ষোভে তিনি যোগ দিতে পারেন সেই আশঙ্কায় ধ্রুব রাঠিকে তাঁর গুরুগ্রামের সেক্টর ৫৬-র বাড়ি থেকে আটক করা হয়। এদিকে তাঁর নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপি যে প্রশ্ন তুলেছে, তারও জবাব দিয়েছেন ধ্রুব রাঠি। ক্যামেরার সামনে নিজের ভারতীয় পাসপোর্ট দেখিয়ে তিনি বলেন, ‘আমার নাগরিকত্ব নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। এই আমার পাসপোর্ট। আমি ভারতীয় নাগরিক ছিলাম, আছি, থাকব। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। আর পাঁচজন সাধারণ নাগরিকের মতোই আমার অধিকার রয়েছে।’

মেট্রো সফরে মোদি-বিজয়

চেন্নাই, ১১ অক্টোবর : ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে শাসক এবং বিরোধী শিবিরের দুই সেনাপতির সঙ্গে বৈঠক সারলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোশেফ বিজয়। শনিবার চেন্নাইয়ে ছাত্রোঁ কি গুঞ্জ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিজয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরেছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। রবিবার চেন্নাই মেট্রো রেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পুনামালি বাইপাস-বড়াপলানি পর্যন্ত রুটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজয়ও। পরে দুজনে একসঙ্গে মেট্রো সফরও করেন। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ চেন্নাই আসেন মোদি। তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান বিজয়। এদিকে দিল্লিতে সিজেপির জ্ঞানেশবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যেই এদিন তামিলনাড়ুর তরুণদের ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিকশিত বানানোর বার্তা দেন মোদি। ‘উই উইল ডু ইট’ মন্ত্রে দেশের বিকাশ সাধনের কথাও বলেন তিনি।

নৌকা উলটে মৃত ১০৯

জিবুতি সিটি, ১১ অক্টোবর : উন্নত জীবনের আশায় সমুদ্রপথে পাড়ি দেওয়াই কাল হল। জিবুতি উপকূলে অভিবাসীবোঝাই নৌকা উলটে গিয়ে অন্তত ১০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় নিখোঁজ কমপক্ষে ১১৬ জন।

জানা গিয়েছে, ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী নিয়ে জিবুতি থেকে ইয়েমেনের পথে মাঝসমুদ্রে নৌকা উলটে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। এখনও পর্যন্ত ১০৯টি মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিখোঁজদের সন্ধানে তল্লাশি অভিযান চলছে। তবে সময় যত গড়াচ্ছে, নিখোঁজদের জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা ততই ক্ষীণ হচ্ছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে উন্নত ভবিষ্যৎ ও কাজের খোঁজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রপথে ইয়েমেন হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে পাড়ি দেন বহু মানুষ। অত্যন্ত বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর হাজার হাজার অভিবাসী এই পথে যাত্রা করেন।

শিশুর দেহ উদ্ধার

হায়দরাবাদ, ১১ অক্টোবর : আবাসনের ক্লাব হাউস সংলগ্ন জলাধারের পাশ থেকে উদ্ধার হল পাঁচ বছরের একটি শিশুকন্যার দেহ। তেলেঙ্গানার কোকুরের আবাসনে ঘটনা। শিশুটি বাবার সঙ্গে থাকত। বাবা পেশায় কৃষিবিজ্ঞানী। শনিবার কয়েকঘণ্টা নিখোঁজের পর রাত ৯টা নাগাদ তার দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক তদন্তে বিক্রম নামে এক নিরাপত্তারক্ষীকে মূল অভিযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে তাকে শিশুটির সঙ্গে দেখা গিয়েছে। পুলিশের অনুমান, বিক্রমই শিশুটিকে অপহরণ করে মুক্তিপণ হিসাবে ২০ লাখ টাকা দাবি করেছিল। অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ।

এক বিক্ষোভকারীকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। (নীচে) পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জন ব্রিটাসকে। রবিবার।

আজ ফের পথে ইন্ডিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : রাজপথের লড়াই থেকে আপাতত সরতে নারাজ বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) যন্তরমন্তর ২.০ অভিযান ঘিরে শনিবার থেকেই উত্তাল দিল্লি। নিরাপত্তার কড়াকড়ি সত্ত্বেও জ্ঞানেশ-বিরোধী বিক্ষোভে লাগাম পরাতে পারেনি দিল্লি পুলিশ। এবার ছাত্রযুবদের লড়াইয়ে সংহতি জানিয়ে সোমবার ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল, সমাবেশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্ডিয়া জোট। গত সপ্তাহে টানা তিন দিন ধরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের পর সোমবার আরও বড় জমায়েতের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিরোধী শিবির। এ বার শুধু সংসদ চত্বর বা যন্তরমন্তরের আশপাশে নয়, ইন্ডিয়া গেট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মিছিল করে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের কাছে স্মারকলিপি পেশ করার পরিকল্পনা নিয়েছে বিরোধী জোট। সূত্রের খবর, সোমবারের কর্মসূচিতে ইন্ডিয়া জোটের একাধিক দলের এমন নেতারাও যোগ দিতে পারেন, যাঁরা আগের আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন না। মল্লিকার্জুন খাড়গে, রাহুল গান্ধির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিলেশ যাদবও যোগ দিতে পারেন ওই কর্মসূচিতে।

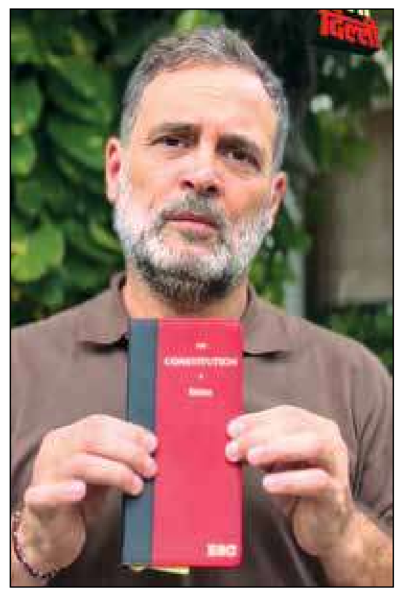

সোমবারের কর্মসূচির আগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সামাজিক মাধ্যমে আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘শনিবার দিল্লিতে দেশের তরুণ সমাজ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে পথে নেমেছিল। তাঁদের মনে ঘৃণা বা রাগ ছিল না, ছিল ভালোবাসা। অথচ তাঁদের পুলিশ এবং বিজেপির গুন্ডারা পিটিয়েছে। আমরা এই ভারত চাই না। আগামীকাল সোমবার আমরা ভারতীয় হিসেবে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মিছিল করব। দলমত, নারী-পুরুষ,জাতপাত, সমস্ত ভেদাভেদের দরজা পেরিয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে চলব। দেশের তরুণ সমাজ, সমস্ত বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, ভারতের সংবিধানের পাশে থাকা সমস্ত মানুষ আমাদের সঙ্গে হাঁটবেন।’ রাহুল বলেন, ‘আমরা দেশের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতির কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেব। আমাদের দাবি-ভোট চুরি বন্ধ হোক, এসআইআরের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হোক এবং জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করুন।’

রাহুলের সাফ কথা, ‘নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, অজিত দোভাল এবং মোহন ভাগবত ভারতের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখতে পারবেন না। এই কাপুরুষেরা আমাদের ভয় দেখাতে পারবেন না। তাঁদের পিছু হটতেই হবে। আমরা সবাই একসঙ্গে হাঁটব- ভালোবাসা, সৌভ্রাতৃত্ব এবং দেশপ্রেম নিয়ে। ভয় পাবেন না। কাল পুরো ভারত সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত মার্চ করবে।’ ইতিমধ্যেই সোমবার

> **নরেন্দ্র মোদি, অমিত শা, অজিত দোভাল এবং মোহন ভাগবত ভারতের কণ্ঠস্বর দাবিয়ে রাখতে পারবেন না। এই কাপুরুষেরা আমাদের ভয় দেখাতে পারবেন না। তাঁদের পিছু হটতেই হবে।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

বিকেল চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চেয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধি । কংগ্রেসের তরফে সরাসরি সিজেপির নাম নেওয়া হয়নি। তবুও দলীয় সূত্রে দাবি, ইন্ডিয়া জোটের অন্য সদস্যদের মারফত তাদের কাছেও বার্তা গিয়েছে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য।

রাষ্ট্রসংঘের উদ্বেগে অসন্তোষ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : ককরোচদের যন্তরমন্তর অভিযান দমনে দিল্লি পুলিশের গণহারে ধরপাকড়ের ঘটনায় রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর) যেভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তাতে অসন্তুষ্ট ভারত। নয়াদিল্লির তরফে কড়া ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ। অন্যান্য জায়গায় আর যে সমস্ত বিশালাকার প্রতিবাদ বিক্ষোভ চলছে সেগুলির দিকে বরং নজর দিক রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠানটি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের সচিব রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, ‘ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার সুরক্ষিত রয়েছে। বিচারব্যবস্থা এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের তত্ত্বাবধানে দেশের নাগরিকরা এই অধিকার ভোগ করেন, যা জনশৃঙ্খলার স্বার্থে কিছু যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণের অধীন। ওএইচসিএইচআর-এর উদ্বেগ সম্পূর্ণ অমূলক এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ।’ ওএইচসিএইচআর-কে নয়াদিল্লির পরামর্শ, নিজেদের নিরপেক্ষতা ও পক্ষপাতহীনতার নীতি বজায় রেখে রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থার উচিত অন্যত্র হওয়া বড় মাপের প্রতিবাদ-বিক্ষোভগুলোর প্রতিও সমান মনোযোগ দেওয়া।

> **ওএইচসিএইচআর-এর উদ্বেগ সম্পূর্ণ অমূলক এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ।**
>
> **রণধীর জয়সওয়াল**

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শনিবার অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কাদের মতো সিজেপি শীর্ষনেতাদের বিমান থেকে আটক করা হয়। ধ্রুব রাঠির মতো ইউটিউবারের পাশাপাশি আটক করা হয় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিনারাই বিজয়ন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মতো প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী নেতানেত্রীদেরও রেহাই দেয়নি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র পুলিশ। বেশ কিছু সাংবাদিককেও আটক করা হয়। এভাবে গণহারে আটকের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার দপ্তরের মুখপাত্র থামিন আল-খিতেন। তিনি জানান, দিল্লি ও তার আশেপাশের এলাকায় বিক্ষোভকারী, প্রতিবাদী নেতা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের গণহারে আটকের খবরে তাঁরা উদ্বিগ্ন।

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, ওএইচসিএইচআরের ডিরেক্টর ভোলকার টুর্ক এর আগে বাংলাদেশে শেখ হাসিনা বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়ও সেদেশের সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি হুমকি দিয়েছিলেন, ছাত্রদের বিক্ষোভে যদি বাংলাদেশ সেনা হস্তক্ষেপ করে তাহলে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিবাহিনীতে তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে।

পুলিশ-দীপকে বাগযুদ্ধ

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১১ অক্টোবর : ঠাকুমার প্রয়াণ এবং তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাগযুদ্ধে জড়াল দিল্লি পুলিশ ও সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তাঁর পরিবারের অভিযোগ ছিল, পুলিশি হেপাজতে থাকার কারণেই দীপকে তাঁর ঠাকুমার শেষকৃত্যে যোগ দিতে পারেননি। এই অভিযোগের জবাবে দিল্লি পুলিশ একটি ভিডিও প্রকাশ করে দাবি করেছে, ঠাকুমার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই এক আধিকারিক দীপকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শনিবার দীর্ঘ অসুস্থতার পর মহারাষ্ট্রের হিঙ্গোলিতে দীপকের ঠাকুমা সাবিত্রীবাই শঙ্কররাও দীপকে (৮৫) মারা যান। রবিবার তাঁর শেষকৃত্যে যোগ দিতে নিজের গ্রামের বাড়িতে যান অভিজিৎ।

দিল্লি পুলিশের জনসংযোগ কর্মকর্তা ডিসিপি নেহা যাদব জানান, ঠাকুমার মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত খবর দীপককেকে জানানোর পর পুলিশের তরফে সমস্ত মানবিক সাহায্য করার প্রস্তাব দেওয়া হয়।

দীপকে পালটা অভিযোগ করেছেন, বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর ফোন ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি এবং আইনজীবীর সাথে কথা বলতেও বাধা দেওয়া হয়েছে। দীপকে প্রশ্ন তোলেন, ‘আমাকে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ফোন ব্যবহার করে খুড়তুতো ভাইয়ের নম্বর নিতে দেওয়া হয়নি কেন? আমার আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধও ফিরিয়ে দেওয়া হল কেন?" তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, রবিবার রাত সাড়ে ৩টে নাগাদ পুলিশ তাঁকে বাবার কাছে ফোন করে বলতে বাধ্য করার চেষ্টা করে যে তিনি দীর্ঘদিনের জন্য জেলে যাচ্ছেন। দীপকের কথায়, যে মানুষটি মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে নিজের মাকে হারিয়েছেন, তাঁকে রাত সাড়ে ৩টেয় এই কথা বলে মানসিক অত্যাচার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মণিপুরে হিংসার বলি ৯

ইম্ফল, ১১ অক্টোবর : ফের হিংসা ছড়াল মণিপুরের পাহাড়ি জেলাগুলিতে। দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসার জেরে অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং শান্তি বজায় রাখার আবেদন করেছেন। নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে বলেও দাবি করেন তিনি। শুক্র এবং শনিবার কামজং, উখরুল এবং কাংপোকপি জেলায় হিংসা ছড়ায়। শুক্রবার রাতে ২২ বছরের এক তরুণীকে নাগা অধ্যুষিত কামজং জেলার কুকি অধ্যুষিত ছাসাড় গ্রামে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা হত্যা করে। ওই হত্যাকাণ্ডের পর কুকি এবং নাগা সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। নিরপরাধ নাগরিকদের হত্যা এবং হিংসার ঘটনার নিন্দা করেন মুখ্যমন্ত্রী। হিংসা ছড়াতেই অশান্ত এলাকাগুলিতে মোতায়েন করা হয় বিশাল সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একটি বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শান্তি ফেরাতে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি।

গর্ভবতীদের সুবিধা রেলে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : এবার থেকে অনলাইনে টিকিট বুক করার সময়েও গর্ভবতীরা অনায়াসে লোয়ার বার্থ বা নীচের আসন বুক করতে পারবেন। এতদিন পর্যন্ত এই সুবিধা পেতে গেলে রেলের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে অফলাইনে টিকিট কাটতে হত এবং সঙ্গে একজন নথিভুক্ত চিকিৎসকের দেওয়া প্রেগন্যান্সি সার্টিফিকেট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল।

সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে গর্ভবতী মহিলাদের জন্য অনলাইনে লোয়ার বার্থ বুকিংয়ের সুবিধা চালুর দাবি জানানো হয়। এরপরই গত ১৬ সেপ্টেম্বর রেলকে এই বিষয়ে নোটিশ পাঠায় আদালত। বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর রেল বোর্ড একটি নির্দেশিকায় জানিয়েছে, প্রবীণ নাগরিক এবং ৪৫ বছরের বেশি বয়সি মহিলাদের মতো এবার থেকে গর্ভবতী মহিলারাও অনলাইনে ‘কম্বাইন্ড লোয়ার বার্থ কোটা’-র সুবিধা পাবেন।

রামভক্তের বেশে খুদে। রবিবার অমৃতসরে।

খাইবার পাখতুনখোয়ায় জরুরি অবস্থা জারি

ইসলামাবাদ, ১১ অক্টোবর : আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি এবং সাংবিধানিক অচলাবস্থার কারণ দেখিয়ে উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে জরুরি অবস্থা জারি করল শাহবাজ শরিফের সরকার। রবিবার জারি করা এই নির্দেশিকার ফলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পরিচালিত প্রাদেশিক সরকার বরখাস্ত হল। বাড়তে থাকা সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণ দেখিয়ে প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি সংবিধানের জরুরি অবস্থার ধারা প্রয়োগ করে এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। এর ফলে প্রদেশটির প্রশাসনিক ও আইনি ক্ষমতা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে গেল। নির্দেশিকা অনুযায়ী, অবিলম্বে নিজেদের পদ ছাড়তে হবে মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদি সহ প্রাদেশিক সরকারের সমস্ত মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের।

কয়েকদিন ধরেই মুখ্যমন্ত্রী সোহেল আফ্রিদির নেতৃত্বে পিটিআই সমর্থকরা রাজধানী ইসলামাবাদের দিকে লং মার্চ করছেন। ২০২৩ থেকে দুর্নীতি সহ একাধিক মামলায় বন্দি ইমরান খানের মুক্তি এবং তাঁর চিকিৎসার দাবিতে এই আন্দোলন। রবিবার সাবি ইন্টারচেঞ্জে এই পদযাত্রায় বিপুল জমায়েতের ডাক দিয়েছিলেন আফ্রিদি। পিটিআই-এর সরকার বিরোধী বিশাল আন্দোলনের মাঝে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের আলোচনা ব্যর্থ হয়। তারপরই খাইবার পাখতুনখোয়ায় জরুরি অবস্থা জারির সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। পিটিআই নেতৃত্ব ইসলামাবাদের এই পদক্ষেপকে অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা করেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এর ফলে পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংঘাত ও অস্থিরতা আরও বাড়বে।

রিয়াধ বিমানবন্দরে হামলা, হত ১২

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কড়া নিন্দা করল ভারত। এই হামলায় অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ৩০০-র বেশি। সাধারণ মানুষ ও অসামরিক পরিকাঠামোর ওপর এহেন হামলা ‘সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য’ বলে রবিবার কড়া বার্তা দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

জানা গিয়েছে, রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩ এবং ৪ নম্বর টার্মিনাল লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র হামলাটি চালানো হয়। গত একদশকের বেশি সময়ের মধ্যে সৌদির মাটিতে এটিই সবচেয়ে বড় হামলা। নিহতদের মধ্যে চারজন সৌদি নাগরিক, দু-জন বাংলাদেশি এবং আমেরিকা, প্যালেস্তাইন, মিশর, জর্ডন, সিরিয়া ও সুদানের একজন করে নাগরিক

নিন্দা ভারতের

রয়েছেন। ঘটনার জেরে শনিবার ওই বিমানবন্দর থেকে সমস্ত উড়ানের পথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয় বিমান পরিষেবা।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘রিয়াধের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গত কয়েকদিনের ধারাবাহিক হামলা, বিশেষ করে ১০ অক্টোবরের কাপুরুষোচিত হামলার আমরা তীব্র নিন্দা করছি। সাধারণ মানুষের ওপর এই ধরনের আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।’ ভারতের তরফে সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেদেশের সরকার ও নাগরিকদের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করা হয়েছে। দ্রুত ওই অঞ্চলে শান্তি ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী ভারত।

এই হামলার নেপথ্যে ইয়েমেনের ইরান মদতপুষ্ট হুথি বিদ্রোহীদের দায়ী করেছে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে তৃতীয়বার রিয়াধ বিমানবন্দরে হামলা হল। গত জুলাইয়ে ইয়েমেন সরকারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই সৌদির বিমানবন্দর ও তেল শোধনাগারগুলিকে নিশানা করছে হুথিরা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, হামলার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে এবং খুব দ্রুত এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

‘ইউক্রেনের এবার নতুন প্রেসিডেন্ট দরকার’

পুতিনের সঙ্গে চুক্তির পর নিশানায় জেলেনস্কি

ওয়াশিংটন, ১১ অক্টোবর : রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তেল চুক্তির পর এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিশানায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ট্রাম্পের মতে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ব্যর্থ ইউক্রেনের শীর্ষনেতা। তাই সেদেশের নেতৃত্বে বদল আসা উচিত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, যুদ্ধ থামিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে রফাসূত্রে পৌঁছানোর জন্য ইউক্রেনের এবার একজন নতুন প্রেসিডেন্ট দরকার।

শনিবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, ওরা এমন একজন নতুন নেতা বেছে নিক, যিনি চুক্তি করতে পারবেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বর্তমান নেতা সেটা করে উঠতে পারছেন না।’ মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, ২০২২ সালে তিনি ক্ষমতায় থাকলে এই যুদ্ধ শুরুই হত না। ট্রাম্পের কথায়, ‘এই যুদ্ধ শুরু হওয়ার কোনও কারণই ছিল না। নেহাত অযোগ্যতার কারণেই এটা শুরু হয়েছে। আপনার দেশের (ইউক্রেন) ৩০ শতাংশ বেহাত হয়ে গিয়েছে। দু-পক্ষের ২০ লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। এই যুদ্ধ কখনওই

শুরু হওয়া উচিত হয়নি। আমার মনে হয়, ইউক্রেনের এবার নতুন প্রেসিডেন্ট খোঁজার সময় এসেছে।’

> **আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, ওরা এমন একজন নতুন নেতা বেছে নিক, যিনি চুক্তি করতে পারবেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বর্তমান নেতা সেটা করে উঠতে পারছেন না।**
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

সম্প্রতি মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে জ্বালানির দাম কমাতে রাশিয়ার ওপর থেকে যুদ্ধকালীন নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করেছে ওয়াশিংটন। মস্কোর সঙ্গে একটি ডিজেল চুক্তিও করেছেন ট্রাম্প। তাঁর পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। একে ‘দুর্বল সিদ্ধান্ত’ আখ্যা দিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, এমন কাজ আমেরিকার মতো অংশীদারের যোগ্য নয়। এক্স হ্যান্ডেলে জেলেনস্কি ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখেন, ‘ডিজেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার জন্য আজ জাপোরিঝিয়ায় সাধারণ মানুষের বাড়িঘরের ওপর পাঁচটি গ্লাইড বোমা ফেলে আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে রাশিয়া!’

জেলেনস্কির সমালোচনার ঠিক পরের দিনই পালটা হিসেবে ট্রাম্প ইউক্রেনে নেতৃত্ব বদলের ডাক দিলেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর ডিজেল চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। পুতিনের সঙ্গে আলোচনার পর ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, রাশিয়া অবিলম্বে আমেরিকা ও বিশ্ববাজারে ৩ লক্ষ টনের বেশি ডিজেল সরবরাহ করবে। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে ৫ লক্ষ টন এবং পরে আরও ১০ লক্ষ টন ডিজেল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মস্কো। ক্রেমলিনের তরফেও এই চুক্তির কথা স্বীকার করে জানানো হয়েছে, তারা বিশ্ববাজারে তেল ও তেলজাত সামগ্রী সরবরাহ করতে তৈরি।

‘চূড়ান্ত ভণ্ডামি’ তোপ মাস্কের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : ভারতে স্টারলিংকের প্রবেশ নিয়ে এলন মাস্ক এবং মুকেশ আম্বানির মধ্যে বাগযুদ্ধ চরমে। এবার আম্বানি অনুগামীদের কটাক্ষ করলেন মাস্ক। স্টারলিংককে ঠেকাতে আম্বানি-সমর্থকদের যুক্তিকে ‘চূড়ান্ত ভণ্ডামি এবং অতিরঞ্জন’ বলে কটাক্ষ করেছেন টেসলা-কর্তা।

এক্স হ্যান্ডেলে মাস্ক লিখেছেন, ‘একদিকে তাঁরা বলছেন যে ভারতে আম্বানির একচেটিয়া আধিপত্যের দৌলতে দেওয়া সস্তা ইন্টারনেটের সঙ্গে স্টারলিংক পাল্লা দিতে পারবে না, আবার একইসঙ্গে তাঁরাই দাবি করছেন যে স্টারলিংক একটি খুব শক্তিশালী প্রতিযোগী হতে পারে! এটা চূড়ান্ত ভণ্ডামি এবং অতিরঞ্জন।’

মাস্কের দাবি, স্টারলিংক বাজারে এলে প্রতিযোগিতার জেরে সাধারণ গ্রাহকরাই লাভবান হবেন। তিনি আরও বলেন, ‘আম্বানির মুনাফা হয়তো কিছুটা কমবে, কিন্তু তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে না। আর এটাও স্পষ্ট যে, স্টারলিংকের দাম বেশি হলে ভারতের কেউ তা কিনবেন না, ফলে স্পেস এক্স-কে বাধ্য হয়েই দাম সাধ্যের মধ্যে রাখতে হবে।’

মাস্কের আক্রমণের জবাব দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ তথা সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান নিশিকান্ত দুবে। তিনি জানান, ভারত একটি সার্বভৌম দেশ এবং সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনও চাপের মুখে তারা জাতীয় নিরাপত্তা নীতি বদলাবে না। দুবের মতে, স্টারলিংকের মতো বিদেশি সংস্থার উপস্থিতিতে ভারতের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি চিন্তিত।

ভূগোলে নম্বর তোলার কৌশল

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুললেই টেস্ট। মাধ্যমিক যদি ফাইনাল হয় তবে টেস্ট কিন্তু সেমিফাইনাল। ভূগোল বিষয়ে প্রস্তুতি যদি সঠিক হয় তবে মাধ্যমিকে ১০০ শতাংশ নম্বর পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি এবং তার সঠিক রূপায়ণ এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর পরিকল্পনা তৈরির শুরুতেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হবে প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নপত্রের রূপরেখা এবং নম্বর বিভাজন। সঙ্গে জেনে নিতে হবে কোন ধরনের প্রশ্নের জন্য কতটা উত্তর কীভাবে লেখা উচিত। আজকের আলোচনায় রইল সেই পরামর্শ।

পরিমল বর্মন, *শিক্ষক*
চিলকিরহাট কান্তেশ্বরী উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

মাধ্যমিকে ভূগোলে ভালো নম্বর পাওয়ার সহজ উপায় হল পয়েন্টভিত্তিক যথোপযুক্ত উত্তর লেখা এবং প্রয়োজনে চিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা। তোমাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী প্রশ্নের নম্বর আলোচনা করছি।

● **বিভাগ-'ক'**

প্রথমে বিভাগ 'ক'-তে ১৪টি এমসিকিউ (MCQ)-এর উত্তর লিখতে হবে যার প্রত্যেকটির মান ১ নম্বর। এমসিকিউ-এর ক্ষেত্রে পূর্ণ বাক্যে অথবা প্রশ্নের নম্বর লিখে শুধুমাত্র উত্তর লিখবে।

● **বিভাগ-'খ'**

এই বিভাগে ২.১ প্রশ্ন নম্বরে সাতটি শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ প্রশ্ন থাকবে যার মধ্যে উত্তর লিখতে হবে ছয়টি। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১। এক্ষেত্রে যদি কারও সঠিক উত্তর সম্পর্কে দ্বিধা থেকে যায় তাহলে সাতটি প্রশ্নের উত্তর লিখবে।

এরপর প্রশ্ন নম্বর ২.২-এ থাকছে শূন্যস্থান পূরণ। শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রেও ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে যেখানে থাকবে সাতটি প্রশ্ন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ১। শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রেও ছয়টি শূন্যস্থান পূর্ণ বাক্যে লিখে শূন্যস্থান পূরণ করবে। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন বেশি থাকবে।

প্রশ্ন নম্বর ২.৩-এ একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিতে হবে। এসএকিউ (SAQ)-এ একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দিতে হবে যেখানে প্রশ্ন থাকবে ৮টি এবং উত্তর করতে হবে ছয়টি। প্রশ্নমান ১।

এরপর প্রশ্ন নম্বর ২.৪-এ স্তম্ভ মেলাও অর্থাৎ ডানদিক এবং বামদিক মেলানো স্তম্ভ মেলাতে হবে। স্তম্ভ মেলানোর ক্ষেত্রে প্রথমে বামদিকের স্তম্ভ লিখবে তারপর ডানদিকে যেগুলি মিলবে সেগুলো পাশাপাশি লিখবে।

● **বিভাগ-'গ'**

এই বিভাগে ২ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটির উত্তর ভালোভাবে লিখতে পারবে এবং চিত্র অঙ্কন করা যায় সেই প্রশ্নের উত্তর লিখবে। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে তোমরা পয়েন্টভিত্তিক সংজ্ঞা বা কাকে বলে এবং তার সঙ্গে বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ বা চিত্র লিখে আসবে। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে করো পরীক্ষায় পর্যায়ন কাকে বলে প্রশ্ন এসেছে। তুমি পর্যায়নের সংজ্ঞা লেখার পর পর্যায়নের বৈশিষ্ট্য লিখবে এবং চিত্র অঙ্কন করবে। তাহলে দেখবে ফুল মার্কস নিশ্চিত অর্থাৎ টু মার্কসের মধ্যে টু মার্কস পেয়ে যাবে।

● **বিভাগ-'ঘ'**

এই বিভাগে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন থাকবে। আটটি প্রশ্নের মধ্যে উত্তর লিখতে হবে চারটির। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ৩। একটি বিকল্প প্রশ্ন থাকবে অথবা দিয়ে। ফুল মার্কস পাওয়ার জন্য তোমরা মূলত পার্থক্যধর্মী এবং বৈশিষ্ট্যধর্মী প্রশ্নগুলোকে প্রথমে বাছাই করবে। পার্থক্য লেখার ক্ষেত্রে বিষয় বা ভিত্তি অবশ্যই উল্লেখ করবে আর বৈশিষ্ট্য লেখার ক্ষেত্রে পয়েন্ট করে বৈশিষ্ট্যগুলি লিখবে। উভয় ক্ষেত্রেই চিত্র অঙ্কন করতে পারো। এছাড়া ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্ন লিখবে, সেক্ষেত্রে পয়েন্টভিত্তিক ব্যাখ্যা করবে, প্রয়োজনে পাশে একটি চিত্র অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করবে পুরো নম্বর পাওয়ার জন্য।

● **বিভাগ-'ঙ'**

এই বিভাগে রচনাধর্মী প্রশ্ন থাকবে। ৫.১ ও ৫.২ দুটি উপবিভাগে থাকবে। ৫.১-এ থাকবে প্রাকৃতিক ভূগোল এবং ৫.২-এ থাকবে ভারতের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল। প্রত্যেকটি উপবিভাগে চারটি করে প্রশ্ন থাকবে। যে কোনও দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের মান ৫ নম্বর।

৫ মার্কের প্রশ্ন বাছাই করা এবং ফুল মার্কস পাওয়ার টিপস বা কৌশল হল চিত্র দেওয়া যাবে এবং তুমি ভালোভাবে লিখতে পারবে এমন প্রশ্নগুলির উত্তর লিখবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর হবে পয়েন্টভিত্তিক এবং চিত্রধর্মী।

মাধ্যমিক ২০২৭

এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ধরো, পরীক্ষায় ভারতের ইক্ষু চাষের অথবা গম চাষের অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ পরীক্ষায় এসেছে। এই প্রশ্নটির উত্তরে তোমরা প্রথমে ভূমিকা লিখবে দুই লাইনের মধ্যে। এরপর প্রাকৃতিক অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশগুলি এবং ভারতের একটি মানচিত্র অঙ্কন করে ওই কৃষিজ ফসলের প্রধান উৎপাদিত অঞ্চলটি চিহ্নিত করবে। এভাবে লিখলে পুরো নম্বর পেতে সুবিধা হবে।

● **বিভাগ-'চ'**

এই বিভাগে ভারতের ম্যাপ পয়েন্টিং থাকবে। উপযুক্ত প্রতীক এবং নাম সহ ভারতের প্রাকৃতিক এবং ভারতের অর্থনৈতিক কিছু বিষয়ের ম্যাপ পয়েন্টিং থাকবে। প্রত্যেকটি ম্যাপ পয়েন্টিং-এর জন্য নির্ধারিত মার্কস-১। মোট ১০ নম্বরের ম্যাপ পয়েন্টিং-এর জন্য ১০টি ম্যাপ পয়েন্টিং থাকবে। প্রত্যেকটি ম্যাপ পয়েন্টিং উপযুক্ত প্রতীক এবং নাম সহ নির্দিষ্ট জায়গায় চিহ্নিত করতে হবে, তাহলে ফুল মার্কস পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সঠিক স্থান নির্বাচনের জন্য ১/২ এবং উপযুক্ত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারের জন্য ১/২ নম্বর মিলে প্রত্যেকটি ম্যাপ পয়েন্টিং-এর জন্য মোট এক নম্বর নির্ধারিত থাকে। ছাত্রছাত্রীদের বলব যে, একটু যত্ন সহকারে ধৈর্য ধরে পেন্সিল ও রাবার ব্যবহার করে ম্যাপ পয়েন্টিং করবে। ওভার রাইটিং না করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে ম্যাপ পয়েন্টিং করবে।

মনে করো পরীক্ষায় কারাকোরাম পর্বতশ্রেণি এসেছে এক্ষেত্রে ভারতের উত্তর সীমায় লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পর্বতের প্রতীকচিহ্ন ব্যবহার করে চিহ্নিত করবে, পাশে Arrow বা তীর চিহ্ন দিয়ে কারাকোরাম পর্বত নামটি লিখবে।

প্রয়োজনে তোমরা ইনডেক্স বা নির্দেশিকা তৈরি করে প্রতিটি বিষয়ের উপযুক্ত প্রতীকগুলি মানচিত্রের নীচের দিকে (অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের মধ্যে) একটি বক্স তৈরি করে দিতে পারলে খুব ভালো হবে।

টিকাকরণ সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

মন্দিরা সরকার, *শিক্ষক*
বিধাননগর সন্তোষিণী বিদ্যাচক্র হাইস্কুল, দার্জিলিং

1. প্রশ্ন : টিকা বা ভ্যাকসিন কথাটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
উত্তর : ল্যাটিন শব্দ Vacca (গোরু) থেকে।

2. প্রশ্ন : টিকাকরণ কাকে বলে?
উত্তর : নির্দিষ্ট রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য দেহে নির্দিষ্ট টিকা প্রদানকে টিকাকরণ বলে।

3. প্রশ্ন : টিকা কী দিয়ে তৈরি হয়?
উত্তর : মৃত বা দুর্বল জীবাণু বা তার দেহাংশ থেকে।

4. প্রশ্ন : টিকা শরীরে কী তৈরি করে?
উত্তর : অ্যান্টিবডি ও স্মৃতি কোষ (মেমরি কোষ)।

5. প্রশ্ন : OPV-র পুরো নাম কী?
উত্তর : ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন।

6. প্রশ্ন : বুস্টার ডোজ কাকে বলে?
উত্তর : বেশি অ্যান্টিবডি তৈরির জন্য প্রথম ডোজের পর নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে যে টিকা দেওয়া হয়।

7. প্রশ্ন : কম্বিনেশন ভ্যাকসিন কাকে বলে?
উত্তর : একাধিক অনাক্রম্যতা সৃষ্টিকারী বস্তু মিশিয়ে তৈরি টিকাকে। যেমন- DPT, MMR।

8. প্রশ্ন : টিকাকরণের প্রধান কাজ কী?
উত্তর : দেহে কৃত্রিম অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা।

9. প্রশ্ন : গুটিবসন্তের টিকা কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর : ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার।

10. প্রশ্ন : কত সালে গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কার হয়?
উত্তর : 1796 খ্রিস্টাব্দে।

11. প্রশ্ন : জেনার কার দেহে প্রথম গো-বসন্তের জীবাণু প্রবেশ করান?
উত্তর : 8 বছরের একটি শিশুর দেহে।

12. প্রশ্ন : জীবিত দুর্বলীকৃত টিকার উদাহরণ দাও।
উত্তর : MMR ও BCG টিকা।

13. প্রশ্ন : মৃত বা নিষ্ক্রিয় টিকার উদাহরণ দাও।
উত্তর : রেবিস ও হেপাটাইটিস A টিকা।

14. প্রশ্ন : টক্সয়েড টিকার উদাহরণ দাও।
উত্তর : টিটেনাস ও DPT টিকা।

15. প্রশ্ন : Hib কোন ধরনের টিকা?
উত্তর : সংযুক্ত বা কনজুগেট টিকা।

16. প্রশ্ন : কোভিশিল্ড কোন ধরনের টিকা?

নবম শ্রেণি
জীবনবিজ্ঞান

উত্তর : সাব-ইউনিট বা অংশ-একক টিকা।

17. প্রশ্ন : BCG কোন রোগ প্রতিরোধ করে?
উত্তর : যক্ষ্মা (টিউবারকিউলোসিস)।

18. প্রশ্ন : DPT কোন কোন রোগ প্রতিরোধ করে?
উত্তর : ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাস।

19. প্রশ্ন : MMR কোন কোন রোগ প্রতিরোধ করে?
উত্তর : মাম্পস, হাম (মিজেল) ও রুবেলা।

আলোচনায় বায়ু দূষণ ও অম্লবৃষ্টি

সংগীতা সাঁতরা, *শিক্ষক*
মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয় শিলিগুড়ি

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দূষণ বেড়েই চলেছে। বায়ু দূষণের অনেক কারণ রয়েছে। যেমন- শিল্পকারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়া, যেগুলিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রিক অক্সাইড বর্তমান। এছাড়াও গ্রিনহাউস গ্যাস এবং এসপিএম রয়েছে যা বায়ু দূষণ ঘটায়। এর ফলে অম্লবৃষ্টি হয়। কারণ- সালফার ডাইঅক্সাইড এবং নাইট্রিক অক্সাইড বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে,

মাধ্যমিক
জীবনবিজ্ঞান

নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন হয়। যখন বৃষ্টি হয় তখন এই বৃষ্টির সঙ্গে এই অ্যাসিডগুলোও মিশে যায়। ফলে অম্লবৃষ্টি হয়। এই অম্লবৃষ্টির ফলে তাজমহল, ভিক্টোরিয়ার মতো বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বায়ুদূষণের ফলাফল :

পুকুরের জলের অম্লতা বেড়ে যায়। এটি মাটি দূষণও ঘটায়। একই সঙ্গে এটি মানুষের ত্বকের জন্যও বিপজ্জনক। বায়ু দূষণের কারণে অ্যাজমা, ব্রংকাইটিসের মতো বিভিন্ন ধরনের রোগও হয়। কার্বন, সিলিকা, অ্যাসবেস্টস, অ্যারোসলের ক্ষুদ্র কণা ফুসফুসে প্রবেশ করে শ্বাসনালিকে প্রভাবিত করে।

প্রতিকার :

আমরা দূষণকারী পদার্থের ব্যবহার কমিয়ে, সিএফসি-র ব্যবহার কমিয়ে এবং যানবাহনের ক্ষেত্রে জ্বালানির পরিবর্তে বায়ো গ্যাস ব্যবহার করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে পারি। আমরা এমন ফিল্টার ব্যবহার করতে পারি যা কার্বন পরিস্রুত করে।

আরও বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। বাইরে প্রয়োজনে মাস্ক পরতে হবে।

যদি আমরা প্রকৃতির যত্ন না নিই এবং বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ যদি না করি তাহলে একদিন আমরা বিলুপ্ত হয়ে যাব এই পৃথিবী থেকে।

পড়ছি, শুনছি, দেখছি–কতটা বুঝতে চাইছি?

নির্মাল্য বিশ্বাস, *সহকারী অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়*

ডিজিটাল যুগে আমাদের পড়াশোনার ধরন ও মাধ্যম দুটোই বদলে গিয়েছে। কাগজের বইয়ের পাশাপাশি পাকাপোক্ত স্থান করে নিয়েছে ডিজিটাল বই, ঠিক যেভাবে একদা কালের নিয়মে স্টোন ট্যাবলেট, প্যাপিরাস ও তালপাতার পুঁথির বদলে আমাদের জ্ঞানচর্চার মূলস্রোত হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কাগজের পৃষ্ঠায় ছাপানো অক্ষর। সেইদিক থেকে দেখলে ছাপানো বই আর ই-বইয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য ও ব্যবহারগত কোনও বিরোধ নেই। যারা যে মাধ্যমে স্বচ্ছন্দ, তারা সে মাধ্যমে পড়ছে। কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত হয় যখন পড়ার মূল প্রক্রিয়াটার থেকেই আমরা সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকি। সময় কম দিতে থাকি।

আসলে গড়পড়তাভাবে আমরা আজকাল আর তেমন বইপত্র পড়ছি না। বলা যায়, পড়তে পারছি না। মনই বসছে না। বড় নাটক-নভেল তো দূরস্থান, একটা ম্যাগাজিনের প্রথম থেকে শেষ অবধি একনাগাড়ে পড়ে যেতেও আমাদের মনোযোগ হাল ছেড়ে দিচ্ছে। মিনিটখানেকের রিল বা শর্টস-এর ভিড়ে একটা দেড়-দুই ঘন্টার পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবিও একলপ্তে বসে দেখার মতো ধৈর্য আমাদের অনেকেরই আজকাল নেই। একেবারে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষারত যে বড় অংশটি, যাদের অনেকেই হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়ছে, আর বিশেষ করে ভাষা ও সাহিত্যের আঙিনায় পা রাখছে, তাদের একটা বড় অংশের মধ্যেও এই উপসর্গ বহুদিন ধরেই লক্ষ করা গিয়েছে। ছোট ছোট হজমি গুলির মতো করে 'সামারি' বা সারাংশ দেখে নেওয়া, কখনো-কখনো সেটুকুও এড়িয়ে যাওয়া, পরিশেষে পরীক্ষায় উতরে যাওয়া এবং পরবর্তী স্তরেও সেই একই অসুখের পুনরাবৃত্তি। এই সমস্যা সর্বগ্রাসী ও এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী।

আমাদের চারপাশে অনবরত ক্ষেপণাস্ত্রের মতো আছড়ে পড়ছে নানা তথ্য। ব্রেকিং নিউজ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার ফিডে একটার পর একটা তথ্য আমরা ক্রমেই গিলে চলেছি, কিন্তু হজম করতে পারছি কি! কোনও একটা বিষয় নিয়ে কি আলাদাভাবে ভাবতে পারছি? সেটাকে আরও পাঁচটা তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কি একটা সামগ্রিক রূপ দিতে পারছি? কোনও নিজস্ব মতামত কি আদৌ তৈরি হচ্ছে, নাকি আর পাঁচজন যা বলছে যা করছে, সেটাকেই অনুকরণ করে চলেছি? তথ্যের এই চিন্তাহীন গলাধঃকরণই একদিক থেকে আমাদের দৈনন্দিন অমনোযোগের পিছনে একটা বড় কারণ। ফলত যে কোনও ধরনের সময়সাপেক্ষ কাজেই আমাদের উৎসাহের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। সাহিত্য পড়ার অভ্যাসও যার মধ্যে একটা। আবার অন্যভাবে বললে, সাহিত্য পড়ার এই অনভ্যাসই হয়তো এই ঘাটতির পেছনে অনুঘটকের কাজ করছে।

কোনও একটা বিষয় নিয়ে কি আলাদাভাবে ভাবতে পারছি? সেটাকে আরও পাঁচটা তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কি একটা সামগ্রিক রূপ দিতে পারছি? কোনও নিজস্ব মতামত কি আদৌ তৈরি হচ্ছে, নাকি আর পাঁচজন যা বলছে যা করছে, সেটাকেই অনুকরণ করে চলেছি? তথ্যের এই চিন্তাহীন গলাধঃকরণই একদিক থেকে আমাদের দৈনন্দিন অমনোযোগের পিছনে একটা বড় কারণ।

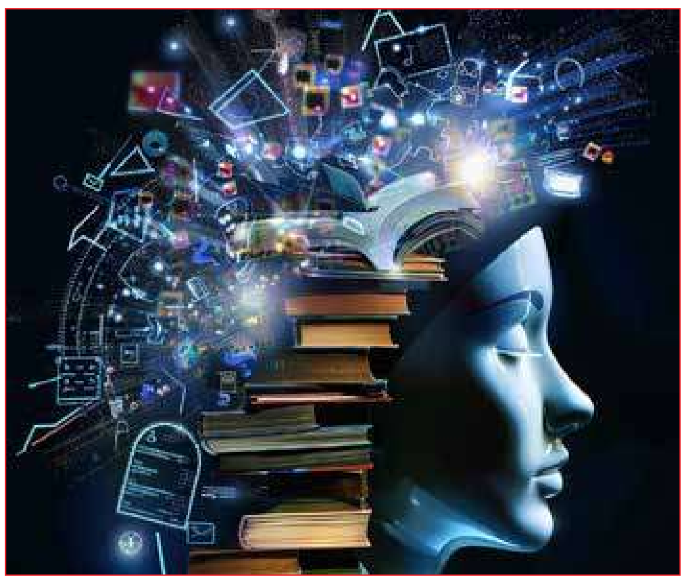

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে কবি টিএস এলিয়ট আক্ষেপ করে গিয়েছিলেন– 'জীবনযাপনে যে জীবন হারিয়ে গিয়েছে, তা কোথায় আছে? জ্ঞানের ভিড়ে যে প্রজ্ঞা হারিয়ে গিয়েছে, তা কোথায় আছে? তথ্যের ভিড়ে যে জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছে, তা কোথায় আছে?' একজন মানুষের কাছে তথ্য থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে বোধ, বোধ থেকে অন্তর্দৃষ্টি, আর সবশেষে প্রজ্ঞায় পৌঁছানোর পথ ঝটিকা সফরের মতো তাৎক্ষণিকও নয়, আর মহাসড়কের মতো প্রশস্তও নয়, বরং অনেক পাকদণ্ডী মিলে তৈরি হওয়া একটা আবছায়া মেঠো পথ যেখানে অনিয়ন্ত্রিত গতির চাইতে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপেই সাফল্য মেলে। সাহিত্য-শিল্পের নিবিড় ও দীর্ঘকালীন পাঠ আমাদের ভেতরে যে নৈতিক ও মানবিক বোধগুলোকে জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করে, সেটাও এই পথচলারই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রশ্নোত্তরে কর্মসংস্থানযোগ্য দক্ষতা

শুভজিৎ বর্দ্ধন, *বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষক, আইটি/আইটিইএস*
শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল

পূর্ব প্রকাশের পর

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SKILLS (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দক্ষতা)

A. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. Spreadsheet-এ তথ্য প্রবেশ করানোর সঠিক ধাপ কোনটি?
(a) তথ্য টাইপ করুন, Cell-এ ক্লিক করুন এবং Enter চাপুন।
(b) Cell-এ ক্লিক করুন, তথ্য টাইপ করুন এবং Enter চাপুন।
(c) Enter চাপুন, Cell-এ ক্লিক করুন এবং তথ্য টাইপ করুন।
(d) Cell-এ ক্লিক করুন, Enter চাপুন এবং তথ্য টাইপ করুন।

2. Spreadsheet-এ সম্পূর্ণ Worksheet নির্বাচন করতে কী করবেন?
(a) File ট্যাবে ক্লিক করে তালিকা থেকে Properties নির্বাচন করবেন।
(b) ধূসর Row Heading-এ ক্লিক করবেন।
(c) Spreadsheet-এর উপরের বাম কোণের ধূসর আয়তক্ষেত্রে ক্লিক করবেন।
(d) ধূসর Column Heading-এ ক্লিক করবেন।

উচ্চমাধ্যমিক বৃত্তিমূলক বিষয়

উত্তর : 1. (b) Cell-এ ক্লিক করুন, তথ্য টাইপ করুন এবং Enter চাপুন।
2. (c) Spreadsheet-এর উপরের বাম কোণের ধূসর আয়তক্ষেত্রে ক্লিক করবেন।

B. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. একটি Cell-এ সংখ্যার ডিফল্ট Alignment কী?
(a) Left aligned
(b) Right aligned
(c) Center aligned
(d) Randomly aligned

2. 'ডিফল্টভাবে Cell-এর Text বামদিকে aligned থাকে।' এই বক্তব্যটি সত্য না মিথ্যা?
(a) সত্য
(b) মিথ্যা

3. Spreadsheet-এ Text Underline করার Shortcut Key কোনটি?
(a) Ctrl+B
(b) Ctrl+I
(c) Ctrl+L
(d) Ctrl+U

4. Spreadsheet-এ যোগ করার জন্য কোন বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করা হয়?
(a) Format option
(b) Charts
(c) Graphs
(d) Formula

5. নীচের কোন চিহ্নটি Formula নির্দেশ করে?
(a) +
(b) /
(c) =
(d) +

উত্তর :
1. (b) Right aligned
2. (a) সত্য
3. (d) Ctrl+U
4. (d) Formula
5. (d) =

C. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. Data Sort করার জন্য কোন Menu Option ব্যবহার করবেন?
(a) Tools
(b) Data
(c) Format
(d) View

2. মি. গুপ্তর দোকানে 500টি পণ্যের একটি Spreadsheet তালিকা রয়েছে। একজন গ্রাহক একটি নির্দিষ্ট পণ্য চান। দ্রুত পণ্যটি খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনি কীভাবে Data সাজাবেন?
(a) Filter প্রয়োগ করবেন।
(b) Data Sort করবেন।
(c) Password ব্যবহার করবেন।
(d) Data Format করবেন।

3. মি. ভার্মা অফিসে অন্য সহকর্মীদের সঙ্গে Computer ব্যবহার করেন। তিনি চান না যে কেউ তাঁর Computer-এ সংরক্ষিত আর্থিক তথ্য দেখুক। তিনি কী করবেন?
(a) Computer-টি একটি আলমারিতে তালাবদ্ধ করবেন।
(b) Computer-এর Password পরিবর্তন করবেন যাতে কেউ এটি ব্যবহার করতে না পারে।
(c) Financial Data Sheet-এ Password প্রয়োগ করবেন।
(d) কিছুই করবেন না এবং আশা করবেন কেউ এটি খুলবে না।

উত্তর : 1. (b) Data
2. (a) Filter প্রয়োগ করবেন।
3. (c) Financial Data Sheet-এ Password প্রয়োগ করবেন।

D. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. আপনার গ্রীষ্মকালীন ছুটির প্রকল্প হল কীভাবে Biogas তৈরি করা যায়। আপনি অনেক গবেষণা করেছেন, Biogas Plant-এর ছবি তুলেছেন এবং Biogas ব্যবহার করেন এমন মানুষের ভিডিও করেছেন। এখন আপনাকে ক্লাসের সামনে একটি Presentation দিতে হবে। আপনি কী ব্যবহার করবেন?
(a) Chart paper
(b) Word document
(c) Presentation software
(d) Spreadsheet

2. Impress চালানোর জন্য Computer-এ কী Install করতে হবে?
(a) Google
(b) Microsoft Office
(c) LibreOffice
(d) Apple iOS

3. LibreOffice Impress-এর Default Title Slide Layout-এ কতগুলি Text Placeholder থাকে?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4

উত্তর : 1. (c) Presentation software
2. (c) LibreOffice
3. (b) 2

E. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. Presentation Save করার সঠিক ধাপ কোনটি?
(a) File > Save As > Type file name > Save
(b) File > Open > File name > Open
(c) File > Template > Save as Template
(d) File > Close > Save > OK

2. Presentation Close করার সঠিক ধাপ কোনটি?
(a) File > Save As > Type file name > Save
(b) File > Exit
(c) File > Close
(d) File > Export

3. Presentation Print করার সঠিক ধাপ কোনটি?
(a) File > Print
(b) File > Print > Handout
(c) File > Print > Handout > OK
(d) File > OK

উত্তর : 1. (a) File > Save As > Type file name > Save
2. (c) File > Close
3. (a) File > Print

F. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

1. একটি Slide Insert করতে কোন Menu Option ব্যবহার করবেন?
(a) Edit
(b) Insert
(c) Slide
(d) Tools

2. সাধারণত একটি Slide-এর Title কীভাবে Align করা হয়?
(a) Left
(b) Right
(c) Center
(d) Justify

উত্তর : 1. (b) Insert
2. (c) Center

আমার শহর

ছোট্ট তারা
রিয়া দাস ইসলামপুর মিডল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা এই পড়ুয়া খুব ভালো আবৃত্তি করে।

গাড়ি থামিয়ে চাঁদা আদায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : মহালয়া পেরোতেই শহর শিলিগুড়িতে রবিবার আনন্দমুখর আবহের মধ্যেই বিভিন্ন রাস্তায় দেখা গেল চাঁদার জুলুমবাজি। রাস্তায় চলাচলকারী টোটো ও গাড়ি দাঁড় করিয়ে রসিদ দেখিয়ে নেওয়া হল টাকা। কোনও কোনও জায়গায় প্রতিবাদ করতেই পালটা চাঁদা আদায়কারীদের বলতে শোনা গেল, 'এই রাস্তা দিয়েই আপনাদের যেতে-আসতে হবে। পরে কোনও সমস্যায় পড়লে তখন আর আলাদা করে কিছু বলতে পারবেন না।' জংশন রেল ওভারব্রিজ সংলগ্ন ওল্ড মাটিগাড়া রোডের রাস্তা থেকে শুরু করে চতুর্থ মহানন্দা সেতু সংলগ্ন ঝংকার মোড়ে যাওয়ার রাস্তায় দিনভর এই ছবি ধরা পড়ল।

কোথাও গাড়ি ও টোটোপ্রতি নেওয়া হল একশো টাকা, কোথাও পঞ্চাশ টাকা। টাকা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে এসে এক টোটোচালক নৃপেন রায়কে বলতে শোনা গেল, 'এভাবে রাস্তা থেকে যদি টাকা নেওয়া শুরু হয়, তাহলে আমরা কোথায় যাব? টাকা না দিলে তো আমি বিপদে পড়বই, যাত্রীরাও বিপদে পড়বে।' জংশন রেল ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওল্ড মাটিগাড়া রোডের টার্নিংয়ের মুখেই এদিন দুপুর থেকে হাজির ছিলেন কয়েকজন তরুণ। প্রত্যেকের হাতেই ছিল স্থানীয় রেল কলোনি এলাকার একটি পুজোর রসিদ বই। টার্নিংয়ের সময় একে একে টোটো ও যাত্রীবাহী গাড়ি ধীর হতেই তাঁরা দাঁড়িয়ে যাচ্ছিলেন রাস্তার সামনে। এরপর গাড়ি ঘিরে তোলা হচ্ছিল টাকা। তাঁদের এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করার সময় রাস্তার ওপর নজর রাখছিলেন তাঁদেরই এক সদস্য।

শিলিগুড়িতে টোটো থামিয়ে চাঁদা আদায় চলছে। রবিবার।

এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এভাবে ছবি তুলছেন কেন?' পালটা প্রশ্ন করা হল, 'এভাবে চাঁদা তোলারই বা কারণ কী রয়েছে?' ছবি না তোলার হুঁশিয়ারি দিয়ে অবশ্য ওই তরুণ ইতিমধ্যেই আটকানো একটি যাত্রীবোঝাই টোটোর সামনে চলে যান। একই দৃশ্য দেখা গেল শালুগাড়া সংলগ্ন কালচক্র রোডের কাছেও। পাহাড়গামী যাত্রীবাহী গাড়ি একের পর এক ওই রাস্তায় ঢুকতেই বাধা হয়ে দাঁড়ালেন কয়েকজন তরুণ। গাড়িপ্রতি দাবি করা হল পঞ্চাশ টাকা। টাকা দিয়ে এগিয়ে আসার পর এক গাড়িচালক বলছিলেন, 'ঝামেলায় আর কে পড়তে চায়?'

ঝংকার মোড় দিয়ে চতুর্থ মহানন্দা সেতুর দিকেও এদিন দুপুরে সুযোগ বুঝে দেদারে টোটো দাঁড় করিয়ে টাকা তুলতে দেখা গিয়েছে কয়েকজন তরুণকে। প্রশাসনের নজর এড়ানোর জন্য তাঁরা সংলগ্ন একটি গলির মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুযোগ বুঝে ওই রাস্তা দিয়ে চলা টোটো দাঁড় করাতে দেখা গিয়েছে। এদিন জংশন রেল ওভারব্রিজ থেকে বেরিয়ে ওল্ড মাটিগাড়া রোডের দিকে টার্নিংয়ের সময় তরুণদের খপ্পরে পড়া টোটোর যাত্রীদের মধ্যে মানসী হালদার বলে উঠলেন, 'এভাবে যদি রাস্তায় বেরিয়ে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়, তাহলে তো পুজো শুরুর আগে পর্যন্ত আর বের হওয়াই যাবে না।' পুলিশের এক পদস্থ কর্তার বক্তব্য, 'সব দিকে নজরদারি রাখা হচ্ছে। এরকম কেউ করে থাকলে, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

স্মরণসভা

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : পথ দুর্ঘটনায় গত ৪ অক্টোবর মৃত্যু হয় শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার পুত্র অভিষেক সাহার। অভিষেকের স্মরণে এদিন কলেজপাড়ায় বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবে একটি শোকসভার আয়োজন করা হয়। সভায় অভিষেকের পরিবার, বন্ধুদের পাশাপাশি শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী সহ রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। অভিষেকের স্মরণে এদিন অনেকেই বক্তব্য রাখেন শোকসভায়।

মেধা অন্বেষণ

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের জন্য হয়ে গেল মেধা উৎকর্ষ অভিযান-২০২৬। রাজ্যের দেড় লক্ষ পড়ুয়া পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। দার্জিলিং জেলা থেকে ২৫৭ জন পরীক্ষার্থী নীলনলিনী বিদ্যামন্দির প্রাথমিক স্কুল, বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন প্রাথমিক স্কুল ও ফুলবাড়ি টি স্টেট প্রাথমিক স্কুলে পরীক্ষা দিয়েছে বলে সমিতির দার্জিলিং জেলার সম্পাদক অনির্বাণ দাস জানান।

বাড়ির পুজোয় ব্যস্ত গৌতম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : তখন তিনি রাজ্যের মন্ত্রী। শুরু করলেন বাড়ির দুর্গাপুজো। খুব বেশি নয়, মাত্র বছর ছয়েক আগের কথা। এক সময় বাড়িতে সন্ধিপুজো হত। যদিও তাঁর বাবার তত্ত্বাবধানে চলা সেই সন্ধিপুজো মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়। তাতে অবশ্য মন কিছুটা ভারাক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু দমেননি তিনি। এই পরিস্থিতিতে ২০২০ সালে বাড়িতে দশভুজার প্রতিমা অধিষ্ঠিত হয়। সেই বছরই বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন শুরু করেন গৌতম দেব।

তৎকালীন মন্ত্রীর তখন ফুরসত কম। ফলে ইচ্ছে থাকলেও কর্মব্যস্ততার জেরে নিজে হাতে পুজোর আয়োজন সারার কোনও সুযোগ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই লোকজনের ওপরই ভরসা করে বাড়ির পুজোর আয়োজন সারতে হত। যদিও এবার অবশ্য বাড়ির পুজোর আয়োজনের সিংহভাগ কাজ নিজেই সামলে চলেছেন। গৌতমের কথায়, 'বিশেষ আড়ম্বর না থাকলেও পুজোর আয়োজনে কোনও ত্রুটি থাকে না। অন্যান্য বছর কর্মব্যস্ততার জন্য পুজোর আয়োজনে সেভাবে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এবার শুরু থেকেই পুজোর আয়োজনের তদারকি করছি।'

প্রথমবার বাড়ির সিংহাসনে থাকা পাথরের মূর্তিতে পুজো হলেও গৌতম-কন্যা অবশ্য খুব একটা খুশি ছিলেন না। তাঁর আবদার ছিল পুজো হবে মূর্তি দিয়েই। মেয়ের সেই আবদার ফেলে দিতে পারেননি গৌতম। সেইমতো পরের বছর থেকে মূর্তি এনেই পুজোর রীতি প্রচলন হয়। এবারও তার অন্যথা হয়নি। এবারও বাড়ির ছাদে পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে কুমোরটুলিতে প্রতিমার বায়না দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন হবে। গৌতম-পত্নী শুক্লা দেব বরণ করে দেবীকে আসনে বসাবেন। বাড়ির পুজোয় কোনও কার্পণ্য না থাকলেও আমন্ত্রিতদের তালিকা একেবারেই ছোট। শুরু থেকেই তালিকায় বাড়ির লোকজনই প্রাধান্য পেয়ে আসছেন।

রাজ্যে পালাবদলের পর গৌতম মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ানোয় ব্যস্ততা এবার অনেকটাই কমে গিয়েছে।

ছাদের ওপর তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ।

যদিও এবছরও প্রায় ২৫টি পুজো কমিটির তরফে উদ্বোধক ও অতিথি হিসেবে ডাক পেয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। ক্লাব কর্তৃপক্ষগুলির ডাকে সাড়া দিয়ে উদ্বোধনী পর্বে যোগ দেবেন গৌতম। তবে এবার তাঁর কেন্দ্রবিন্দু বাড়ির পুজো। প্রাক্তন মেয়র বলছিলেন, 'পুজোর ক'দিন স্ত্রী ও দুই সন্তানের সঙ্গেই বাড়িতেই থাকব। অন্যান্য বছর দায়িত্ব পালনের গেরোয় তাতে কিছুটা ভাটা পড়লেও এবার পুরো সময়টা পরিবারের সঙ্গেই কাটাব।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩৩

উত্তরবঙ্গের সাত জেলার

প্রাথমিক পর্বে নির্বাচিত পুজোর তালিকা

দার্জিলিং

শিলিগুড়ি : ● জাতীয় শক্তি সংঘ, চম্পাসারি মেন রোড ● কাওয়াখালি জনকল্যাণ সংঘ দুর্গাপূজা কমিটি, সুশ্রুতনগর, কাওয়াখালি ● সুশ্রুতনগর নবযুবক সংঘ, মেডিকেল অঞ্চল মোড় ● উইনার্স ক্লাব শ্রী মা সরণি, নবগ্রাম ● ক্ষণিক সংঘ, দক্ষিণ ভারতনগর ● বটতলা পূজা কমিটি, ফুলবাড়িহাট ● শিলিগুড়ি সংঘশ্রী, কবিগুরু সরণি ● কলেজপাড়া পূজা কমিটি, আশুতোষ মুখার্জি রোড ● তরুণ সংঘ (মহিলাবৃন্দ), সুভাষপল্লি (দক্ষিণ) ● নবোদয় সংঘ, এ পি সি সরণি, দেশবন্ধুপাড়া ● রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব, রথখোলা ● সেন্ট্রাল কলোনি দুর্গাপূজা কমিটি, এ ডি আর এম অফিস সংলগ্ন মাঠ ● মিত্র সম্মিলনী, হিলকার্ট রোড ● দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব, দেশবন্ধুপাড়া ● উত্তরায়ণ সার্বজনীন দুর্গাপূজা, উত্তরায়ণ ● সূর্যনগর সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, মহিলা কলেজের পাশের মাঠ ● শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘ, রবীন্দ্রনগর ● মিলনপল্লি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, এস এফ রোড ● শক্তিগড় সার্বজনীন পুজো কমিটি, শক্তিগড়, রোড নং ৩ ● সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, নেতাজি সুভাষ রোড, সুভাষপল্লি ● রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ, পানিট্যাঙ্কি মোড় ● শিলিগুড়ি সুকান্ত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব, সুকান্তনগর অটোস্ট্যান্ড ● ভারতনগর অ্যাথলেটিক ক্লাব, দক্ষিণ ভারতনগর ● শিলিগুড়ি বান্ধব সংঘ, এ জে সি বোস রোড, সুভাষপল্লি ● স্বস্তিকা যুবক সংঘ, মহানন্দাপাড়া ● সুব্রত সংঘ, দেশবন্ধুপাড়া

শিবমন্দির : ● সারদাপল্লি উন্নয়ন সমিতি, মেডিকেল মোড়

বাগডোগরা : ● বাগডোগরা হাটখোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, হাটখোলা ময়দান ● বিহার মোড় সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, রেল ময়দান, বিহার মোড় ● লোয়ার বাগডোগরা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, চিত্তরঞ্জন উচ্চবিদ্যালয় মাঠ

খড়িবাড়ি : ● পাবলিক স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাতাসি ● যুব সম্প্রদায়, কদমতলা খড়িবাড়ি, খড়িবাড়ি ● খড়িবাড়ি সবুজ ওয়েলফেয়ার সংঘ, খড়িবাড়ি এইচ এস স্কুলের কাছে

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি : ● ওল্ড পুলিশ লাইন দুর্গাপূজা কমিটি, ওল্ড পুলিশ লাইন ● জলপাইগুড়ি দিশারী, দেশবন্ধুপাড়া ● তরুণ দল ক্লাব ও পাঠাগার, নিউটাউনপাড়া ● পল্লি সংঘ শোভাবাড়ি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, তোড়লপাড়া ● কদমতলা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, দুর্গাবাড়ি ● পাতকাটা কলোনি অগ্রণী সংঘ ও পাঠাগার, পাতকাটা কলোনি ● জাগ্রত সংঘ, অরবিন্দনগর ● নতুনপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা (আদি) কমিটি, নতুনপাড়া ● সংঘমিত্রা কালচারাল অ্যান্ড অ্যাথলেটিক ক্লাব, বিবেকানন্দপাড়া ● পল্লি মঙ্গল অরবিন্দ অঞ্চল পাঠাগার ও ক্লাব, কলেজপাড়া, খেড়িয়া ● আসাম মোড় তারাপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, আসাম মোড় ● পূর্বাচল সংঘ ক্লাব ও পাঠাগার, দক্ষিণ বামনপাড়া ● বামনপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, বামনপাড়া ● বাবুপাড়া দুর্গাপূজা ও কালচারাল ক্লাব, বাবুপাড়া ● রায়কতপাড়া বারোয়ারি দুর্গাপূজা কমিটি, রায়কতপাড়া ● আদরপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, আদরপাড়া পাঠাগার ● আদি নিউটাউনপাড়া দুর্গাপূজা কমিটি, নিউটাউনপাড়া ● উকিলপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা, উকিলপাড়া ● শিল্পসমিতিপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, শিল্পসমিতিপাড়া ● পান্ডাপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, পান্ডাপাড়া রোড ● আর জি পার্টি, নতুনপাড়া

ময়নাগুড়ি : ● বিবেকানন্দ ক্লাব, ২ নং ওয়ার্ড, আনন্দনগর ● সানরাইজ ক্লাব, দেবীনগর ● জাগৃতি সংঘ, জাগৃতি মোড় ● মুনস্টার ক্লাব, পেটকাটি

ধূপগুড়ি : ● নবজীবন সংঘ, ধূপগুড়ি ● মিলন সংঘ, ৮ নং ওয়ার্ড, ধূপগুড়ি

মালবাজার : ● ২ নং ক্যালটেক্স মোড় দুর্গাপূজা কমিটি, ক্যালটেক্স মোড় ● রাধা গোবিন্দ মন্দির দুর্গাপূজা কমিটি, পম্পা সিনেমা হলের কাছে ● আব্রুম ট্যালেন্টেড অর্গানাইজেশন, উদীচী কমিউনিটি হলের পাশে

লাটাগুড়ি : ● প্রত্যাশী যুব সংঘ, মহালক্ষ্মী কলোনি ● নেতাজি সংঘ, লাটাগুড়ি

ওদলাবাড়ি : ● বিধানপল্লি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, বিধানপল্লি ● আমরা সবাই পাওয়ারহাউস পূজা কমিটি, ক্রান্তি রোড ● দক্ষিণ ওদলাবাড়ি দুর্গাপূজা কমিটি, দক্ষিণ ওদলাবাড়ি কালীমন্দির প্রাঙ্গণ

কোচবিহার

কোচবিহার : ● কোচবিহার নিউটাউন ইউনিট, নিউটাউন ● কোচবিহার বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব, ১ নং কালীঘাট রোড ● ভেনাস স্কোয়ার ক্লাব, কালিকাদাস রোড ● দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি শ্যামাপ্রসাদপল্লি ও বিধানপল্লি দুর্গাপূজা কমিটি, দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাব ● কোচবিহার বাণীতীর্থ ক্লাব, রাজেন তেপথি ● ইউনাইটেড বাজারমাঠ, নিউটাউন পূর্ব হাজরাপাড়া সংহতি ক্লাব দুর্গাপূজা, বি এস রোড, হাজরাপাড়া চৌপথি ● রকি ক্লাব, রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ রোড ● টাকাগাছ ক্লাব ৭৭তম দুর্গাপূজা কমিটি, টাকাগাছ ● নিউ কদমতলা কালচারাল ক্লাব, নিউ কদমতলা ● পটাকুড়া ক্লাব, কালিকা দাস রোড ● ধর্মতলা ইউনিট, ধর্মতলা ● কোচবিহার পশ্চিম খাগড়াবাড়ি বীণাপানি ক্লাব ও ব্যায়ামাগার, পশ্চিম খাগড়াবাড়ি ● ভারত ক্লাব ও ব্যায়ামাগার, গুঞ্জবাড়ি

মাথাভাঙ্গা : ● সেন্ট্রাল হস্টেল মোড়, আমলাপাড়া ● মাথাভাঙ্গা উত্তরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি, উত্তরপাড়া ● দীনবন্ধুপল্লি সান সাইনিং ক্লাব, দীনবন্ধুপল্লি, ৮ নং ওয়ার্ড ● পচাগড় আজাদ হিন্দ সংঘ, পচাগড় ● সুভাষপল্লি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, সুভাষপল্লি ● পূর্ব পাড়া পান্থশালা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, পূর্বপাড়া ● হসপিটালপাড়া দুর্গাপূজা কমিটি, হসপিটালপাড়া ● দক্ষিণপাড়া শ্রী শ্রী দুর্গোৎসব কমিটি, দক্ষিণপাড়া

তুফানগঞ্জ : ● ন্যাশনাল ক্লাব দুর্গাপূজা কমিটি অন্দরান, ফুলবাড়ি (পশ্চিম) ● মেলাবাড়ি পূজা কমিটি, হাসপাতাল রোড (উত্তর) ● শিকারপুর যুব সংঘ, শিকারপুর ● নিউ প্রগতি সংঘ, বিডিও অফিস সংলগ্ন, থানাপাড়া ● জিগনিতলা ক্লাব, চামটা ● উত্তরপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (রকি ক্লাব), তুফানগঞ্জ মিনি বাসস্ট্যান্ড ● শুভ সংঘ, রামকৃষ্ণ সরণি, ৮ নং ওয়ার্ড ● দত্তপাড়া যুব সংঘ, অন্দরান ফুলবাড়ি ● উত্তর অন্দরান ফুলবাড়ি সার্বজনীন, অন্দরান ফুলবাড়ি

দিনহাটা : ● বলরামপুর রোড সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, চড়ক মাঠ, বলরামপুর রোড ● বলরামপুর রোড কালীবাড়ি দুর্গাপূজা কমিটি, বলরামপুর রোড ● শহিদ কর্নার দুর্গাপূজা কমিটি, শহিদ কর্নার ● সাহেবগঞ্জ রোড নাট্যসংস্থা, প্রথম খণ্ড, ভাংনি ● রংপুর রোড অধিবাসীবৃন্দ দুর্গাপূজা, রংপুর রোড ● বোর্ডিংপাড়া দুর্গাপূজা কমিটি, বোর্ডিংপাড়া ● গোসানি রোড (কালীমন্দির) দুর্গাপূজা কমিটি, গোসানি রোড

আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার : ● মিলন সংঘ, ইটখোলা ● উপল মুখর ক্লাব, শান্তিনগর ● আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি, হাটখোলা ● আলিপুরদুয়ার কিশোর সংঘ, দেবীনগর ● রাধানগর সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গোৎসব, রাধানগর চৌপথি ● আলিপুরদুয়ার চৌপথি দুর্গাপূজা কমিটি, আলিপুরদুয়ার চৌপথি ● আলিপুরদুয়ার জংশন যুব সংঘ, কালীবাড়ি কলোনি ● রূপায়ণ সংঘ, নিউটাউন ● মাতৃমন্দির ক্লাব, পলাশবাড়ি, ১১ নং ওয়ার্ড ● স্বামীজি ক্লাব, বেলতলা, অরবিন্দনগর ● বীরপাড়া জয়ন্তী সমবায় সমিতি দুর্গাপূজা কমিটি, বীরপাড়া ফরেস্ট রোড ● আলিপুরদুয়ার ভ্রাতৃ সংঘ, সারদামণি রোড, দেবীনগর ● স্টেশনপাড়া ক্লাব, স্টেশনপাড়া

সোনাপুর : ● পূজারী সংঘ দুর্গোৎসব কমিটি, সোনাপুর চৌপথি

ফালাকাটা : মাদারি রোড সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, মাদারি রোড ● দেশবন্ধুপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব, দেশবন্ধুপাড়া ● মসলাপট্টি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, মসলাপট্টি ● ফালাকাটা মুক্তিপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, মুক্তিপাড়া ● ফালাকাটা কলেজপাড়া সার্বজনীন কলেজপাড়া ● মহাকালপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, মহাকালপাড়া

কামাখ্যাগুড়ি : ● কামাখ্যাগুড়ি হরিবাড়ি কমিটি, উত্তর কামাখ্যাগুড়ি ● পারোকাটা পুলপাড় দুর্গাপূজা কমিটি, মধ্য পারোকাটা

বারবিশা : ● শিক্ষকপল্লি সোসাইটি, দক্ষিণ রামপুর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, মনতলা ● বারবিশা বটতলা সোসাইটি দুর্গাপূজা কমিটি, বটতলা ● বারবিশা সুভাষপল্লি ইউনিট, সুভাষপল্লি

মালদা

মালদা : ● মালদা ৯এর পল্লি সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতি, উত্তর বালুচর ● অভিযাত্রী সংঘ, ৩২০ মোড় ● নবাগত ক্লাব, ঘোষপাড়া ● পুড়াটুলি স্পোর্টিং ক্লাব, কুতুবপুর ছোটকারখানা ● ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, উমা রায় সরণি ● পশ্চিম পার্ক সার্বজনীন দুর্গাপূজা চড়ক পূজার মাঠ, ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি ● ঘোড়াপীর সার্বজনীন, ঘোড়াপীর মোড় ● আমরা সবাই ক্লাব, রবীন্দ্র ভবন মোড় ● নবজীবন সংঘ গান্ধি কলোনি, মঙ্গলবাড়ি ● গোলাপট্টি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, গোলাপট্টি ● মালঞ্চপল্লি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, মালঞ্চপল্লি ● বিবেকানন্দপল্লি দুর্গাপূজা কমিটি, বিবেকানন্দপল্লি ● মালদা কোর্ট স্টেশন সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, কোর্ট স্টেশন, মঙ্গলবাড়ি ● শ্যামা সংঘ, বাঁচামারি হালদারপাড়া ● এয়ারভিউ কমপ্লেক্স অ্যাসোসিয়েশন, এয়ারভিউ কমপ্লেক্স ● ১ নং গভর্নমেন্ট কলোনি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, ১ নং গভর্নমেন্ট কলোনি ● দক্ষিণ বালুচর সার্বজনীন দুর্গোৎসব, রাধেশ শেঠ রোড ● মালদা ঝংকার ক্লাব, বিনয় সরকার রোড ● সর্বজয়ী ক্লাব, মনস্কামনা রোড ● মালদা রবীন্দ্র সংঘ, সর্বমঙ্গলাপল্লি ● মালদা দিলীপ স্মৃতি সংঘ, রাজমহল রোড ● নাটমন্দির, পুড়াটুলি হংসগিরি লেন ● দেবীপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব, দেবীপুর, মঙ্গলবাড়ি ● মালদা কৃষ্ণকালীতলা কল্যাণ সমিতি ও গ্রন্থাগার, কৃষ্ণকালীতলা ● সাহাপুর যুবক সমিতি, সাহাপুর ● সিঙ্গাতলা সার্বজনীন পূজা সমিতি, সিঙ্গাতলা ● শান্তিভারতী পরিষদ, বাঁশবাড়ি ● কৃষ্ণপল্লি কল্যাণ সংঘ, কৃষ্ণপল্লি মেন রোড

গাজোল : ● যাত্রিক ক্লাব, বামনগোলা রোড ● কৃষ্ণপল্লি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, কৃষ্ণপল্লি ● নেতাজি সুভাষপল্লি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, নেতাজি সুভাষপল্লি ● ব্ল্যাক ডায়মন্ড ক্লাব, থানা রোড ● কদুবাড়ি সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, কদুবাড়ি

দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট : ● বালুরঘাট সংকেত ক্লাব, উত্তর চক ভবানী ● ক্রান্তিচক্র ক্লাব, বেলতলা পার্ক ● কবিতীর্থ অ্যাথলেটিক ক্লাব, কাঁঠালপাড়া ● দুর্গাবাড়ি একাডেমি, বেলতলা পার্ক ● কচিকলা একাডেমি, কংগ্রেসপাড়া ● চকভৃগু প্রগতি সংঘ, চকভৃগু ● মহামায়া ক্লাব, চকভবানী ● পশ্চিম খিদিরপুর যুববৃন্দ, খিদিরপুর-শিবমন্দির ● অমৃত সংঘ, নজরুল সরণি, বিশ্বাসপাড়া ● অভিযাত্রী ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি, অভিযাত্রীপাড়া ● বালুরঘাট ত্রিধারা ক্লাব, উত্তর চকভবানী ● সৃজনী সংঘ ও লাইব্রেরি, সৃজনীপাড়া ● বালুরঘাট আর্য সমিতি, নারায়ণপুর ● বালুরঘাট নিউটাউন ক্লাব ও পল্লি পাঠাগার, পাওয়ারহাউস পতিরাম ● অরবিন্দপল্লি দুর্গাপূজা সমিতি, অরবিন্দপল্লি ● করুণাময়ী সংঘ, বাউল ● নিচাবন্দর সার্বজনীন দুর্গোৎসব, নিচাবন্দর

হিলি : ● সীমান্তশিখা দুর্গাপূজা কমিটি, বৈকুণ্ঠপুর ● বালুপাড়া নবতান সংঘ, ফতেপুর ● বাসুদেবপুর বিপ্লবী সংঘ, বাসুদেবপুর

গঙ্গারামপুর : ● চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাব, সি আর পল্লি ● গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাব, পূর্ব হালদারপাড়া ● ইয়ুথ ক্লাব, ইন্দ্রনারায়ণপুর, কলেজ রোড ● গঙ্গারামপুর ব্লকপাড়া নাট্যক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি, ওয়ার্ড নং ১৭, ব্লকপাড়া ● গঙ্গারামপুর চৈতালি ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি, হাইস্কুলপাড়া

বুনিয়াদপুর: ● বুনিয়াদপুর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন দুর্গাপূজা কমিটি, বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠ ● শেরপুর বারোয়ারি দুর্গাপূজা কমিটি (মহিলা পরিচালিত), শেরপুর ফুটবল মাঠ ● রশিদপুর সার্বজনীন দুর্গাপূজা, রশিদপুর হাসপাতাল মোড় ● বুনিয়াদপুর পীরতলা সার্বজনীন দুর্গাপূজা, পীরতলা, বুনিয়াদপুর ● বুনিয়াদপুর উত্তরপাড়া সার্বজনীন, বুনিয়াদপুর

উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জ : ● সমাজসেবক সংঘ, তুলসীতলা ● ডাঙ্গাপাড়া প্রগতি সংঘ অ্যান্ড লাইব্রেরি, ডাঙ্গাপাড়া ● উত্তর কলেজপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা, কলেজপাড়া ● অনুশীলনী, সেবকপল্লি ● ভারত সেবক সমাজ, কালীবাড়ি রোড ● সুদর্শনপুর সার্বজনীন দুর্গাপূজা, সুদর্শনপুর ● নেতাজি শান্তি ক্লাব, ক্ষুদিরাম বসু সরণি ● বিপ্লবী সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, পশ্চিম বীরনগর ● চৈতালি, রাসবিহারী মার্কেট ● রূপাহার যুব সংঘ, রূপাহার

হেমতাবাদ : ● ঠাকুরবাড়ি ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, কাশিমপুর

কালিয়াগঞ্জ : ● নসিরহাট হরিহরপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, নসিরহাট

করণদিঘি : ● বেজুয়ার সবুজ সংঘ অ্যান্ড লাইব্রেরি, বেজুয়ার

ইসলামপুর : ● আদর্শ সংঘ, দেশবন্ধুপাড়া ● আমরা সবাই দুর্গাপূজা কমিটি, ক্ষুদিরামপল্লি ● চোপড়াঝাড় সুভাষনগর সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, চোপড়াঝাড় জীবন মোড় ● ইসলামপুর কমল মেমোরিয়াল ক্লাব, পুরাতন স্টেশন পল্লি ● ইসলামপুর তরুণ সংঘ, আই টি এস মোড় ● ক্ষুদিরামপল্লি সার্বজনীন দুর্গা মন্দির পূজা কমিটি, ক্ষুদিরামপল্লি

চোপড়া : ● সুরভী পল্লি দুর্গাপূজা কমিটি (মহিলা), চোপড়া ● চোপড়া থানাপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, চোপড়া

কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি দার্জিলিং উঃ দিনাজপুর দঃ দিনাজপুর মালদা

আয়োজনে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

PLATINUM SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR
PKSH care & compassion
DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

কনস্টেবলের দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১১ অক্টোবর : কিশনগঞ্জ সদর থানার ব্যারাক থেকে রবিবার সকালে এক কনস্টেবলের নিথর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতের নাম সমীর কুমার। দেহ উদ্ধার করে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার বলেন, 'আমাদের প্রাথমিক অনুমান, ওই কনস্টেবল নিজের সার্ভিস রিভলভার দিয়ে মাথায় গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছেন। ঠিক কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' পারিবারিক কোনও কারণে সমীর আত্মহত্যা করেছেন বলেও পুলিশের দাবি। দেহটি কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : ষোলো বছরের কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবেশী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, ওই কিশোরী প্রতিদিন সন্ধ্যায় ধৃতের বাড়ির সামনে জল আনতে যেত। ধৃতের সঙ্গে সেই সূত্রে তার কথা হত। কিশোরীর দিদার অভিযোগ, গত তিন মাস আগে তাঁর নাতনির সঙ্গে জোরপূর্বক সহবাসের জেরে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। শনিবার তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তদন্ত দাবি

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : গত দুই দিন আগে চম্পাসারি মহানন্দা সেতু সংলগ্ন একটি মোড় থেকে উদ্ধার হয় এক তরুণের দেহ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুর্ঘটনার জেরে ওই তরুণের মৃত্যু হয়েছে। যদিও মৃতের পরিবারের আশঙ্কা, মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে। তাই তদন্তের দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। শুক্রবার ওই তরুণকে উদ্ধারের পর একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল থেকে তাঁর ক্ষতিগ্রস্ত বাইক উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জখম পাঁচ

চোপড়া, ১১ অক্টোবর : জমি দখলকে কেন্দ্র করে রবিবার দুই পরিবারের মধ্যে বচসা থেকে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল চোপড়া থানার কাঠালবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় উভয়পক্ষের পাঁচজন জখম হয়েছেন। তাঁদের উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, আবুল হুসেন ও দিদার আলির পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একাংশ জমি দখলকে কেন্দ্র করে বচসা শুরু হয়। পরে তা সংঘর্ষের চেহারা নেয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

সম্মেলন

খড়িবাড়ি, ১১ অক্টোবর : সারা বাংলা মোটরভ্যানচালক ইউনিয়নের খড়িবাড়ি ব্লক সম্মেলন আয়োজিত হল রবিবার। খড়িবাড়ি ইন্দিরা মার্কেট কমপ্লেক্স সংলগ্ন শেডঘরে খড়িবাড়ি ব্লকের ৭০ জন মোটরভ্যানচালককে নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনে নতুন খড়িবাড়ি ব্লক কমিটি গঠন করা হয়। ২১ জনের কমিটিতে সভাপতি ও সম্পাদক করা হয়েছে যথাক্রমে ভবেশ বর্মন ও উমেশ সাহাকে। সংগঠনের জেলা সভাপতি জয় লোধ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গাড়ির ধাক্কায়

চোপড়া, ১১ অক্টোবর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ডিভাইডারে উঠে পড়ল একটি ছোট চার চাকার গাড়ি। রবিবার সকালে চোপড়া থানার নলবাড়ি এলাকায় এই দুর্ঘটনায় একটি গোরুর মৃত্যু হয়েছে। গাড়ির চালকও অল্পবিস্তর জখম হন।

পুলিশ সূত্রে খবর, ইসলামপুর অভিমুখে যাওয়ার সময় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সদস্য হতে স্ট্যাম্প পেপারে মুচলেকা

পূর্ণেন্দু সরকার ও রণজিৎ ঘোষ

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : ময়দানে আইপ্যাক নেই। নেই ক্যামাক স্ট্রিটের নজরদারি। একেবারে বিরূপ পরিস্থিতি। দলের সদস্য সংগ্রহে তাই ভিন্ন কৌশল মমতা শিবিরের। দলের সদস্য হতে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে কার্যত মুচলেকা দিতে হবে। মনে করা হচ্ছে, ভোট-পরবর্তী বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে এরকম আইনি পথে সদস্য সংগ্রহের পথ ধরেছে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস।

দলীয় নেতৃত্বের ধারণা হয়েছে, এখনও এমন মানুষ রয়েছেন, যাঁদের সমাজে গ্রহণযোগ্যতা আছে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নতুন ও পুরোনো সেই কর্মীদের দিয়ে সদস্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। দলীয় ফর্ম পূরণ করার পর আইনজীবীর উপস্থিতিতে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে আইনি ভাষায় ঘোষণা করতে হচ্ছে, 'মমতা-তৃণমূলের সদস্য হতে চাই এবং কোনও অবস্থাতেই অন্য দলে নাম লেখাব না।' সব মুচলেকা কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

স্বয়ং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই পদ্ধতি বলে স্বীকার করেছেন মমতাপন্থীদের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কুন্তল রায়। তাঁর মতে, 'এখন যা পরিস্থিতি তাতে কে কোন দিকে, বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমাদের সঙ্গে থাকতে হলে মুচলেকা দিতে হবে। আমি নিজেও মুচলেকা দিয়েছি।' এই মুহূর্তে দলের কোনও জেলা কমিটি নেই। কয়েকটি জেলায় সভাপতি আছেন মাত্র। তবে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ইত্যাদি জেলায় সভাপতির পদও খালি।

দলের অন্দরের খবর, জলপাইগুড়ি থেকে যাঁরা তৃণমূলের সঙ্গে রয়েছেন তাঁদের ওপর ভরসা করতে চাইছেন মমতা। সেই ইঙ্গিত দিয়ে, তৃণমূলের প্রাক্তন জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় (শেখর)-এর মতো তৃণমূলের প্রতিষ্ঠার আগে থেকে মমতার সঙ্গীদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শেখর বলেন, 'এখন দলের কঠিন সময়। আগের মতো কোনও এজেন্সির মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা নেই। যা হচ্ছে, সবটাই দলনেত্রীর নির্দেশে করা হচ্ছে।'

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার সবক'টি ব্লকে নতুন সদস্য সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে। দলে কারা থাকছেন, দেখে নিয়ে জেলা থেকে অঞ্চল- সমস্ত কমিটি গঠন করা হবে। তাই কমিটি গঠনে কিছুটা দেরি হচ্ছে। মমতা-ঘনিষ্ঠ বর্ষীয়ান নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য, 'এটা মূলত আমাদের সঙ্গে ঠিক কতজন রয়েছেন, সেটা ঝালিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা। তিনটি স্তরের নেতা-কর্মীদের কাছ থেকেই মুচলেকা নেওয়া হচ্ছে। আমি নিজে বিধায়ক, মন্ত্রী থাকাকালীন যে শংসাপত্রগুলি পেয়েছি, সেগুলি বিস্তারিত নথি মুচলেকায় জুড়ে দিয়েছি।'

দেড় দশক ক্ষমতায় থাকার পর দেড় মাসের মধ্যে ভেঙে গিয়েছে মমতার হাতে তৈরি তৃণমূল কংগ্রেস। ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মদন মিত্র, অনুব্রত মণ্ডল থেকে জেলা স্তরে খগেশ্বর রায়, মহুয়া গোপের মতো নেতারা গিয়ে নাম লিখিয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে কালীঘাট শিবির। সেজন্য মাঠে-ময়দানে বাস্তব পরিস্থিতি মেপে নিতে চাইছে তারা।

মমতা-তৃণমূল সূত্রের দাবি, কেউ দলের পদাধিকারী হয়ে আগামীতে যাতে কোনও ষড়যন্ত্র করতে না পারেন, সেজন্য এই মুচলেকা কাজে দেবে। এমনকি কেউ দলের টিকিটে জনপ্রতিনিধি হয়ে ভবিষ্যতে শিবির বদলালেও এই মুচলেকা কাজে লাগবে।

মমতা-তৃণমূল শিবিরে জোর তৎপরতা

জলপাইগুড়ি শহরের এই ভবন থেকে মমতাপন্থীদের কাজকর্ম পরিচালিত হয়।

- ■ বিপরীত পরিস্থিতিতে এবার দলের সদস্য সংগ্রহে নতুন কৌশল নিল মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস
- ■ দলীয় ফর্ম পূরণ করার পর আইনজীবীর উপস্থিতিতে নন জুডিসিয়াল কোর্ট পেপারে আইনি ভাষায় ঘোষণা করতে হচ্ছে
- ■ কেউ দলের পদাধিকারী হয়ে আগামীতে কোনও ষড়যন্ত্র করতে না পারেন সেই জন্য এই মুচলেকা কাজে দেবে

ধরপাকড়

প্রথম পাতার পর

সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্ব। ঠাকুমার শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্য মহারাষ্ট্রে রওনা হওয়ার আগে ককরোচ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকের দৃঢ় ঘোষণা, রাস্তায় আবার নামবেন তাঁরা। পরে সাংবাদিক বৈঠকে গত ৭২ ঘণ্টার ঘটনাকে 'জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি' বলে বর্ণনা করেন দলের দুই আহ্বায়ক সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা।

পুলিশের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের অভিযোগ করে সৌরভ বলেন, 'মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে দিল্লিতে আসছেন। সরকার চাইলে বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধিদলকে আলোচনায় ডাকতে পারত। তার পরিবর্তে পুলিশ তাঁদের আটকে দিয়েছে। এই সরকারের পতনের আর বেশি দেরি নেই।'

আশুতোষের অভিযোগ, 'দেশের সবথেকে বড় কাপুরুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লড়াইটা ছিল নির্বাচন কমিশন ও জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে। নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শা এই লড়াইকে নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিণত করেছেন।' দিল্লি পুলিশের ডিসিপি (পিআরও) নেহা যাদব অবশ্য দাবি করেন, যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ দেখানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। কারণ, তার জন্য যে শর্তগুলি পালন করতে বলা হয়েছিল, সেগুলি মানা হয়নি।

সাধারণ মানুষের চলাচল, গণপরিবহণ ব্যবস্থা বন্ধ রাখা যাবে না বলে রবিবার কড়া নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট চত্বর এবং তার আশপাশে ১৬৩ ধারা জারির নোটিশ লাগানো বোর্ডগুলিও সরিয়ে দিতে বলা হয়েছে। শুনানিতে মামলাকারীদের আইনজীবী কপিল সিবাল অভিযোগ করেন, ট্রেন থেকে নামার পর আটক করা হচ্ছে। যন্তরমন্তরের চার কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তার বাইরে থেকেও মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিলেও শনিবার ৪৫টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ ছিল এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইন্টারনেট ব্যাহত হয়। বিচারপতি বাগচী অবশ্য বলেন, আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে আইনসম্মত বিধিনিষেধ আরোপের প্রয়োজন হলে তার ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে ব্যারিকেড বসানোর প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা অযথা নাগরিকদের চলাচলে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। দিল্লিতে ৪৫টি আটককেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ মামলাকারীদের। বিচারপতি বাগচী স্পষ্ট করে দেন, আইনজীবীদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। সাংবাদিকদের কাজের ক্ষেত্রেও যাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়।

শনিবার আটকের পর রবিবার দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করে তিন ককরোচ নেতা অভিজিৎ দীপককে, সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। দিল্লি পুলিশ জানায়, আগামী এক বছর শান্তিভঙ্গ না করার শর্তে তাঁদের ছাড়া হয়েছে। অভিজিৎ অবশ্য বলেন, 'প্রতিবাদ বন্ধ করার কোনও মুচলেকায় আমরা সই করিনি।'

৮৪তম জন্মদিনে নিজের বাসভবনে বাইরে এসে ফ্যানদের শুভেচ্ছা নিচ্ছেন অমিতাভ বচ্চন। মুম্বাইয়ে রবিবার।

মুখোমুখি সংঘর্ষ

ফাঁসিদেওয়া, ১১ ডিসেম্বর : ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে মোটরবাইক ও সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন দুই ব্যক্তি। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ধামনাগছ সংলগ্ন ঘোষপুকুর-ফুলবাড়ি বাইপাস রোডের একটি লাইন হোটেলের সামনে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির বাইকের সঙ্গে সাইকেলের ধাক্কা লাগে। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়রা ছুটে এসে দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছেন দুই জন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। জখম দু'জনকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম-পরিচয় এখনও স্পষ্ট না হলেও, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে তাঁদের মধ্যে একজন সংশ্লিষ্ট ব্লকের জালাস নিজাম তারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝমকলালজোত এবং অপরজন লিম্বুটারি পালপাড়ার বাসিন্দা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইকটি আটক করেছে পুলিশ। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাজারে ঠেলাঠেলি

প্রথম পাতার পর

বড় বড় ব্যাগ হাতে বাজারের এক দোকান থেকে অন্যটিতে ছুটছেন তাঁরা। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে কিছু প্রয়োজনের প্রশ্ন। ইসলামপুর থেকে আসা সীমা ঘোষের কথায়, 'আজ একেবারে সব কেনাকাটা করেই ফিরতে হবে। সারাদিন বাজারে থাকলে শৌচাগারের প্রয়োজন তো পড়েই। এখানে শৌচাগার কোনওদিন নজরে আসেনি। অন্য একটি বাজারে একবার শৌচাগারে গিয়েছিলাম, তবে সেটা ভীষণ নোংরা ছিল।'

শিশুকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে আসা মায়েদের অসুবিধার কথাও উঠছে। শক্তিগড়ের শম্পা দে মনে করেন, বাজারে স্তন্যপান করানোর উপযুক্ত জায়গা থাকা প্রয়োজন। তাঁর কথায়, 'ছোটদের বাড়িতে ফেলে দীর্ঘক্ষণ বাইরে থাকা যায় না, তাই অনেকেই বাচ্চাদের নিয়ে আসেন। আজকের দিনে ন্যূনতম ব্যবস্থা বাজারে না রাখাটা অনুচিত।' সূর্য ডোবার পর কেনাকাটার ঢেউ আরও বিশাল আকার নেয়। সন্ধ্যায় বিধান মার্কেটের ভিড় ছড়িয়ে পড়ে বিধান রোড পর্যন্ত। অলিগলিতে পা ফেলার জায়গা নেই। মহাবীরস্থান লাগোয়া থানা মোড়, এনটিএস মোড়েও ভিড়। ব্যাগ বিক্রেতা কৃষ্ণ সাহার দোকানে ঝলমলে নতুন ডিজাইনের ব্যাগ আনা হয়েছে, ক্রেতাদের পছন্দমতো কালেকশনও রয়েছে।

পোশাকের সঙ্গে সাজের উপকরণ কেনারও হিড়িক ছিল। মহাবীরস্থানে চুড়ি, মালা, কানের দুল এবং প্রসাধনীর দোকানে ভিড় জমিয়েছেন ক্রেতারা। দেশবন্ধুপাড়ার অঙ্কনা দাস সালোয়ারের সঙ্গে পরার জন্য ১০০ টাকায় কিনলেন এক ডজন প্যাস্টেল শেডের কাচের চুড়ি। শুধু নিজের সাজ নয়, ঘর সাজানোর তাগিদও রয়েছে। বিধান মার্কেটে তিন পিসের নতুন পর্দা ও ম্যাট কিনছিলেন দীতি হাজারিকা। তাঁর কথায়, 'শুধু নিজে সাজলেই হবে না, বাড়িঘরকেও সুন্দরভাবে রাখতে হবে এখন।'

শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ব্যবসায়ী সাধন সাহার মুখে তখন তৃপ্তির হাসি। বললেন, 'এই না হল পুজোর বাজার! সারা বছর তো এটারই অপেক্ষায় থাকি। এই ভিড় শান্তি দিচ্ছে আমাদের।'

শেষ রবিবারের বাজারে তাই শুধু ছাড়ের টান নয়, ছিল পছন্দের পোশাক খোঁজা, পরিবারের সবার জন্য কেনাকাটা সেরে ফেলার ব্যস্ততা আর উৎসবের জন্য দিন গোনা ফুরিয়ে আসার আনন্দ। সন্ধ্যা যত গাঢ় হয়েছে, বাজারের ভিড় তত বুঝিয়ে দিয়েছে- পুজোর প্রস্তুতিতে এখনও কারও কিছু বাকি, আর সেই বাকি কাজটুকু সারতেই মানুষের ঢল।

পোর্টালে এফআইআর

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : খাতায়-কলমে এফআইআর লেখার দিন শেষ। রবিবার থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে 'ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিন্যাল ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক সিস্টেম' পোর্টালে 'এফআইআর শিট' ফিলআপ করা শুরু করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রতিটি থানা। ওই পোর্টালের মাধ্যমে বিচারক এজলাসে এফআইআর দেখতে পারবেন। শুধু তাই নয়, দেশের যে কোনও থানা এই পোর্টালের মাধ্যমে এফআইআর দেখতে পারবে। থানার একজন অফিসারকে পোর্টালে প্রতিটি এফআইআর আপলোড করার পাশাপাশি এফআইআর শিট ফিলআপ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শুরুর আগে বেশ কিছুদিন অফিসারদের দফায় দফায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

পথে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : দিল্লিতে গণ আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গ্রেপ্তার ও ধরপাকড়ের প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নামল সিপিএম। রবিবার অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে সিপিএমের তরফে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক সমন পাঠক।

সমরেশের 'স্বর্গছেঁড়া'য় উৎসবের প্রস্তুতি

শুভজিৎ দত্ত

গয়েরকাটা, ১১ অক্টোবর : 'উত্তরাধিকার'-এর স্রষ্টা সমরেশ মজুমদার তাঁর ছেলেবেলার পুজো নিয়ে একটি স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, 'আমার যা সম্পদ তা হারাতে চাই না। বুকের মধ্যে তিনি থাকবেন। চোখ বন্ধ করলেই ওম পাব।' জন্মস্থান গয়েরকাটা চা বাগানের পুজো সহ তৎকালীন অন্য পুজোগুলিকে নিয়ে ছিল তাঁর ওই স্মৃতিচারণা। 'বাবলু'র জন্মভিটেতে আজও পুজো হয়। তবে আড়ম্বর নয়, প্রাধান্য পায় নিষ্ঠা। সমরেশের বাবা কৃষ্ণদাস মজুমদার ছিলেন গয়েরকাটা বাগানের বড়বাবু। তাঁর সময় যেমন হত, তেমনই আজও পুজোর সমস্ত দায়িত্ব বহন করেন স্টাফরা। সহযোগিতা করে বাগান কর্তৃপক্ষ। তবে শ্রমিকদের থেকে আলাদা করে কোনও চাঁদা আদায়ের রেওয়াজ নেই। পুরোনো কর্মীরা জানাচ্ছেন, সিংহবাহিনীর আরাধনা শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। তার আগে থেকে কালীপুজো হয়ে আসছে।

সমরেশ বড় হয়েছেন বাগানের বাবুবাসা লাইনের কোয়ার্টারে। তার ঠিক সামনে দু'কদম এগোলেই স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব। সেটির শেডে মণ্ডপ তৈরি করে পুজো হয়। ৪ দিন ধরে চলে হইহুল্লোড়। অষ্টমীর দিন ভোগের খিচুড়ি পাত পেড়ে খাওয়ানো হয় সবাইকে। পুজোর উদ্যোক্তা শ্যামল বড়ুয়া, সৌম্য মজুমদার, শ্রীপর্ণ দাস, সৃজিত দাসদের মতো বাগানবাবুরা। তাঁদের বক্তব্য, সাধ্য সীমিত। তবে মায়ের পুজো বলে কথা। নিষ্ঠায় কোনও কার্পণ্য নেই। সমরেশ একটু বড় হওয়ার পর পড়াশোনার জন্য দাদু পূর্ণচন্দ্র ও বাবা কৃষ্ণদাসের হাত ধরে তাঁদের জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ার পৈতৃক ভিটেতে চলে যান। যদিও পুজো এলেই চলে আসতেন বাগানে। কালীপুজো কাটিয়ে তবেই ফিরতেন। এমনকি একের পর এক কালজয়ী লেখা লিখে তিনি যখন খ্যাতির মধ্যগগনে, তখনও কলকাতা থেকে আসতেন তাঁর প্রিয় 'স্বর্গছেঁড়া'য়। সমরেশ-কন্যা দোয়েল মজুমদার বলছেন, 'ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। তখন ওই ক্লাবের দালানেই মায়ের মূর্তি গড়া হত। দেবীপক্ষের শুরুতে বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতিমায় চোখ আঁকার দৃশ্য দেখতাম। সেইসব স্মৃতি কখনও ভোলার নয়।' গত ফেব্রুয়ারি মাসে অবসর নেওয়া গয়েরকাটা চা বাগানের বড়বাবু জয়দীপ তলাপাত্র সমরেশদের ওই কোয়ার্টারেই তাঁর চাকরিজীবনের পুরোটা কাটিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমার বাবা চিররঞ্জন তলাপাত্র ও সমরেশ মজুমদারের পিতৃদেব সহকর্মী ছিলেন। সেই সূত্রে বলা যায়, জন্ম থেকেই ওঁদের সঙ্গে আমাদের এক ধরনের পারিবারিক সম্পর্ক। কোয়ার্টারের সামনে একটি চাপ গাছ ছিল। সেটির গোড়ার বেদিতে পুজো শুরু হয়। এরপর স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবই হয়ে ওঠে মায়ের মন্দির।' তাঁর সংযোজন, 'গয়েরকাটা চা বাগানের পুজো আর সমরেশ মজুমদারদের কোয়ার্টার একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে আমার অবসরের পর ওই কোয়ার্টারের যা হাল হয়েছে, তা দেখে হতাশ লাগে। সোনালি স্মৃতির এমন অপমৃত্যু কেউই মেনে নিতে পারছি না। অসংখ্য সমরেশ অনুগামীকেও বিষয়টি ধাক্কা দিতে বাধ্য।' গয়েরকাটা চা বাগানের পুজোর প্রতিমা তৈরি করতেন মৃৎশিল্পী অনিল পাল। তাঁর প্রয়াণের পর ছেলে দিপুল পাল পরম্পরা ধরে রেখেছেন। সমরেশ মজুমদার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট-এর অন্যতম সদস্য ও গয়েরকাটার বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী কানাই চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'গয়েরকাটার এই পুজো অবশ্যই সমরেশ মজুমদারের স্মৃতিবিজড়িত। তবে তাঁর বাসস্থানটির বর্তমান দশা আমাদের পীড়া দেয়। পদক্ষেপ প্রয়োজন।' ইতিমধ্যে বরেণ্য কথাসাহিত্যিকের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন সহ কোয়ার্টারটিকে ঘিরে সাহিত্য ট্যুরিজমের দাবি উঠেছে।

গয়েরকাটা চা বাগানের ভগ্নপ্রায় কোয়ার্টার।

জীবন যাঁদের

প্রথম পাতার পর

স্কুলের পুজো পরিক্রমায়- জানালেন শিক্ষিকা মিলি দে চন্দ।

সঙ্গে হিয়ার অ্যান্ড স্পিচ ডিজেবিলিটি শিশুদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য কম, তারাও থাকবে। বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু করে শিলিগুড়ির বড় বড় পুজো দেখানো হবে। স্কুলের প্রিন্সিপাল দিলীপ দাশগুপ্ত বললেন, 'পঞ্চম দিন প্রায় ৮০ জন বাচ্চা ও তাদের অভিভাবকরা পরিক্রমায় অংশ নেবেন। তার আগে আগমনী অনুষ্ঠান হবে। এছাড়া পুজো নিয়ে সব ক্লাসে বাচ্চারা লিখবে, আঁকা জমা দেবে, ক্র্যাফট বানাবে ওয়াল ম্যাগাজিনের জন্য।'

বছর ১৪-র অজন্তা চোখে দেখতে পায় না। তাতে কি উৎসবের অনুভূতি থেমে থাকে? অজন্তার মা জয়ন্তী বলেন, 'আমি আমার মেয়ের চোখ। আমি মেয়েকে নিয়ে একা কিংবা আরও অন্য বিশেষভাবে সক্ষম ছেলেমেয়ে ও তাদের বাবা-মায়েদের সঙ্গে বেরোব। বোঝাব প্যান্ডেলের কাপড়ের রং কেমন, প্রতিমার চোখ কত সুন্দর। উৎসবে আমার মেয়ে একা ঘরে থাকবে, আমি চাই না।'

এতক্ষণ এত আলোর কথার নীচে অন্ধকারও আছে। সেটা বাদ দিলে অনেক কিছু অজানা থেকে যাবে। সমাজে যাঁরা তথাকথিত সুস্থ, স্বাভাবিক নন, যাঁদের পরিচিতি বিশেষভাবে সক্ষম বলে, তাঁদের জীবনে উৎসবে আলোর বিচরণ অবাধ নয়। তাঁদের মতো অগুনতি মানুষের পুজোর চারদিন কাটে চার দেওয়ালে। পেশায় ব্যাংককর্মী অদ্রীশ নাথের কথায়, 'পায়ের সমস্যায় আমার পক্ষে হেঁটে ঠাকুর দেখা সম্ভব নয়। গাড়িভাড়া করে শেষ যে বছর বেরিয়েছিলাম, সেবার অনেকটা সময় গাড়িতে একা বসে কাটাতে হয়েছে। বাকিরা ঘুরেছে। সেদিন থেকে ঠিক করি, আর ঠাকুর দেখতে যাব না।'

তাঁর আক্ষেপ, 'আসলে আমাদের পুজো কেমন কাটে, বেরোলে কতটা কষ্ট হয়, বেরোতে চাই কি না- এসব প্রশ্ন কখনও কেউ জিজ্ঞাসা করে না। তাই আমার মতো অনেকে হয়তো চাইলেও প্যান্ডেল হপিং করবেন না। আমরা যাতে সহজে মণ্ডপে পৌঁছোতে পারি সেই ব্যবস্থা কি রাখা হয়? আমাদের ঘরে উৎসবের আলো মলিন প্রতিবারের মতোই। উপেক্ষার কালো মেঘ সকলে কাটাতে পারে না।'

লেক ফেটে ফের হড়পা

প্রথম পাতার পর

মিশে নদীর জল কালো ও ধূসর হয়ে গিয়েছে। জলের তোড়ে নদীর ওপরের সেতু ও জলস্তর পরিমাপ কেন্দ্র ভেসে যাওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য পেতে সমস্যা হচ্ছে। তবে জোরকদমে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে প্রশাসন। নেপাল সেনাকে মোতায়েন করা হয়েছে। ভূমিধসপ্রবণ এলাকা থেকে ছয়জনকে হেলিকপ্টারে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সেনাকর্মীরা।

কাঠমান্ডু থেকে সেনার একটি কুইক রিঅ্যাকশন টিমকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। গত ২৬ অগাস্ট হিমবাহ ধসের জেরে এই নদীপথের একাংশে ভয়াবহ হড়পা তৈরি হয়েছিল। নেপাল-তিব্বত সীমান্ত লাগোয়া ভোটেকোশী নদীর সেই বিপর্যয়ে অন্তত ১,৪৫৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ নিখোঁজ হন। মাস কয়েকের ব্যবধানে ওই একই এলাকায় ফের বিপর্যয়ে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

অবশেষে লিস্টে নাম, তবু বহু প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

মানসিক যন্ত্রণায় কেটেছে কয়েকটা মাস। অবশেষে এলাকার বুথ লেভেল অফিসারের ফোন এল- ট্রাইবিউনালে আপনার হিয়ারিং অমুক দিন। হাইকোর্ট নিযুক্ত কলকাতা হাইকোর্টের অমুক প্রাক্তন বিচারপতি অনলাইনে থাকবেন শুনানিতে।

হাতে তখন মাত্র একটা দিন। ভোটাধিকার হারানোর পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ট্রাইবিউনালে হিয়ারিংয়ে কী কী হয়েছে, খোঁজখবর শুরু করলাম। কী কী নথি লাগবে? কোন ভুলের জন্য ট্রাইবিউনাল থেকেও নাম বাদ যেতে পারে? এসব সামাজিক মাধ্যমে, খবর কাগজে রোজ জানতে থাকি। নিজে সাংবাদিক বলে খোঁজখবর করার সুবিধাটাও ছিল। শেষপর্যন্ত শুনানিতে বিচারপতির সঙ্গে তাঁর সহযোগীর কথোপকথনে আমার নাম বাদ যাওয়ার কারণ নেই শুনে মনে প্রশ্ন জাগল- নির্বাচন কমিশন কি কারও রাতের ঘুম হারাম করতে পারে? এই যে সংস্থাটির প্রতি বিশ্বাস হারালাম, তা কি রাতারাতি ঠিক হয়ে যাবে? নতুন কোনও নথি ছাড়াই ভোটার তালিকায় আমার নাম ওঠার ছাড়পত্র পেলাম। তাহলে আগের নথি নির্বাচন কমিশন মানল না কেন? আগের নথি বলতে আমার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের শংসাপত্র ও আমার বাবা যে আমারই বাবা- তা প্রমাণের অ্যাফিডেভিট। তাতেই ট্রাইবিউনালের বিচারপতি আমার নাম তোলার ছাড়পত্র দিলেন। এসআইআর-এর লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির পর্বেই তো ওই অ্যাফিডেভিট দিয়েছিলাম। আমার বাবার নাম তাঁর নিজের নথিতে 'মজিবর মিঞা' আর আমার নথিতে 'মজিবর রহমান।' পদবির মিসম্যাচ। নাম একই। ব্যক্তিও যে একই- তার প্রমাণ কোর্টের ওই অ্যাফিডেভিট। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তখন মানেনি। তাই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারিনি।

বাবার নথি দেখিয়েই তো ১০ বছর আগে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলাম। আমার ভোটার তালিকায় বাবার সিরিয়াল নম্বরের সঙ্গে। হাউস নম্বরও এক। তাহলে হঠাৎ দশ বছর পর আমাকে নির্বাচন কমিশনের সন্দেহ হল কেন! এই প্রশ্ন আমার মতো ভোট দিতে না পারা লক্ষ লক্ষ ভোটারের। তালিকায় আমার নামে ট্রাইবিউনাল ছাড়পত্র দিয়েছে শুনে আরও অনেকের ভিড় জমে গেল আমার গ্রামের বাড়িতে। যাঁদের এখনও শুনানিতে ডাকা হয়নি। তাঁদের জিজ্ঞাস্য, দ্রুত শুনানির জন্য উকিল ধরতে হবে কি? হাইকোর্টে রিট পিটিশন করতে হবে নাকি! কত টাকা লাগতে পারে! ভোটাধিকার হারানো মানুষকে অভয় দেওয়ার কেউ নেই যে। তাঁদের কোনও প্রশাসক বা রাজনৈতিক নেতা বলছেন না, ভোটাধিকার আর নাগরিকত্ব এক জিনিস নয়। ফলে ভয়- আমাকে বুঝি তুলে বাংলাদেশে ফেলে দেবে! ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হবে!

আমার প্রশ্ন, নথি ঠিকঠাক থাকলেও আমার মতো অনেকের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে দীর্ঘ কয়েক মাস যে 'বেনাগরিক' বা 'বাংলাদেশি' বদনাম শুনতে হল, এর দায় কার? 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির' নামে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কমিশনের সিদ্ধান্ত আদৌ বৈধ ছিল কি? কথায় বুঝলাম, ট্রাইবিউনালের বিচারপতিরাও নির্বাচন কমিশনের আগের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট। কমিশনের পোর্টালে এখনও সমস্যা থাকায়, আমার নাম ভোটার তালিকায় উঠল কি না, দেখা যাচ্ছে না।

তাহলে নির্বাচন কমিশন করলটা কী!

বক্সা তৈরি তো?

প্রথম পাতার পর

গবেষণা করেন মৃগাঙ্কশেখর সরকার ও তাঁর সহকর্মীরা। ৯০৯টি মলের নমুনা সংগ্রহ করে ৩৭২টিকে বাঘের বলে নিশ্চিত করা হয়। ২০১৭ সালে অরিক্স পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণায় বাঘের খাদ্যতালিকায় ১৪ ধরনের প্রাণীর উপস্থিতির কথা উঠে আসে। চিতল, সম্বরের মতো বুনো শিকারের পাশাপাশি গোরু, ছাগল ও বাঁদরের অবশেষও পাওয়া যায়। অর্থাৎ, বাঘের খাবারের জোগানে গৃহপালিত পশুরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অর্থাৎ, বাঘ ছিল জঙ্গলে, কিন্তু তার খাবারের বড় অংশ তখন জঙ্গল থেকে আসছিল না। সেখানেই আজকের বক্সা পুরোনো বক্সার থেকে আলাদা কি না, তার পরীক্ষা।

সাম্প্রতিক গবেষণায় অবশ্য আশার আলো রয়েছে। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার ২০২৪ সালের মূল্যায়নে বক্সার প্রায় ৩৯.৯ শতাংশ এলাকাকে বাঘের উপযোগী বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু ২০১৭ সালের একটি গবেষণায় বাঘের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত এলাকার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৭ শতাংশ। দুটি গবেষণার মাপকাঠি এক নয়। তাই এই দুই সংখ্যার তুলনা করে জঙ্গলের উপযোগিতা বেড়েছে বলে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত টানা যাবে না।

বাঘের খাবারের জোগান কতটা বাড়ছে, তা নিয়েও সতর্ক থাকা দরকার। বিভিন্ন সমীক্ষায় হরিণজাতীয় প্রাণীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধির পরোক্ষ প্রমাণ মিলেছে। যদিও বুনো শুয়োরের সংখ্যা কমেছে বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রজাতিভিত্তিক ঘনত্বের সংখ্যাগুলি অস্পষ্ট। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বক্সার জঙ্গল এখনও পুরোপুরি বাঘের খাবার জোগান দেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে নেই।

বাঘের স্থায়ী বসতির জন্য শুধু কয়েকটি প্রাণী থাকা যথেষ্ট নয়। পর্যাপ্ত শিকার, জল, নিরিবিলি বিচরণক্ষেত্র এবং বংশবিস্তারের সুযোগও অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু বক্সা কোনও জনমানবহীন অরণ্য নয়। এখানে ৩৭টি বনগ্রাম, ৪৬টি গ্রামের লাগোয়া এলাকা এবং বহু চা বাগান রয়েছে। মানুষের জ্বালানি, কাঠ, বাঁশের প্রয়োজন আছে। গবাদিপশুও জঙ্গলের দিকে যায়। বাঘের প্রয়োজন আর মানুষের প্রয়োজন, দুটির মাঝখানে তাই অদৃশ্য একটি সীমারেখা টানা আছে।

সেই সীমারেখা পাহারা দেওয়ার লোকও কম। সরকারি হিসাব বলছে, বক্সায় ৪৯০ জন ফ্রন্টলাইন স্টাফ থাকার কথা। তবে সেখানে কাজ করছেন মাত্র ২২০ জন। তাঁদের অনেকেই আবার চুক্তিভিত্তিক কর্মী। বন দপ্তরে সব থেকে বেশি সংকট ফরেস্ট গার্ডের। ব্যাঘ্র-প্রকল্পে ৪২ জন বিট অফিসার পদ থাকলেও বেশিরভাগই ফাঁকা।

তবু বক্সার গল্প একেবারে আশাহীন নয়। ভুটানের ফিপসু অভয়ারণ্য এবং অসমের মানস ব্যাঘ্র-প্রকল্পের সঙ্গে এই অরণ্যের যোগাযোগ বাঘের স্বাভাবিক যাতায়াতের সম্ভাবনা তৈরি করে। সেই পথ নিরাপদ রাখা গেলে ভবিষ্যতে বাঘের বিচরণ ও বংশবিস্তারে তা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বাঘিনীটির জন্য প্রকল্প, নজরদারি এবং জঙ্গল উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু ক্যামেরায় তার ছবি উঠলেই সাফল্যের ঘোষণা করা যাবে না। আসল সাফল্য তখনই, যখন সে নিজে শিকার ধরবে, নিরাপদে বাঁচবে, কোনও পুরুষ বাঘের সঙ্গে তার মিলন ঘটবে এবং তার সন্তান বক্সার জঙ্গলেই বড় হবে।

একটি বাঘকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তাকে ধরে রাখার মতো জঙ্গল তৈরি করাই আসল পরীক্ষা। বক্সাকে এমন নিরাপদ, শিকারসমৃদ্ধ বাসভূমি করে তুলতে হবে, যেখানে বাঘের বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কৃত্রিম উদ্যোগের উপর নিরন্তর নির্ভর করতে হবে না। তখন হয়তো পূর্বপুরুষের হারানো বাসভূমিতে বাঘ ফিরবে নিজের তাগিদেই। বক্সার প্রকৃত জয় হবে সেই দিন, যেদিন বাঘকে আনতে হবে না, বক্সা নিজেই বাঘকে ফিরিয়ে আনবে। সেটা হলে বাঘ ছাড়ার জন্য আর সরকারি কোষাগার থেকে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হবে না। প্যারেড গ্রাউন্ডের সর্বনাশ করে কংক্রিট পেতে মঞ্চ বাঁধার প্রয়োজন হবে না।

অপরাজিত অর্ধশতরানের পথে রবীন্দ্র জাদেজা।

রনজিতে ব্যর্থ যশস্বী-রাহুল

বিজয়ওয়াড়া, ১১ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে লাল বলে প্রস্তুতি সারতে রনজি ট্রফিতে নেমেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার তারকারা। কিন্তু রনজির আসরে প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থ হলেন টেস্ট দলের দুই ওপেনার লোকেশ রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। তবে প্রথম দিনের শেষে অর্ধশতরানের ইনিংসে নিজের দাবি জোরালো করে নিলেন রবীন্দ্র জাদেজা (অপরাজিত ৭২)।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে কর্ণাটকের ইনিংস ওপেন করতে নেমে রাহুল ৪ রান করেই কেভি শশীকান্তের বলে আউট হয়ে যান। রান পাননি মায়াঙ্ক আগরওয়াল (৫), করুণ নায়ারও (৮)। ২২/৪ স্কোরের অস্বস্তি থেকে কর্ণাটকের প্রথম ইনিংস ২৭৪ রানে পৌঁছে যাওয়ার কারিগর অধিনায়ক রবিচন্দ্রন স্মরণ (১২৬)। জবাবে দিনের শেষে অন্ধ্রপ্রদেশ ১৬/২ স্কোরে দাঁড়িয়ে।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে যশস্বী, সরফরাজ খানের (১) ব্যর্থতার দিনে মুম্বই প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ২৪৯ রানে পৌঁছে গিয়েছে। অধিনায়ক সিদ্ধেশ লাড ৮০ রানে অপরাজিত রয়েছেন। রান পেয়েছেন মুশির খান (৬৫) ও আয়ুষ মাত্রে (৪৮)।

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ৯ ওভার বল করেও উইকেট তুলতে পারেননি মহম্মদ সিরাজ (২৫/০)। তবে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রানে গুটিয়ে গিয়েছে। দিনের শেষে হায়দরাবাদের স্কোর ১২১/৪।

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে সৌরাষ্ট্র প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটে ৩০৮ রান তুলেছে। দিনের শেষে জাদেজার সঙ্গে ক্রিজে রয়েছেন প্রেরক মানকড় (৯২)।

অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ানের মূলপর্বে ভারতের মেয়েরা

সেলেয়াং, ১১ অক্টোবর : ইতিহাস গড়ল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল দল। রবিবার মালয়েশিয়াকে তাদেরই ঘরের মাঠে ৪-০ গোলে উড়িয়ে ২০২৭ অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলাদের এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে জায়গা করে নিল ভারতের মেয়েরা। এই প্রথম ভারতের কোনও মহিলা ফুটবল দল টানা দুইবার এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করল।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য ছিল ভারতের। ২৯ মিনিটে রেডিমা দেবীর দূরপাল্লার শটে এগিয়ে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে রায়গঞ্জের মেয়ে প্রীতিকা বর্মন, অনুষ্কা কুমারী ও নিধি একটি করে গোল করে ভারতের জয় নিশ্চিত করে। ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'ই'-র শীর্ষে থেকে প্রতিযোগিতার মূলপর্বের ছাড়পত্র পেল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা দল।

হোয়াইটওয়াশ বাঁচাল 'এ' দল

পুদুচেরি, ১১ অক্টোবর : সিরিজ আগেই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। রবিবার হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর লড়াইয়ে জিতে সান্ত্বনার জয় পেল ভারত 'এ' দল। পুদুচেরির মাঠে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বেসরকারি একদিনের সিরিজ চলছিল। তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে আগেই হেরে গিয়েছিল ভারত 'এ'। আজ শেষ ম্যাচে জয় এলেও সিরিজ অধরাই থেকে গেল। প্রথমে ব্যাটিং করে ভারত 'এ' করেছিল ২৭৫। জবাবে রান তাড়া করতে গিয়ে ২২৬ রানে শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের ইনিংস। ম্যাচের সেরা হয়েছেন বিপরাজ নিগম।

আইএসএলে এসেই জয় চার্চিলের

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : আইএসএলে পা রেখেই প্রথম ম্যাচে জয় পেল চার্চিল ব্রাদার্স। মুম্বই সিটি এফসি-কে ২-১ গোলে হারিয়েছে তারা। চার্চিলের গোলস্কোরার গৌরব বোরা ও সেবাস্টিয়ান গুতিয়েরেজ। মুম্বইয়ের হয়ে গোল করেন সের্জিও লামাস। অপর ম্যাচে ইন্টার কাশীকে ২-০ গোলে হারিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। গোল করেছেন ভিবিন মোহানন ও আন্দ্রে গ্রিন।

সামির চারে চাপে দিল্লি

দিল্লি-২৪০
(প্রথম দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১১ অক্টোবর : কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে বল হাতে নামলে মহম্মদ সামি কি বদলে যান? নাকি তাঁর মনের মধ্যে জেগে ওঠে বদলার আগুন?

কে জানে! শেষ রনজি ট্রফি মরশুমে জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে কল্যাণীর মাঠেই সেমিফাইনাল খেলেছিল বাংলা। আট উইকেট নিয়েছিলেন সামি। কিন্তু তারপরও রনজি ফাইনাল অধরা থেকে গিয়েছিল বাংলার। ব্যর্থতার সেই গ্লানি বোধহয় এখনও তাড়া করছে টিম বাংলাকে। যার প্রমাণ রবিবার কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে দিল্লির বিরুদ্ধে নয়া মরশুমে রনজি ট্রফি অভিযানের প্রথম দিন। মাস খানেক আগে সামি যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই শুরু করলেন। সারাদিনে ১৭.৩ ওভার বল করে নিলেন চার উইকেট। যার মধ্যে ৯টি মেডেন ওভার। আর সামি ম্যাজিকে ভর দিয়েই প্রথমদিনে আয়ুষ বাদোনির দিল্লিকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিল বাংলা। টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে প্রথম দিনের শেষে ২৪০ রানে শেষ দিল্লির ইনিংস।

শুধু একা সামি কেন? আকাশ দীপ (৭৪/২), মুকেশ কুমাররাও (৪৩/১) খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। কিছুদিন আগে ইরানি কাপের আসরে দীর্ঘসময় পর চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আকাশ-মুকেশ। আর প্রত্যাবর্তনের মঞ্চেই জুটিতে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন তাঁরা। ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে নিউজিল্যান্ডে রওনা হওয়ার আগে আজ দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচেও একইরকম ছন্দে দেখা গেল মুকেশদের। শুরু থেকেই সামি যে চাপ তৈরি করেছিলেন বল হাতে, সেই চাপ ধরে রাখার পাশে দিল্লি শিবিরে একের পর এক আঘাত করলেন তাঁরাও।

দিনের খেলার শেষে দলের পারফরমেন্সে খুশি বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'ভালো বোলিং করেছি আমরা। দিল্লির রানটা আরও কম হলে ভালো হত। যাই হোক, আগামীকাল দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব ব্যাটারদের।' অফস্পিনার আমির গনিও পরিস্থিতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিন উইকেট নিয়ে দলকে ভরসা দিয়েছেন।

কল্যাণীর বাইশ গজে বাউন্স রয়েছে ভালো। বাড়তি বাউন্সের কথা বললেও ভুল হবে না। আবার দিনের খেলা গড়ানোর সঙ্গে কিছু ডেলিভারি নীচু হয়েছে। সামি-আকাশরা রিভার্স সুইং করিয়েছেন। আবার গনি, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের মতো স্পিনাররা টার্নও পেয়েছেন উইকেট থেকে। বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পিচ কিছুটা 'চরিত্রবিরোধী' নিশ্চিতভাবেই। এমন পিচ দেখে কিছুটা অবাক দিল্লিও। প্রথম দিনের খেলার শেষে দিল্লির কোচ বিজয় দাহিয়াও সেই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। যদিও এই পিচেই সোমবার বাংলার ব্যাটারদের পরীক্ষা হতে চলেছে।

৪ উইকেট নিয়ে প্রথম ইনিংসে দিল্লিকে ভাঙলেন মহম্মদ সামি। ছবি : ডি মণ্ডল

আজ নেই ম্যাকলারেন-কিয়ান

জিতে শুরু করতে চায় মোহনবাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ অক্টোবর : মরশুমে তৃতীয়বার মুখোমুখি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

ডুরান্ড কাপ, আইএফএ শিল্ডের পর মোহনবাগানের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অভিযানও শুরু হচ্ছে সেই নর্থইস্টকে দিয়েই। দলবল নিয়ে এদিন বিকেল তিনটে নাগাদ গুয়াহাটি পৌঁছান প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। শনিবার দুপুর পর্যন্ত ঠিক ছিল দলের সঙ্গে যাবেন জেমি ম্যাকলারেন। কিন্তু শনিবার বিকেলে অনুশীলনের সময় ফের চোটের জায়গায় ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে আর নিয়ে যাওয়া হয়নি। দলসূত্রে খবর, কিছু পরীক্ষা হবে। তারপর ডাক্তাররা অনুমতি দিলে সরাসরি দিল্লিতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ম্যাকলারেন। এছাড়া আশিস রাই চোটের জন্য ও কিয়ান নাসিরি জ্বর থাকায় দলে নেই। এর আগের দুই ম্যাচের মধ্যে ডুরান্ড সেমিফাইনালে নর্থইস্টকে টাইব্রেকারে হারালেও শিল্ডের গ্রুপ লিগের ম্যাচ ড্র হয়। বাগান কোচের বক্তব্য আগের দুটো ম্যাচের থেকে এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। গুয়াহাটি যাওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমকে বলে গেলেন, 'ডুরান্ড কাপে অনেকক্ষণ ধরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল। অতিরিক্ত সময় এবং টাইব্রেকার হয়। এতে ম্যাচ দীর্ঘায়িত হয়েছিল। শিল্ডের গ্রুপ ম্যাচে নর্থইস্ট তাদের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের শুরুতে নয়, শেষের দিকে কয়েকজনকে নামায়। আমাদের দলেও জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা ছিল না। আইএসএলে সম্পূর্ণ আলাদা খেলা। এখানে ৯০ মিনিটের মধ্যে আমাদের জিততেই হবে। আমাদের আইএসএল যাত্রা শুরু হচ্ছে একটা কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। তাছাড়া ওদের ঘরের মাঠে খেলা। তবে আমাদের জিতে শুরুটা ভালো করতে হবে।' সদ্যই শিল্ড জেতায় মানসিকভাবে চাঙ্গা গোটা দল। তাছাড়া কলকাতা লিগের কিছু ম্যাচ এবং ডুরান্ড কাপে সিনিয়ার দলকে খেলিয়ে খেলিয়ে দলটাকে নিজের ফর্মেশন ও ট্যাকটিক্স অনুযায়ী তৈরি করে ফেলেছেন দিলম্পেরিস। এই তিন টুর্নামেন্টে ৩-৪-৩ এবং ৪-২-৩-১ ফর্মেশন, এই দুইয়ে ছেলেদের অভ্যস্ত করিয়েছেন বলে নিজেই জানালেন বাগান কোচ। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের বেশিরভাগ ফুটবলারই প্রচুর গেম টাইম পেয়েছে। শিল্ডের সময়কার চাপটা কাজে লাগবে।' ম্যাকলারেন না থাকায় এই ম্যাচেও গোলের জন্য লি এরউইনই সেরা বাজি মোহনবাগানের। তবে সাহাল আব্দুল সামাদ কী মনবীর সিংরাও গোলের মধ্যে থাকায় অনেকটাই স্বস্তিতে দল। সেখানে হুয়ান পেদ্রো বেনালির এক নম্বর স্ট্রাইকার আলাদিন আজারেই শিল্ড সেমিফাইনালে দুই গোল করলেও এখনও নিজের সেরা ছন্দে আসেননি। এথিয়ান গঞ্জালেজ আহামরি নন। তবু এঁদের আটকাতেই ডিফেন্স সাজাতে হবে দিলম্পেরিসকে। সবমিলিয়ে ডার্বির মতোই এখন এই ম্যাচও সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। যা জিতে শুরু করতে পারলে পরবর্তী লড়াই সহজ হতে পারে মোহনবাগানের।

আইএসএলে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম **নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : গুয়াহাটি
সম্প্রচার : সোনি লিভ অ্যাপ ও ইউটিউবে

অনুশীলনে যাওয়ার পথে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আলবার্তো রডরিগেজ ও কোচ দিলম্পেরিস।

বাইশ গজ নিয়ে বিস্ফোরক সামি

'হোম অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি না'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১১ অক্টোবর : নিজে চার উইকেট নিলেন। দলকে দিশা দিলেন। সতীর্থদের থেকে সেরাটা বার করে আনলেন। আর প্রথম দিনের খেলার শেষে বাইশ গজ নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটালেন মহম্মদ সামি। সোজাকথায়, নয়া মরশুমে রনজি ট্রফি শুরুর প্রথম দিনেই বাংলার সেরা বোলার সামির সঙ্গে পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের 'লড়াই' শুরু হয়ে গেল।

ঘরের মাঠেই 'অ্যাওয়ে' ম্যাচ খেলতে হচ্ছে বাংলাকে। পছন্দের পিচ দেওয়া হচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না হোম অ্যাডভান্টেজ। বাংলার পেস আক্রমণ দেশের অন্যতম সেরা। সেই পেস আক্রমণকে আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠার সুযোগই দেওয়া হচ্ছে না ঘরের মাঠে, অভিযোগ সামির। দীর্ঘসময় ধরে টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তনের 'যুদ্ধ' করে চলা সামি প্রথম দিনের খেলার শেষে বলেছেন, 'পিচ থেকে সাহায্য না পেলে লম্বা স্পেলে বোলিং করে এনার্জি নষ্টের মানে হয় না। গরমের মধ্যে প্রাণশক্তি বাঁচিয়ে বল করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ ঘরের মাঠে সেটাও পাচ্ছি না আমরা।' কল্যাণী মাঠের অস্থায়ী প্রেস বক্স থেকে বারবার মনে হয়েছে, পিচে দুরকম পেস রয়েছে। ক্রিকেটের পরিভাষায় 'ডাবল পেসড' পিচ। এমন পিচ নিয়ে প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র সামির 'বাউন্সার'। বলে দিলেন, 'আপনাদের দেখে মনে হয়েছিল, জানি না। কিন্তু উইকেট সত্যিই মন্থর ছিল। ডাবল পেসড উইকেট। অসমান বাউন্সে ভরা। আমাদের মতো পেস বোলিং শক্তি দেশের আর কোনও রাজ্য দলের নেই। বহুবার পিচ নিয়ে আমরা সিএবি-কে, কিউরেটরকে বলেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। স্পষ্ট বলছি, আমরা গ্রিন টপ চাইছি না। কিন্তু এমন পিচ চাইছি, যেখানে পেসারদের জন্য সাহায্য থাকবে। ডাবল পেসড হবে না পিচ।'

পিচ থেকে সাহায্য না পেলে লম্বা স্পেলে বোলিং করে এনার্জি নষ্টের মানে হয় না। গরমের মধ্যে প্রাণশক্তি বাঁচিয়ে বল করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অথচ ঘরের মাঠে সেটাও পাচ্ছি না আমরা।

-মহম্মদ সামি

অনুজ রাওয়াতকে আউট করে আকাশ দীপ।

টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজের ওডিআই ও টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা হয়নি এখনও। ভুবনেশ্বর কুমারের মতো সামিও ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারেন, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। তার মধ্যেই আজ দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচে চার উইকেট নিয়ে সামি যেমন নজর কেড়েছেন। তেমনই প্রথম দিনের খেলার শেষে পিচ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করে হইচই ফেলে দিয়েছেন। বাংলার শীর্ষ ক্রিকেট কর্তারাও বেশ অবাক সামির এমন মন্তব্যে। সন্ধ্যার দিকে কল্যাণী থেকে কলকাতা ফেরার পথে সিএবি-র অভিজ্ঞ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেন, 'আমার তো উইকেট ভালোই মনে হয়েছে। বাংলার উইকেটকিপার অভিষেক পোড়েল তো বুক বা মুখের কাছ থেকে বল ধরছিল। ভুলে গেলে চলবে না, এই পিচে বাংলাকেও ব্যাটিং করতে হবে। স্পষ্ট বলছি, এই পিচে সকলের জন্য সহায়তা রয়েছে।'

সামির বিস্ফোরণের পর পিচ বিতর্কের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হতে চলেছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ওডিআইয়ে জোড়া দল নিউজিল্যান্ডের

ওয়েলিংটন, ১১ অক্টোবর : ভারতের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শেষের তিনদিন পরই মধ্যে প্রথম টেস্ট শুরু হয়ে যাবে। পাঁচদিনের ক্রিকেটের প্রস্তুতির জন্য টেস্ট তারকাদের সুযোগ দিতে ক্রিকেট নিউজিল্যান্ড ওডিআইয়ের জন্য জোড়া দল ঘোষণা করেছে। দুই দলেই নেতৃত্বের দায়িত্বে রয়েছেন মিচেল স্যান্টনার। কাঁধের চোটের জন্য ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে খেলতে না পারলেও প্রথম তিনটি একদিবসীয় ম্যাচের জন্য ঘোষিত দলে রাচিন রবীন্দ্রকে রাখা

ফিরলেন রাচিন, ফার্গুসন

হয়েছে। ৩ বছর পর ওডিআই দলে ফেরানো হয়েছে ফিন অ্যালেন ও লকি ফার্গুসনকে। ৪ নভেম্বর ওডিআই শুরু হবে।

প্রথম তিন ম্যাচের দল : মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জেকব ডাফি, ম্যাট হেনরি, কাইল জেমিসন, টম ল্যাথাম, ড্যারিল মিচেল, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, নাথান স্মিথ, উইল ইয়ং ও ব্লেয়ার টিকনার।

শেষ দুই ম্যাচের দল : মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ফিন অ্যালেন, ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক, জেকব ডাফি, ম্যাট ফিশার, লকি ফার্গুসন, মিচ হে, নিক কেলি, টিম সেইফার্ট, ব্লেয়ার টিকনার ও উইল ইয়ং।

ভাষাই বড় সমস্যা আল শোর্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর : কলকাতায় পা রেখে বেশ বিপাকে আল শোর্তা। ভাষা সমস্যায় পড়েছে ইরাকের দলটি। হাতে গোনা দুই-একজন ছাড়া ভালো ইংরেজি জানেন না আল শোর্তার বেশিরভাগ ফুটবলারই। কোচিং স্টাফদের একই অবস্থা। ফলে কলকাতায় এসে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাঁদের। কোনওভাবে আকারে-ইঙ্গিতে কথা বলছেন তাঁরা। শনিবার বিমানবন্দর থেকে কিট ব্যাগ ফেলে হোটেলে চলে এসেছিল আল শোর্তা। এদিন অবশ্য বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁদের কিট ব্যাগ হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরাকের দলটিকে রাখা হয়েছে এক অভিজাত হোটেলে। সেখানে পেমেন্ট করতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হয়েছে আল শোর্তাকে। পরে অবশ্য ইরাক দূতাবাসের দৌলতে সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

রবিবার কোচ সামি ট্রাবেলসির অধীনে পুরোদমে অনুশীলন করেছে আল শোর্তা। ঘণ্টা দেড়েকের কড়া অনুশীলনে আক্রমণভাগেই বেশি নজর ছিল তাদের। ইস্টবেঙ্গল সম্পর্কে তেমন কোন কিছু না জানলেও লাল-হলুদ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস সম্পর্কে রীতিমতো খোঁজখবর নিয়ে এসেছে আল শোর্তা। ইরাকের দলটির গোলকিপার জালাল হাসান আবার ভারতের বিরুদ্ধে দুই বছর আগেই খেলেছেন। ফলে আনোয়ার আলি, জিকসন সিংদের খেলার ধরন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রয়েছেন তিনি। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মূল মাঠে অনুশীলন করার কথা ইরাকের দলটির।

পাঁচ ডিফেন্ডার নিয়ে পরিকল্পনা হাবাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ অক্টোবর : প্রতিপক্ষ শক্তিশালী। তাই ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের প্রাথমিক লক্ষ্য রক্ষণ মজবুত রেখে খেলা।

মঙ্গলবার ইরাকের আল শোর্তার বিপক্ষে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর গ্রুপ পর্বে দ্বিতীয় ম্যাচ লাল-হলুদের। সাত বিদেশি সহ সদ্য ইরাকের হয়ে বিশ্বকাপে খেলা দুই ফুটবলারকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে ইরাকের ক্লাবটি। রক্ষণভাগ মজবুত রাখতে তাদের বিরুদ্ধে পাঁচ ডিফেন্ডারে দল সাজানোর পরিকল্পনা করছেন হাবাস। রবিবারের অনুশীলনে ইঙ্গিত তেমনই। এদিন প্রস্তুতিতে তিন সেন্টার ব্যাক আনোয়ার আলি, দিয়েগো জিভুলিচ ও লালচুংনুঙ্গাকে একসঙ্গে রেখে অনেকটা সময় খেলিয়েছেন হাবাস। তাঁদের সঙ্গে দুই সাইডব্যাক জয় গুপ্তা ও হার্দিক ভাটকে ব্যবহার করার ভাবনা রয়েছে। তবে নুঙ্গাকে খেলানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যেই। আসলে এই মিজো ডিফেন্ডারকে নিয়ে অতীত অভিজ্ঞতা যে খুব একটা ভালো নয়।

আল শোর্তার বিপক্ষে গোল পেতে দুই প্রান্ত নিয়েও বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে হাবাসের। প্রতি আক্রমণের সময়ে প্রয়োজনমতো উঠে এসে উইংয়ে ওভারলোড করবেন জয় ও হার্দিক। এডমুন্ড লালরিনডিকা, ক্রিস ইকোনোমিডিসদের সাহায্য করবেন তাঁরা। এদিক আক্রমণভাগে ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে রেখেই মহড়া সেরেছে ইস্টবেঙ্গল। যদিও ম্যাচে ডেভিডের জায়গায় লুকাস জলিনস্কিকে রেখে শুরু করতে পারেন হাবাস।

চুল টেনে লাল কার্ড দেখলেন ভিনিসিয়াস

মাদ্রিদ, ১১ অক্টোবর : মাদ্রিদ ডার্বিতে হারের ধাক্কা সামলে ফের জয়ের সরণিতে রিয়াল মাদ্রিদ।

ঘরের মাঠে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেছেন মোরিনহোর ছেলেরা। ৬৩ মিনিটে ইয়ান দিওমান্দে জয়সূচক গোলটি করেন। ৭২ মিনিটে ভিনিসিয়াস একটি গোল করেছিলেন। কিন্তু ভিএআর চেকের পর সেই গোল বাতিল করা হয়। শুধু তাই নয়, গোল করার আগে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় নাথান সালিবার চুল টানার অপরাধে ব্রাজিলীয় তারকাকে লাল কার্ড দেখানো হয়।

জয় পেল রিয়াল

ভিনিসিয়াসের লাল কার্ড দেখার বিষয়টি একদমই মানতে পারছে না রিয়াল মাদ্রিদ শিবির। কোচ হোসে মোরিনহো ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে আসেননি। এদিকে লাল কার্ড দেখার পর সমাজমাধ্যমে সতীর্থ ও সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন ভিনি। আপাতত যা পরিস্থিতি, ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে লাল কার্ড দেখায় এল ক্লাসিকোতে ব্রাজিলীয় তারকাকে ছাড়াই নামতে হবে রিয়াল মাদ্রিদকে। এই মুহূর্তে ৮ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন মোরিনহোর ছেলেরা।

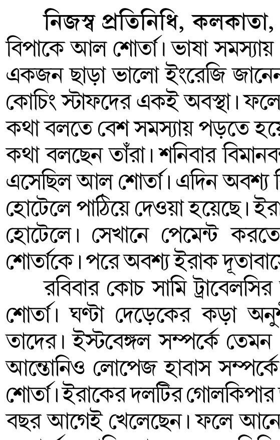

ভিয়ারিয়াল ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় এল ক্লাসিকোতে নামতে পারবেন না রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

কামিন্সের দাপটে বড় লিড অজিদের

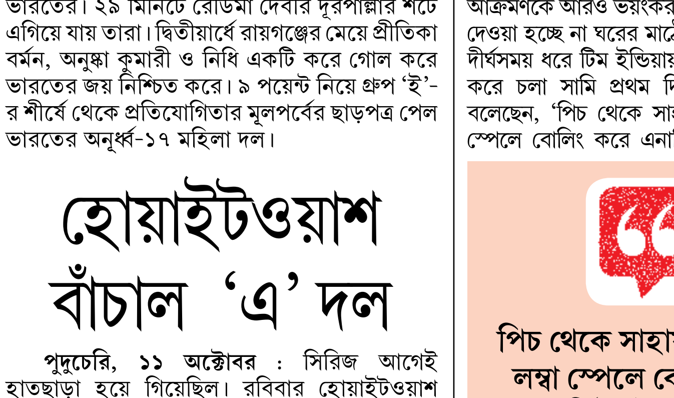

৩ উইকেট নেওয়ার উচ্ছ্বাস অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের।

ডারবান, ১১ অক্টোবর : তৃতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের রাশ নিজেদের দখলে নিল অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ইনিংসের ফলে ১০৬ রানে এগিয়ে যাওয়ার পর দিনের শেষে তারা দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩/০ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছে। প্যাট কামিন্স (৫৪/৩), জোশ হ্যাজেলউড (৫৪/২), নাথান লায়োন (৫৮/২) ও মিচেল স্টার্ক (৬৩/২) সম্মিলিত প্রয়াসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২৮৪ রানে অল আউট করেন। প্রোটিয়াদের কেউই পঞ্চাশের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। সর্বাধিক ৪৯ রান ডেভিড বেডিংহামের। ১৯৭ রানে তাদের ৮ উইকেট চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে লোয়ার অর্ডার ব্যাটার সাইমন হার্মার (অপরাজিত ৩৫), কেশব মহারাজ (৩৪) ও আনরিচ নর্তজের (১৬) লড়াইয়ে লিড অনেকটাই কমিয়ে আনে। এদিন বেডিংহামের ক্যাচ নিয়ে টেস্টে ফিল্ডার হিসেবে সর্বাধিক ক্যাচের নজির গড়েন স্টিভেন স্মিথ (২২১টি)। আগে যে রেকর্ডটি ছিল জো রুটের (২২০টি)।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সোহম** : আজ তোমার শুভ জন্মদিনে অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রইল। তোমার জীবন আনন্দ, সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যে ভরে উঠুক। **দিদানতা, সোনাদা, মা, পাপা।**

স্কোরবোর্ড

ভারত

সঞ্জু ক কামিল বো শামার	৩
অভিষেক ক ও বো স্প্রিংগার	৬৯
ঈশান স্টা হোপ বো চেজ	৩৭
শ্রেয়স এলবিডব্লিউ বো চেজ	১
তিলক রান আউট	২৮
নমন ক স্প্রিংগার বো মোতি	১০
নীতীশ ক হোপ বো কেমো	২১
অক্ষর রান আউট	২০
অর্শদীপ এলবিডব্লিউ বো স্প্রিংগার	১১
প্রিন্স অপরাজিত	১৩
মায়াঙ্ক বো শামার	০
অতিরিক্ত	১০
মোট (অল আউট, ২০ ওভার)	২২৩

উইকেট পতন : ৭/১, ১১৫/২, ১১৭/৩, ১২৪/৪, ১৩৫/৫, ১৬৯/৬, ১৯৪/৭, ২০২/৮, ২১০/৯, ২২৩/১০।
বোলিং : চেজ ৪-০-৩৮-২, শামার ৪-০-৫৪-২, কেমো ৪-০-৩৮-১, স্প্রিংগার ৪-০-৫০-২, মোতি ৪-০-৩৭-১।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ

হোপ বো অর্শদীপ	৫
কামিল ক অর্শদীপ বো নমন	৪২
হেটমেয়ার বো নমন	৪৩
রোভমান ক ঈশান বো অক্ষর	৫
রাদারফোর্ড বো অর্শদীপ	৩২
স্যাম্পসন ক তিলক বো নীতীশ	২১
কেমো ক তিলক বো অর্শদীপ	১০
স্প্রিংগার অপরাজিত	৩৫
চেজ অপরাজিত	৫
অতিরিক্ত	১১
মোট (৭ উইকেট, ২০ ওভার)	২০৯

উইকেট পতন : ৭/১, ৬৭/২, ৮২/৩, ১০৫/৪, ১৫১/৫, ১৬৯/৬, ১৭৪/৭।
বোলিং : মায়াঙ্ক ৪-০-৩৪-০, অর্শদীপ ৪-০-৪৪-৩, প্রিন্স ৪-০-৩৭-০, নমন ৩-০-৩৯-২, অক্ষর ৩-০-৩৩-১, নীতীশ ২-০-১৯-১।

ম্যাচের সেরা : অর্শদীপ সিং।

অভিসিক্সে সিরিজে লিড টিম ইন্ডিয়ার

ইন্দোর, ১১ অক্টোবর : মহেন্দ্র সিং ধোনির পাড়ায় ২৪৯ করেও ক্যারিবিয়ান পেশিশক্তির সামনে রেহাই মেলেনি। রবিবার টিম ইন্ডিয়া ব্যাটিংয়ে নামতেই লাখ টাকার প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল। ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামের পাটা উইকেট, ছোট বাউন্ডারিতে শিশিরের উপদ্রবের মাঝে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কত রান নিরাপদ? তবে রোজদিন একরকম হয় না। এদিন অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ইনিংসে ভর করে তৃতীয় ম্যাচ ১৪ রানে জিতে চলতি টি২০ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে লিড পেল শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড।

দুই দলই এদিন জোড়া পরিবর্তন করে নামে। শিবম দুবে ও কুলদীপ যাদবের পরিবর্তে প্রথম একাদশে আসেন যথাক্রমে নীতীশ কুমার রেড্ডি এবং প্রিন্স যাদব। চোটের জন্য গত ম্যাচের অন্যতম নায়ক রোমারিও শেফার্ডকে পায়নি ক্যারিবিয়ান শিবির। কয়েনযুদ্ধে জয়ের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক শাই হোপ বোলিং নিতে দুইবার ভাবেননি। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আমরা জানতাম টসে জিতলে কী করতে হবে। শিশির ফ্যাক্টর মাথায় রেখে টসে জিতলে যে শ্রেয়সও বোলিং নিতেন, তা বলাই বাহুল্য।

দুই বছর পর ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক ম্যাচ হচ্ছে। ফলে গ্যালারি কার্যত নীল সমুদ্র হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দর্শকরা গুছিয়ে বসার আগেই দ্বিতীয় ওভারে শামার জোসেফের (৫৪/২) বলে ফিরে যান সঞ্জু স্যামসন (৩)। রবিবার বৈভব সূর্যবংশীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন নিউজিল্যান্ডের তারকা পেসার লকি ফার্গুসন। তবে গৌতম গম্ভীররা এদিনও সঞ্জু-অভিষেক জুটিতেই ভরসা রাখেন।

সঞ্জুর ব্যর্থ হওয়া এদিন অবশ্য ভারতকে খুব একটা সমস্যায় ফেলেনি। অভিষেক (৩০ বলে ৬৯) ক্রিজে থাকলে পাওয়ার প্লে-তে অফস্পিনারের অন্তত দুই ওভার নিশ্চিত থাকে। এদিন চতুর্থ ওভারে রোস্টন চেজের (৩৬/২) থেকে ১৭ রান নিয়ে হোপের পরিকল্পনাকে বানচাল করার সঙ্গে ভারতীয় ইনিংসের টোন সেট করে দেন 'সিক্সার কিং।' পরের ওভারে কেমো পলের থেকে আসে ১৬ রান। সবমিলিয়ে পাওয়ার প্লে-তে ভারত ৮৭/১। যার মধ্যে ১৮ বলে অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করে ফেলেন 'অভিসিক্স শর্মা'। শুধু তাই নয়, সূর্যকুমার যাদবকে টপকে বলের বিচারে টি২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম ২ হাজার রানের গণ্ডি টপকে যান তিনি। নিলেন ১০২৪ বল।

শিশির ভেজা বলে ৩ উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস অর্শদীপ সিংয়ের।

> **১০২৪**
>
> **অভিষেক শর্মা টি২০ আন্তর্জাতিকে বলের বিচারে দ্রুততম হিসেবে ২ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছেছেন। তিনি নিয়েছেন ১০২৪ বল। ১১৬৪ বলে ২ হাজার রানে পৌঁছে নজির গড়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব।**

উলটোদিকে ভালোই তাল ঠুকছিলেন ঈশান (১৮ বলে ৩৭)। অভিষেক-ঈশানের ১০৮ রানের পার্টনারশিপে রোলস রয়েসের গতিতে এগোচ্ছিল ভারতীয় ইনিংস। কিন্তু ফিরতি স্পেলে এসে চার বলের মধ্যে ঈশান ও শ্রেয়সকে (১) সাজঘরে ফেরান চেজ। গত ম্যাচের মতো এদিনও ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মাথাব্যথা হয়ে ওঠেন তিনি। শ্রেয়সের আউটের পর খুদে ভক্তের কান্নার ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। ১১৫/১ থেকে ১১৭/৩- এখানেই ছন্দপতন হয় ভারতের। ব্যর্থ হন নমন ধীরও (১০)। উলটোদিকে বারবার মুখ পরিবর্তন হওয়ায় হয়তো মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটেছিল অভিষেকেরও। শামার স্প্রিংগারের (৫০/২) শর্ট বল পুল করতে গিয়ে আউট হন তিনি। তিলক ভার্মা (১৬ বলে ২৮) এসে ইনিংসে স্থিরতা আনার চেষ্টা করেছিলেন। গত ম্যাচে ১৮ বলে ৪৪ রানের অপরাজিত ইনিংসে দলকে ২৪৯-এ পৌঁছে দিয়েছিলেন। এদিন সেখান থেকেই শুরু করেন তিলক। কিন্তু আউট হলেন একদম অদ্ভুত ভঙ্গিতে। গুডাকেশ মোতির (৩৭/১) লো ফুলটস লেগসাইডে ঠেলেছিলেন অক্ষর প্যাটেল (২০)। কিন্তু বাউন্ডারি লাইনে বল কোনওক্রমে বাঁচান কামিল পুরান। অথচ চার হয়ে গিয়েছে ভেবে দ্বিতীয় রান সম্পূর্ণ করার আগে মাঝ ক্রিজে দাঁড়িয়ে পড়েন তিলক। যার সুযোগে নন স্ট্রাইকার এন্ডে তিলককে রানআউট করে দেন মোতি। শেষদিকে অক্ষর, অর্শদীপ সিং (৮ বলে ১১), প্রিন্সের (৬ বলে ১৩) ক্যামিও ইনিংসে ২২৩ রানে পৌঁছে যায় ভারত।

অর্ধশতরানের পর অভিষেক শর্মা। ইন্দোরে রবিবার।

এদিনও রানতাড়ায় নেমে ক্যারিবিয়ানরা শুরুতে ধাক্কা খেয়েছিল। রাঁচিতে ভারত বধের প্রধান কারিগর হোপকে (৫) নিজের প্রথম ওভারে তুলে নেন অর্শদীপ। কিন্তু ভারতের জঘন্য ফিল্ডিং এদিনও অব্যাহত। মায়াঙ্ক যাদবের বলে শিমরন হেটমেয়ারের লোপ্পা ক্যাচ মিস করেন অভিষেক। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে পরের ওভারে অর্শদীপের থেকে ১৯ রান নেন হেটমেয়ার। তাঁকে ৪৩ রানে ফিরিয়ে স্বস্তি দেন নমন। উলটোদিকে চাপ বাড়াচ্ছিলেন কামিল (২৭ বলে ৪২)। তাঁকেও নমন নিজের শিকার বানান। গত ম্যাচে ৩৭ বলে ৮৪ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে ভারতের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলেন শেরফানে রাদারফোর্ড। এদিন তাঁকে ৩২-এর বেশি এগোতে দেননি অর্শদীপ (৪৪/৩)। শেষদিকে স্প্রিংগার (১১ বলে অপরাজিত ৩৫) নায়ক হওয়ার চেষ্টা করলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০৯/৭ স্কোরে আটকে যায়। নিজামের শহরে বুধবার সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামবেন শ্রেয়সরা।

বিদ্রুপ উড়িয়ে লিগে ছয়ে ছয় ম্যান সিটির

লিভারপুল, ১১ অক্টোবর : চিটার লেখা বিশাল বিশাল ব্যানার নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে 'স্বাগত' জানিয়েছিল লিভারপুল সমর্থকেরা। আর্থিক অনিয়মে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর প্রথম ম্যাচটা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি খেলতে নেমেছিল পাহাড় সমান চাপ সঙ্গে নিয়েই। কিন্তু রবিবার অ্যানফিল্ডে ৯০ মিনিটে লিভারপুলের সামনে দুঃস্বপ্ন হিসেবে হাজির হয়েছিলেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, জেরেমি ডোকুরা। লিভারপুলকে তাদের ঘরের মাঠেই ৩-০ গোলে হারিয়ে দেয় সিটি। এই জয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ছয় ম্যাচ খেলে ছয়টিতেই জিতে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেই রইল এনজো মারেস্কার দল। সঙ্গে লিগের সেকেন্ড বয় আর্সেনালের সঙ্গে ৩ পয়েন্টের ব্যবধানটাও রেখে দিল।

৬২ মিনিটে রায়ার্ন গ্র্যাভেনবার্চ দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে বেরিয়ে যাওয়ায় ১০ জনের দল হয়ে যায় লিভারপুল। এর ৩ মিনিট পরেই সিটিকে প্রথম গোল এনে দেন হাল্যান্ড। ৬৮ মিনিটে ডোকু ব্যবধান বাড়ান। ৭৮ মিনিটে রায়ান চেরকি তৃতীয় গোল এনে দেন ম্যান সিটিকে।

গোল করে উচ্ছ্বাস আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের। রবিবার।

ঋতম চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেট শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর : ঋতম ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ঋতম চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ক্রিকেটে রবিবার আয়োজকরা ৬০ রানে ডিএনএসসি এলিট একাদশকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন মাঠে টসে জিতে ঋতম ৯ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা আমন সোনি ৪৮ ও জয়কৃষ্ণ পাল ৩৫ রান করে। আয়ুষ সিং ১৫ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। জবাবে ডিএনএসসি ৬ উইকেটে ৯৭ রানে আটকে যায়। ধ্রুব ২০ রান রেখে এসেছে। আকাশ তরফদার ২ রানে নেয় ১ উইকেট।

অন্য ম্যাচে রবিন পাল মেমোরিয়াল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৮০ রানে ইউনাইটেড ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে রবিন পাল অ্যাকাডেমি ৫ উইকেটে ১৬৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা নীতীশ কুমার ৪৫ ও জিৎ সিংহ রায় ৩৬ রান করে। পিন্টুকুমার সাহানি ২০ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে ইউনাইটেড ১৬.৪ ওভারে ৮৩ রানে গুটিয়ে যায়। অয়ন সরকার ১ ও রাহুল দাস ১৮ রানে নেয় ২ উইকেট। শনিবার ঋতম ২৬ রানে স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছিল। জাভেদ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৪৭ রানে আম্বে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জিতেছিল।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে আমন সোনি ও নীতীশ কুমার।

নজর কাড়লেন জলপাইগুড়ির ক্রিকেটাররা

জলপাইগুড়ি, ১১ অক্টোবর : কলকাতায় রাজ্য শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের টি১০ মহিলা ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কাড়লেন জলপাইগুড়ি জেলা ডেফ ক্রীড়া সংস্থার সদস্যরা। সায়ন্তনী রায় প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতেছেন। তিনি ব্যাটে ৬৩ রান এবং বল হাতে ৭টি উইকেট তুলে নেন। অন্যদিকে, বিদ্যা সরকারের নেতৃত্বে বাংলা 'এ' দল চ্যাম্পিয়ন এবং সায়ন্তনীর সহ অধিনায়কত্বে বাংলা 'ডি' দল রানার্স হয়েছে। এছাড়াও বাংলা 'ডি' দলের হয়ে জলপাইগুড়ির পূজা সরকার ও অন্তরা চক্রবর্তী খেলেছেন।

সেরা মোস্তাফা সুপার জায়েন্টস

মালবাজার, ১১ অক্টোবর : তেশিমলা যুব সংঘের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মোস্তাফা সুপার জায়েন্টস। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে এনবিবিসি নিজামবাড়ি ফুটবল দলকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা মোস্তাফার দেবদিত্য রায় সরকার। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় এনবিবিসি-র রাজীব সাহা।

*নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য। সেভিংস প্রযোজ্য থাকছে 31-শে অক্টোবর 2026 পর্যন্ত। লিখিত টোটাল সেভিংস হ'ল ক্যাশ অফার থেকে আসা সাশ্রয়, শূন্য প্রোসেসিং ফী আর 5-টি ফ্রী সার্ভিস (2-টি অতিরিক্ত ফ্রী সার্ভিস)-এর মোট পরিমাণ। শূন্য পিএফ-এর ওপর সেভিংস বিভিন্ন অবস্থানে ফাইন্যান্সারের ওপর নির্ভর ক'রে বদলাতে পারে। ফাইনান্স পাওয়া যায় ফাইন্যান্সারের একক সিদ্ধান্তসাপেক্ষে। মডেল বা অঞ্চলভেদে প্রযোজ্য অফার ভিন্ন হতে পারে। উল্লিখিত এক্সশোরুম মূল্যগুলো সংশ্লিষ্ট মডেলের বেস ভেরিয়েন্টের। স্টান্টগুলি অভিজ্ঞ বিশারদ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, পেশাদারদের তত্ত্বাবধানে এবং এক নিয়ন্ত্রিত ও ঘেরা পরিবেশে, যা জনসাধারণ বা সর্বজনিক সড়ক থেকে দূরে আলাদা জায়গায় অবস্থিত। এই স্টান্টগুলি নকল করার চেষ্টা করবেন না, আর সর্বদা ট্রাফিক ও নিরাপত্তানীতি মেনে চলুন।
Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7908297705 • Siliguri Sevoke Road SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062878 • Jalpaiguri SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9717458875 • Alipurduar SILIGURI BAJAJ 9832407999 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Mangalbari PLANET BAJAJ :9679997998• Balurghat PLANET BAJAJ: 9733310021 • Cooch Behar BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 Mathabhanga BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050493 •Raiganj BAJAJ WHEELS 8391890763 •Kaliyagnaj BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 •Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •Sahapur BAJAJ WHEELS 9593825338 •Baidara BAJAJ WHEELS 9733715747.